NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ শপথ নেওয়ার ২৪ বছর, আবেগাপ্লুত প্রধানমন্ত্রী

পদার্থবিদ্যায় নোবেল ৩ মার্কিন বিজ্ঞানীর ৭

কলকাতা ৮ অক্টোবর ২০২৫ ২১ আশ্বিন ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ১১৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 08.10.2025, Vol.19, Issue No. 116, 8 Pages, Price 3.00

রিপোর্ট তলব স্পিকারের ● পুলিশকে ডেডলাইন রাজ্যপালের ● আলটিমেটাম রিজিজুরও

মঙ্গলবার শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার সঙ্গে মিরিকের সৌরেনি এলাকায় পরিদর্শনে যান।

কঠোর পদক্ষেপ, হুঁশিয়ারি কিরেনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর উপর হামলার ঘটনায় রাজ্য সরকারের কাছ থেকে রিপোর্ট চাইলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। মঙ্গলবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তথ্য দ্রুত পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যকে। রিপোর্ট দিতে বিলম্ব হলে পদক্ষেপ করা হবে বলেও সতর্ক করেন তিনি।

উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ দুর্যোগ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এদিন বাগডোগরায় পৌঁছন রিজিজু। সেখান থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে সড়কপথে মিরিকের উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। বিমানবন্দরে রিজিজু বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিনিধি হিসেবে আমি এসেছি। মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করব, ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াব।' তিনি আরও জানেন, 'সরকারি ব্যবস্থা যথাযথ না হলে কেন্দ্র কঠোর ব্যবস্থা নেবে।' মিরিক ভূমিধস পরিদর্শনে যান তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। মিরিকের ধসপ্রবণ এলাকায় শহরবাসীর সাথে কথা বলার জন্যও যান তাঁরা। তবে এই সফর রাজনৈতিক উত্তেজনার মাঝেও সুনিশ্চিত শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার জোরদার দাবি করেন মন্ত্রী এদিন।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর হাসপাতালে গিয়ে খগেন মুর্মুকে দেখতে আসার ঘটনাকে সস্তা প্রচার বলে দাবি করেছেন। তিনি এই নিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। সেই বিবৃতিকে নিজের এক্স হ্যান্ডলে শেয়ার করেছেন অমিত মালব্য। অমিত বলেন, 'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে সস্তা প্রচার করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর এটি আরেকটি জঘন্য প্রচেষ্টা ছিল - বিশেষ করে সুলকাপাড়ার অন্তর্গত বামনডাঙায় লুটপাটকারী জনতার দ্বারা যে হামলা সংঘটিত হয়েছে, সেই এলাকাটি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ বাংলাদেশিদের বসতি স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হত।'

বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন, আর সেই হাসপাতালেই মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর সংক্ষিপ্ত সফর নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন শঙ্কর ঘোষ। বিজেপি নেতার বক্তব্য, 'আমি মিডিয়া সূত্রে জানতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাসপাতালে গিয়েছেন। সকালে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্বল্প নোটিসে তাঁর প্রস্তাবিত সফরের বিষয়ে আমাকে জানায়। আমি তাতে সম্মতি দিইনি। আর সাংসদজিও আইসিইউ-তে ভর্তি, তিনি কথা বলার অবস্থায় নেই, তাই তাঁর সম্মতির প্রশ্নই ওঠে না।'

তিনি অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর শুধুমাত্র 'ফটো তোলার সুযোগ' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর দাবি, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র দেড় মিনিটেরও কম সময় সাংসদ খগেন মুর্মুর কেবিনে ছিলেন, এ সময় তাঁর মিডিয়া দল ছবি ও ভিডিও ধারণ করে প্রচারের জন্য। সাংসদের সঙ্গে কোনও কথাবার্তাও হয়নি, কারণ তিনি কারও সঙ্গে কথা বলার মতো অবস্থায় নেই।'

বিজেপি নেতা আরও বলেন, 'এটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিন্দনীয় ও নোংরা রাজনীতির আরেকটি উদাহরণ। বিজেপি বিধায়কদের ওপর তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনীকে ছেড়ে দিয়ে এখন আবার এই ধরনের নাটকীয়তা দেখানোর তাঁর নৈতিক অধিকার নেই। প্রশাসনের যে কাজটি করা উচিত ছিল, সেটিই বিজেপি বিধায়কেরা করছিলেন। আর তাতেই তাঁদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে।'

আক্রান্ত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে দেখতে হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

খগেনকে দেখতে হাসপাতালে মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: জলপাইগুড়িতে আক্রান্ত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে দেখতে মঙ্গলবার হাসপাতালে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ির হাসপাতালে মালদহ উত্তরের সাংসদকে দেখার পর তাঁর সঙ্গে কিছু ক্ষণ কথা বলেন মমতা। কথা বলেন সাংসদের স্ত্রী এবং সন্তানের সঙ্গেও। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলার পর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসেন মুখ্যমন্ত্রী।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, সাংসদ কোথায় আঘাত পেয়েছেন, তার খোঁজ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পর তিনি চিকিৎসকদের ডেকে কথা বলেন। খগেনের শয্যার পাশে দাঁড়ানো সাংসদের আপ্তসহায়ককে মমতা জিজ্ঞাসা করেন, 'ওঁর কি ডায়াবেটিস রয়েছে? ইনসুলিন নেন? ওষুধ খান? টেক কেয়ার করেন? দেখান ভাল করে? খাওয়া-দাওয়া কন্ট্রোল করেন?' তিনি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলেন। এর পর প্রবীণ সাংসদকে চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সাংসদের পরিবারের সদস্যদের জানান, যে কোনও প্রয়োজনে তিনি পাশে রয়েছেন। অন্যত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হলেও যেন তাঁকে বলা হয়।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এমনি ঠিক আছেন। সিরিয়াস কিছু নয়। যাঁদের ডায়াবেটিস থাকে, তাঁদের একটু পর্যবেক্ষণে বেশি থাকতে হয়। ওঁর একটু কানে বেশি লেগেছে। চিকিৎসকদের রিপোর্ট ইত্যাদি আমি দেখেছি। উনি এখন পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। ওঁর ডায়াবেটিস আছে। ডায়াবিটিস কন্ট্রোল করতে হয়। আমি প্রার্থনা করেছি। ওঁকে বলেছি। ওঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছি।' সাংসদকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে কি না প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এমন সিরিয়াস কিছু নয়।'

অন্য দিকে, খগেনের পুত্র অনিমেষ মুর্মু বলেন, 'প্রায় ৩৬ঘন্টা অতিক্রান্ত। এখনও অভিযুক্তেরা অধরা।'

তাঁর অভিযোগ, ''তৃণমূলের গুন্ডারা বাবাকে মেরেছে। সেই দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও 'অ্যাকশন' নেননি এখনও। তাই ওঁর সঙ্গে কথা বলিনি। বলবও না।''

উত্তর বেহাল, তবু কার্নিভাল! বিরোধীদের জবাব মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ! ভেসে গিয়েছে একাধিক এলাকা। আতঙ্কিত স্থানীয়রা। সুষ্ঠু ভাবে উদ্ধারকার্য এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে প্রশাসন। এই আবহে কেন দুর্গা কার্নিভাল বাতিল করা হয়নি। তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছিল বিরোধীরা। এবার তাদের 'রাজনীতি'র জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, রাজনীতি করেছে বিরোধীরা। কার্নিভাল বাংলার গর্ব। উপস্থিত ছিলেন বিদেশিরা। শেষ মুহূর্তে তা বাতিল করা সম্ভব নয়। তাছাড়া তিনি গেলে উদ্ধারকার্যে প্রভাব পড়ত। পুলিশ ব্যস্ত হয়ে পড়ত তাঁকে নিয়ে। যা মোটেও কাম্য নয়। কারণ দুর্যোগের সময় প্রধান কাজ দুর্গতের পাশে দাঁড়ানো।

গত রবিবার রেড রোডে ছিল দুর্গাপুজোর কার্নিভাল। শনিবার রাতভর প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে উত্তরবঙ্গ। রবিবার সকাল থেকে একের পর এক খারাপ খবর আসতে শুরু করে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন সোমবার তিনি উত্তরবঙ্গে যাবেন। তারপরই বিরোধীরা প্রশ্ন করতে থাকেন, কেন বাতিল করা হল না পুজোর কার্নিভাল?

দু'দিন উত্তরবঙ্গে দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সেই 'রাজনীতির' জবাব দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'কার্নিভাল নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে। কার্নিভাল বাংলার গর্ব। এতগুলো ক্লাব আশা করেছিল ওদের কোনও মূল্য নেই? ওই দিন সমস্ত অ্যারেজমেন্ট করা হয়ে গিয়েছিল। ইউনিসেফ থেকে অনেক বিদেশিরা ছিলেন। বাতিল করা সম্ভব?' তিনি আরও বলেন, 'সেদিন যদি আমরা আসতাম এসে কী করতাম? ভিআইপিকে দেখতে গিয়ে উদ্ধারকার্য ব্যাহত হত না? পুলিশ কাকে সামলাত? ওই সময় প্রধান কাজ কোনটা?'

'নীরব থাকব না', ক্ষোভ আনন্দের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নাগরাকাটায় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপর হামলার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। সোমবার মাটিগাড়ার এক বেসরকারি নার্সিংহোমে আহত সাংসদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজ্যপাল বলেন, 'এখানে পুলিশের ভূমিকা বিশেষভাবে নজর করার মতো। পুলিশের ভারতের সংবিধান মেনে কাজ করা উচিত। নিয়ম মেনে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের চিহ্নিত করে আইনানুগ পদক্ষেপ না-নিলে, সংবিধান অনুযায়ী যা করার, তা করা হবে।'

রাজ্যপালের বক্তব্যে স্পষ্ট সতর্কবার্তা, তিনি এই ঘটনাকে গণতন্ত্রের শ্বাসরোধ বলে অভিহিত করেন। তাঁর মন্তব্য, 'একজন সাংসদ ও বিধায়কের উপর হামলা গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে হত্যার সামিল। পশ্চিমবঙ্গের মতো উন্নত রাজ্যে এহেন ঘটনা শুধু দুঃখজনক নয়, আশ্চর্যজনকও বটে।'

রাজ্যপালের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দার্জিলিং প্রশাসনকে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলব করেছেন তিনি। পুলিশের ভূমিকা ও তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কেও আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যপালের কড়া বার্তা, 'আইন সবার জন্য সমান। সংবিধান রক্ষার দায়িত্ব আমার, তাই নীরব থাকব না।' জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ থেকে সোজা দিল্লিতে গিয়েছেন রাজ্যপাল।

গুন্ডাদের নেত্রী মমতা: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: দার্জিলিং জেলার মিরিকের ধস কবলিত এলাকায় গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী তীব্র অভিযোগ আনেন রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে। শুভেন্দু বলেন, 'গুন্ডাদের নেত্রী হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' তিনি অভিযোগ করেন যে, তাঁর সৈনিক ও সাংসদরা হামলার শিকার হলেও মুখ্যমন্ত্রী দোষীদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেননি বা নিন্দা করেননি। মঙ্গলবার শুভেন্দু অধিকারী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ও দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার সঙ্গে মিরিকের সৌরেনি এলাকায় পরিদর্শনে যান।

শুভেন্দু বলেন, 'সরকারি আইনশৃঙ্খলাবাহিনী কার্যকরী নয়। গতকাল খাগরাবাড়ির ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা উদয়ন গুহের সঙ্গে ডবল কাপ চা খেয়ে বাহবা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।' তিনি আরও বলেন, '২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তদের ধরতে হবে। তা না হলে যা করার করব।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ঘটনার পর রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

এদিন মিরিক-সহ আশেপাশের একাধিক বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'মেঘভাঙ্গা বৃষ্টি ও ভূমিধসের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখে সত্যিই ব্যথিত হলাম। বহু পরিবার তাদের প্রিয়জন, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু, সব হারিয়ে এখন সহায় সম্বলহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। ত্রাণ শিবিরে উপস্থিত থেকে তাদের কষ্ট শুনেছি এবং পাশে দাঁড়িয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রশাসনিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন এবং তাঁর রিলিফ ফান্ড থেকে আড়াই লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা-বিজেপির বিধায়ক ও সাংসদরা মিলিত আত্মীয়তার স্বার্থে প্রত্যেকে দুই লক্ষ টাকা সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। দলের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীরা ইতিমধ্যেই উদ্ধার ও ত্রাণ কাজে ছুটে গিয়ে কাজ করছেন। আমাদের লক্ষ্য হলো দ্রুততার সঙ্গে সাহায্য পৌঁছে দিয়ে দুঃস্থ মানুষের মুখে হাসি ফিরিয়ে আনা। যিনি পাহাড়কে পছন্দ করেন না, তিনি এই সময়ে পাহাড়ে আসেননি, যা জনসাধারণের প্রতি তার কর্তব্যের অবহেলা। তাই লিডার অফ দ্য ওপোজিশন হিসেবে এই দায়িত্ব পালন করতে আমি এসেছি। এই কঠিন সময়ে মানবিকতার মূল্যে আমরা সবাই এক হওয়া অপরিহার্য মনে করি। সর্বস্ব বিসর্জনের মধ্যেও আমরা মানবতার স্লোগানকে ধরে রাখছি। উত্তরবঙ্গের ভয়ানক বিপর্যয়ে আত্মবিশ্বাস ও একতার হাত বাড়িয়ে আমরা সকলেই সর্বক্ষণ মানুষের পাশে আছি।'

এদিন, মুখ্যমন্ত্রীর পর খগেন মুর্মু ও শঙ্কর ঘোষকে দেখতে হাসপাতালে যান শুভেন্দুও। সঙ্গে ছিলেন বিপ্লব দেব এবং অন্য বিধায়ক-সাংসদেরাও। কেমন আছেন খগেন, কী বলছেন চিকিৎসকেরা, বিজেপি সাংসদকে দেখে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বিস্তারিত জানান শুভেন্দু। শুধু তা-ই নয়, খগেনকে মুখ্যমন্ত্রীর দেখতে আসার বিষয়টিকেও কটাক্ষ করেছেন তিনি।

দুর্গতদের পাশে, আশ্বাস মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা বৃষ্টি ও ভূমিধসে কার্যত বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ। দার্জিলিং, কালিম্পং, ডুয়ার্স-সহ পাহাড় ও তরাই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভয়াবহ পরিস্থিতি। ঘরবাড়ি, রাস্তা, সেতু ভেসে গিয়ে বিচ্ছিন্ন বহু এলাকা। এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে মিরিকে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গত এলাকার ক্ষয়ক্ষতি পরিদর্শনের পাশাপাশি তিনি যান দুধিয়া নদীর ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত সেতুটি দেখতে।

মঙ্গলবার মিরিকের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি। এরপর ফিরে যান উত্তরকন্যায়। সেখান থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন ৪ অক্টোবর রাতের কথা। এদিন তিনি বলেন, 'পরিস্থিতি জটিল হতে পারে বুঝতে পেরে প্রশাসন স্থানীয়দের সতর্ক করেছিল। তাই বহু মৃত্যু ঠেকানো গিয়েছে। নাগরাকাটা নিচু এলাকা নয়, কিন্তু হড়পা বান এমনভাবে এসেছে। আসলে দুর্যোগ জেনেও অনেকেই ঘর ছাড়তে চায়নি।' এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '৫ তারিখ ভোর পাঁচটায় মিটিং করেছি। ৯ টার মধ্যে পুলিশ, দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী সকলে পৌঁছে গিয়েছিল।'

এদিন উত্তরকন্যা থেকে কেন্দ্রকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'হড়পা বানে প্রাণহানি হয়েছে। কিন্তু ওরা বলছে সেতু ভেঙে! আমি সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছি। কিন্তু হিমাচলের দুর্যোগে ওরা কী করেছিল? মৃতের সংখ্যা লুকিয়েছিল! মহাকুম্ভের সময় তো অর্থ সাহায্য করেনি।' দুর্যোগের মাঝে রাজনীতি এড়িয়ে যাওয়ার কথাই শোনা গেল মমতার মুখে। এই দুর্যোগের ফলে বহু সেতু ভেঙেছে, বিদ্যুতের খুঁটি জলের নিচে। তা স্থানীয়দের আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'একটু সময় দিন, দ্রুতই সব ঠিক করা হবে।' দুধিয়া ব্রিজ পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, আগামী ১৫ দিনের মধ্যেই সেখানে একটি অস্থায়ী সেতু তৈরি করা হবে, যাতে আপাতত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ফের চালু করা যায়। প্রশাসনের তরফে প্রথমে জানানো হয়েছিল, অস্থায়ী সেতু তৈরি করতে সময় লাগবে অন্তত এক মাস। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে সেই সময়সীমা অর্ধেকে নামিয়ে আনা হয়। পাশাপাশি তিনি নির্দেশ দেন, ধসে ভেঙে যাওয়া রাস্তাগুলির দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু করতে হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, অস্থায়ী সেতুর পাশাপাশি একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজও শুরু করা হবে, যার জন্য সময় লাগবে প্রায় এক বছর এবং ব্যয় হবে প্রায় ৫৪ কোটি টাকা। তিনি বলেন, 'মানুষের যাতায়াত যাতে বন্ধ না হয়, সেই ব্যবস্থা আমরা এখনই নিচ্ছি। স্থায়ী সেতু হবে অত্যাধুনিক পরিকাঠামোয়।'

দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছন মিরিকের দুধিয়ার ত্রাণশিবিরে। দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলে তিনি তাঁদের আশ্বস্ত করেন, 'আপনাদের ঘরবাড়ি সরকার ফের তৈরি করে দেবে। যতদিন না আপনারা ঘরে ফিরছেন, ততদিন কমিউনিটি কিচেন চালু থাকবে।' যাঁদের সরকারি নথিপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাঁদের জন্য বিশেষ শিবির চালু করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, গত রবিবার থেকেই মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখছিলেন। সোমবার দুপুরে তিনি উত্তরবঙ্গে পৌঁছে প্রথমে হাসিমারা ও পরে নাগরাকাটার দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, রাজ্যের ডিজি রাজীব কুমার, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং অন্যান্য আধিকারিকেরা। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রশাসন ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ একযোগে কাজ করছে, যাতে পাহাড় ও ডুয়ার্সে স্বাভাবিক অবস্থা যত দ্রুত সম্ভব ফিরিয়ে আনা যায়। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, বুধবার কলকাতা ফিরলেও দু-তিনদিনের মধ্যেই ফের উত্তরবঙ্গে যাবেন তিনি।

রাজ্যে শুরু এসআইআর প্রস্তুতি, নজর তিন জেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিহারের পর এবার পশ্চিমবঙ্গেও শুরু হল এসআইআর বা স্পেশ্যাল ইলেক্টোরাল রিভিউ-এর প্রস্তুতি। নির্বাচন কমিশনের এই বিশেষ কর্মসূচি ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্য প্রশাসনে তৎপরতা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার রাতেই রাজ্যে আসেন কমিশনের বিশেষ প্রতিনিধি দল, যার নেতৃত্বে রয়েছেন জ্ঞানেশ ভারতী। কমিশনের এই উচ্চপদস্থ দল রাজ্যের একাধিক জেলার নির্বাচনী প্রস্তুতি ও ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখবেন। সূত্রের খবর, প্রথম ধাপে পর্যবেক্ষণের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রাম-তিনটি জেলা।

বুধবার কলকাতায় জেলা শাসক ও ইআরও-দের (ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার) সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করার পাশাপাশি রাজারহাট ও বারাসাতে সরেজমিনে

পর্যবেক্ষণ করবেন কমিশনের আধিকারিকেরা। পরদিন, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার কোলাঘাটে তিন জেলার নির্বাচনী আধিকারিকদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক নির্ধারিত রয়েছে। বৈঠকে মূলত ভোটার তালিকার অসঙ্গতি, বিএলও নিয়োগ সংক্রান্ত নানা সমস্যা, এবং রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্দিষ্ট অভিযোগগুলি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এবারের এসআইআর প্রক্রিয়ায় মাঠ পর্যায় থেকেই তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। কমিশন চাইছে, প্রতিটি জেলার নির্বাচনী প্রস্তুতির যাবতীয় কাজ প্রাথমিক স্তরেই সম্পন্ন করতে, যাতে পরবর্তীতে ভোট প্রক্রিয়া নির্বিঘ্ন ও স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হয়।

এই উদ্যোগে মূল লক্ষ্য রাখা হয়েছে তিনটি বিষয়কে। নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা বৃদ্ধি, অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি এবং ভোটার তালিকা সংশোধনের গতি ত্বরান্বিত করা। নির্বাচন কমিশনের মতে, এই পর্যালোচনা শেষ হলে রাজ্যের ভোটার তালিকা আরও নির্ভুল ও আধুনিক হবে, যা আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতিকে আরও শক্ত ভিত দেবে।

ক্ষোভে ভাঙচুর

■ ত্রিপুরার তৃণমূলের কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। ঘটনায় ফুঁসে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার আগরতলার তৃণমূল কার্যালয়ে ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতীরা। রীতিমতো লাঠি নিয়ে হামলা করা হয়। ছেঁড়া হয় তৃণমূলের পতাকা, ফ্লেক্স। কার্যালয়ের সামনে পড়ে থাকতে দেখা যায় সেগুলি। অভিযোগ, পুলিশ বাধা দিলেও কোনও লাভ হয়নি।

হিমাচলে মৃত ১৫

■ হিমাচলে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। বিলাসপুরে ভূমিধসে নিচের চাপা পড়ল বাস। এই ঘটনায় কমপক্ষে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। সূত্রের খবর, ধসের নীচে চাপা পড়ে যায় একটি যাত্রীবাহী বেসরকারি বাস। আরও বাসযাত্রীর আটকে থাকার আশঙ্কা। শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। বিলাসপুরের ডেপুটি কমিশনার রাহুল কুমার জানিয়েছেন, শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৫ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

হাওড়ায় বাঙালবাবু ব্রিজে ফাটল, আতঙ্কে স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাঙালবাবু ব্রিজে বড়সড় ফাটল দেখা দেওয়ায় আতঙ্কে স্থানীয় বাসিন্দারা। সেতুর গার্ডওয়ালে ফাটল ধরা পড়তেই প্রশাসনের মধ্যে চাঞ্চল্য। অভিযোগ, পাশেই নতুন রেলব্রিজ নির্মাণের সময় পুরনো ব্রিজের নীচে মাটি কাটার ফলেই এই ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, রেলের গাফিলতির কারণেই এই বিপদ।

এই সেতু দিয়েই হাওড়া শহর থেকে হাওড়া ব্রিজমুখী যানবাহন চলাচল করে। ফলে সেতুতে ফাটল ধরা পড়ায় যাত্রী ও স্থানীয়দের মধ্যে চরম উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। আশঙ্কা, নতুন ব্রিজ তৈরি হওয়ার আগেই যদি পুরনো সেতু ভেঙে পড়ে, তা হলে ঘটতে পারে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। বিশেষত, ভারী পণ্যবাহী ট্রাক ও বড় গাড়ির যাতায়াতের কারণে বিপদের আশঙ্কা আরও বেড়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেলের আধিকারিকরা। উপস্থিত হন হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান সুজয় চক্রবর্তীও। তিনি বলেন, 'ব্রিজটির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ হলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হত না। রেলের গাফিলতির ফলেই এই অবস্থা।' তিনি আরও জানান, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলা হবে।

এদিকে, নতুন ব্রিজ তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হলে পূর্ব রেল হাওড়ার পুরনো দুই শতাধী প্রাচীন রেলব্রিজ, সালকিয়ার বেনারস ব্রিজ ও চাঁদমারি ব্রিজ, ভাঙার প্রক্রিয়া শুরু করবে, যদিও তা রাজ্য সরকারকেই ভাঙতে হবে বলেই জানিয়েছে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন ব্রিজ তৈরি হলে পুরনো দুটি সেতু সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা হবে। পূর্ব রেলের শীর্ষ কর্তারা জানিয়েছেন, নতুন ব্রিজ নির্মাণের ফলে ট্রেন চলাচল হবে আরও দ্রুত ও নিরাপদ। তবে, ফাটল ধরা বাঙালবাবু ব্রিজ ঘিরে এখন প্রশাসন ও স্থানীয়দের উদ্বেগে ছায়া নেমেছে গোটা হাওড়াজুড়ে।

পূর্ব রেল সূত্রে খবর, বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই মেরামতির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনার পর রেলের পক্ষ থেকে একটি জরুরি বৈঠকও ডাকা হয়েছে। উল্লেখ্য, শতাধী প্রাচীন এই ব্রিজটিকে রেলের পক্ষ থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ বলেই ঘোষণা করা হয়েছিল। এখনও নতুন ব্রিজ তৈরির কাজ শেষ হওয়া অবধি ঝুঁকির যাতায়াত করতে হবে হাওড়াবাসীকে।

চর্মজাত পণ্যে জিএসটি ৫ শতাংশে নামল

নিজস্ব প্রতিবেদন: চর্মজাত সামগ্রী, পোশাক, টেরাকোটা থেকে শুরু করে পাট ও চা-পাতার মতো এই রাজ্যের উৎপাদিত প্রধান পণ্যগুলিতে জিএসটি হার কমার ফলে ওই সব পণ্যের উৎপাদন ও চাহিদ উভয়েরই গতি বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। চর্মজাত পণ্যে জিএসটি ১২ থেকে ৫ শতাংশে নামানো হয়েছে। রাজ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের দাবি, করের হার কমায় বাজারে চাহিদা বাড়বে, যার সরাসরি সুফল মিলবে উৎপাদক থেকে খুচরো বিক্রেতাদেরও।

একইভাবে আড়াই হাজার টাকার নিচে মূল্যের পোশাকের ক্ষেত্রেও করের হার কমানো হয়েছে। বাংলার হোসিয়ারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রায় পাঁচ লক্ষ শ্রমিক উপকৃত হবেন এই সিদ্ধান্তে। বাঁকুড়ার টেরাকোটা শিল্পের জিএসটি ১২ থেকে ৫ শতাংশে নামানো হয়েছে, ফলে তাঁদের কাজের বাজার আরও প্রসারিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলার অন্যতম প্রধান ফসল পাট ও চা পাতার দামও কমতে পারে করছাড়ের কারণে। পাটজাত পণ্যের ওপর জিএসটি ১২ থেকে ৫ শতাংশে নামায় গড়ে প্রায় ৬.২৫ শতাংশ দাম কমতে পারে। একইভাবে চায়ের দাম গড়ে প্রায় ১১ শতাংশ পর্যন্ত নামবে বলে কেন্দ্রের অনুমান। এর ফলে দার্জিলিং চা বা মালদার আমের মতো জিআই প্রাপ্ত পণ্যের বাজারে প্রতিযোগিতা আরও বাড়বে বলে আশা।

উদাহরণ হিসেবে কেন্দ্র জানিয়েছে, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ বা নদিয়ার মতো জেলার ঐতিহ্যবাহী নকশিকাঁথা শিল্পের পণ্য, শাড়ি, শাল কিংবা অন্যান্য দ্রব্যের দামও গড়ে প্রায় ৬ শতাংশ কমতে পারে। ফলে বাংলার গ্রামীণ হস্তশিল্প ও কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে কিছুটা স্বস্তি আনবে কেন্দ্রের এই করছাড়।

সাংসদ-বিধায়কের ওপর প্রাণঘাতী হামলার প্রতিবাদে শিল্পাঞ্চলজুড়ে বিক্ষোভ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দলীয় সাংসদ এবং বিধায়কের ওপর প্রাণঘাতী হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার শিল্পাঞ্চলজুড়ে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। এদিন বেলায় শ্যামনগর ফিডার রোডের কাউগাছি মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির কর্মীরা। উক্ত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে ও মানস দে, জেলা সম্পাদক পল্লব কান্তি দাস, জগদ্দল-৪ মণ্ডল সভাপতি অনন্ত বেরা। এদিন সন্ধেয় বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডের নেতৃত্বে ব্যস্ততম কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের নৈহাটি সাহেব কলোনি মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান হয়। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি কর্মীরা। আধ ঘন্টা বিক্ষোভ চলার পর শিবদাসপুর থানার পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, উত্তরবঙ্গ ভাসছে। আর মমতা ব্যানার্জি হাসছে। বন্যা বিধ্বস্ত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ত্রাণ বিলি করতে গিয়ে মার খেলেন সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, একজন আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাংসদের ওপর আক্রমণ করা হল। অথচ তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো না। কিন্তু বিরোধীরা আন্দোলন করলেই পুলিশ এসে বাধা দেয়। এদিন বেলায় একই ইস্যুতে নৈহাটির রামকৃষ্ণ মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির নেতা-কর্মীরা। প্রায় আধ ঘন্টা অবরোধ চলার পর পুলিশ বিক্ষোভকারীদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ বলেন, তুমুল বৃষ্টিতে বানভাসি উত্তরবঙ্গ। আর মমতা ব্যানার্জি কার্নিভাল উৎসবে ব্যস্ত। তাঁর দাবি, মমতার এটাই শেষ কার্নিভাল। সাংসদ ও বিধায়কের ওপর হামলার প্রতিবাদে এদিন সন্ধেয় টিটাগড় বউবাজারের মুখ থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে ফের ওখানেই সেই মিছিল শেষ হয়। উক্ত মিছিলে হাজির ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক শীলভদ্র দত্ত, প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা ব্যারাকপুর জেলার এক্সিকিউটিভ সদস্য মিলন কৃষ্ণ আশ, মন্ডল সভাপতি সন্তোষ সিং, রাজেন সিং, রবীন্দ্র মুখার্জি প্রমুখ।

সল্টলেক সেক্টর ফাইভ স্টেশনে নয়া ফুটওভার ব্রিজ, যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৬ তারিখ থেকে সল্ট লেক সেক্টর ফাইভ মেট্রো স্টেশনে নতুন ফুটওভার ব্রিজ চালু হয়েছে, যা যাত্রীদের সরাসরি গেট নং ৪ থেকে আইটি হাবে যাওয়ার সুবিধা দেবে। রাস্তা পার হওয়ার ঝুঁকি কমিয়ে, বিশেষত পরীক্ষার্থী ও অফিস যাত্রীদের জন্য যাত্রা সহজ হয়েছে। ফুটওভার ব্রিজটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৫ মিটার ও প্রস্থ ৪ মিটার। এটি ভিড় কমাতে, যাত্রা সময় বাঁচাতে এবং পিক আওয়ারে স্বচ্ছ ও নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করবে। ভবিষ্যতে ওরেঞ্জ লাইনের আইটি সেন্টার স্টেশনের সাথে সংযোগ হলে, গ্রিন ও ওরেঞ্জ লাইনের যাত্রীরা দ্রুত, নিরাপদ ও সুবিধাজনক ভাবে মেট্রো ব্যবহার করতে পারবেন।

বিগত কয়েক বছর ধরে দুর্গাপুজোতে চমকের পাশাপাশি সিঁদুর খেলাতেও চমক বালিগঞ্জ ২১এর পল্লীর। উপস্থিত বালিগঞ্জ ২১ এর পল্লির সভাপতি সুরেশ শেঠিয়া-সহ বিশিষ্টজনেরা। সুরেশ শেঠিয়ার এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন উপস্থিত সকলে।

উত্তরবঙ্গে উদ্ধার ও ত্রাণে জোর নবান্নের, ৩৭টি ত্রাণ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গজুড়ে বন্যা ও ভূমিধসে বিপর্যস্ত অবস্থা। দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার;সব জেলাতেই চলছে ত্রাণ ও পুনর্গঠন অভিযান। নবান্ন সূত্রে মঙ্গলবার জানানো হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ৩৭টি ত্রাণ শিবির চালু রয়েছে, যেখানে মোট ৮,৮৫৯ জন দুর্গত মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। একইসঙ্গে দুর্গতদের জন্য চালু হয়েছে ৪৯টি গ্রুয়েল কিচেন, যেখানে নিয়মিত খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জলপাইগুড়ি জেলায় সর্বাধিক ২৩টি ত্রাণ শিবির চলছে, যেখানে ৭,৮১২ জন মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন এবং ৩২টি কমিউনিটি কিচেন চালু রয়েছে। আলিপুরদুয়ারে চলছে ৫টি শিবিরে ৬৬০ জন, দার্জিলিঙে ৮টি শিবিরে ৩২৭ জন এবং কোচবিহারে ১টি শিবিরে ৬০ জন আশ্রয় পেয়েছেন। দুর্গতদের প্রাথমিক আশ্রয়ের জন্য এখন পর্যন্ত মোট ৬৪,০১৫টি ত্রিপল বিতরণ করা হয়েছে;এর মধ্যে জলপাইগুড়িতেই ৩৯,০০০টি ত্রিপল দেওয়া হয়েছে।

এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, উদ্ধার ও পুনর্গঠন কাজ এখন চলছে পূর্ণোদ্যমে। নদী সংলগ্ন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত সেতু ও পরিকাঠামো মেরামতের কাজে নিযুক্ত কর্মীদের লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে। দুর্গতদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলি দ্রুত সংস্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, পূর্ত, জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য কারিগরি, সিভিল ডিফেন্স, অগ্নিনির্বাপন ও জরুরি পরিষেবা, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, সবাই মাঠে থেকে কাজ করছে। প্রশাসনের লক্ষ্য, যত দ্রুত সম্ভব পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা এবং দুর্গত মানুষদের ঘরে ফিরিয়ে আনা।

ফুলচাষে নতুন দিগন্ত

নেদারল্যান্ডস-রাজ্য উদ্যোগে দার্জিলিং-নদিয়ায় গড়ছে উৎকর্ষ কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ফুলচাষে বিশ্বমানের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে উদ্যোগী হচ্ছে রাজ্য সরকার। উদ্যানপালন দপ্তর নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে দার্জিলিং ও নদীয়ায় ফুল চাষের দু'টি উৎকর্ষ কেন্দ্র বা সেন্টার অফ এক্সেলেন্স স্থাপন করতে চলেছে। উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ার জন্য দার্জিলিং জেলার মংপু এবং নদিয়ার আয়েশপুরে প্রায় ২০ একর করে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ইতিমধ্যেই নেদারল্যান্ডস সরকারের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। বিষয়টি চূড়ান্ত হলে রাজ্যের ফুলচাষিদের আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর চাষপদ্ধতি, ফুল প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে । ফুল উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানির ক্ষেত্রে এই দুই কেন্দ্র ভবিষ্যতে রাজ্যের ফুলচাষকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রাজ্যের উদ্যানপালন দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'বাংলায় গাঁদা, গোলাপ, রজনীগন্ধা, অর্কিডের মতো ফুলের উৎপাদন অনেক হলেও তা এখনও মূলত অভিজ্ঞতানির্ভর। বৈজ্ঞানিক চাষপদ্ধতির অভাবে উৎপাদনশীলতা ও গুণমান দুই-ই প্রভাবিত হয়। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির সুযোগও সীমিত থাকে।'

রাজ্য সরকারের মতে, এই কেন্দ্রগুলিতে কেবল ফুল উৎপাদন নয়, ফুল থেকে সুগন্ধি, তেল ও অন্যান্য মূল্যসংযোজিত পণ্য তৈরিরও পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। এর ফলে রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প ও গৃহভিত্তিক উদ্যোক্তারা নতুন ব্যবসার সুযোগ পাবেন। জানা গিয়েছে, চলতি মাসেই নেদারল্যান্ডস থেকে দু'টি বিশেষজ্ঞ দল আসবেন দার্জিলিং ও নদিয়ায়। তাঁরা স্থানীয় মাটি, জলবায়ু ও পরিবেশগত উপাদান বিশ্লেষণ করবেন এবং কোনও ফুলের জাত ও প্রযুক্তি সবচেয়ে উপযুক্ত হবে, তা নিয়ে রাজ্য দপ্তরের সঙ্গে যৌথ পরিকল্পনা করবেন।

প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, এই প্রকল্প সফল হলে পশ্চিমবঙ্গ ফুলচাষের মানচিত্রে একটি বড় অবস্থান দখল করবে। শুধু উৎপাদন নয়, গুণমান, বিপণন ও রপ্তানির ক্ষেত্রেও এটি এক মাইলফলক হবে। তবে কেন হাওড়া বা মেদিনীপুরের মতো ফুলচাষ সমৃদ্ধ জেলাগুলিতে কেন্দ্র করা হচ্ছে না, সে বিষয়ে দপ্তরের দাবি, দার্জিলিং ও নদিয়ায় সরকারি জমি সহজলভ্য হওয়ায় সেখানে প্রকল্প বাস্তবায়ন তুলনামূলকভাবে দ্রুত সম্ভব হবে। রাজ্যের যেকোনও জেলার ফুলচাষিরা পরবর্তী সময়ে এই কেন্দ্রগুলিতে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।

এই ইন্দো-ডাচ উদ্যোগ সফল হলে রাজ্যের ফুলচাষের পরিধি যেমন বাড়বে, তেমনই আন্তর্জাতিক বাজারেও 'বেঙ্গল ফ্লাওয়ার্স' নামটি স্থায়ী ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে,এমনই আশা কৃষি ও উদ্যানপালন মহলের

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **Habiba Khatun Halder W/O Bapi Halder,** residing at Vill- Khanpur, P.O. Kalikapota, P.S. Usthi, Dist. South 24 Parganas, Pin-743355, West Bengal, do hereby declare that in my son's Birth Certificate name wrongly recorded as **"Hayet Halder" S/OBapi Halder** in place of actual name **"Hayat Halder" S/O Bapi Halder. "Hayat Halder" S/O Bapi Halder** and **"Hayet Halder" S/O Bapi Halder** are the same and one identical parson through Judicial Magistrate 1st class at D/Harbour Court, South 24 Pgs., dt. 19.09.2025.

নাম পরিবর্তন

আমি Kalipada Das, Jagannathbati, Chanditala, Hooghly-712702 এর বাসিন্দা, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার বাবার নাম-এর সঠিক বানানটি হলো Sudarshan Das এবং Sudarsan Das, Sudarson Das ও Sudarshan Chandra Das নয়। এই নামটি প্রথম শ্রেণীর বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের শ্রীরামপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট নম্বর-১১২৩৮ এর মাধ্যমে ২২/০৯/২০২৫ তারিখে সংশোধন করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে Sudarshan Das, Sudarsan Das, Sudarson Das এবং Sudarshan Chandra Das হলো এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। অতএব, এখন থেকে আমার সমস্ত নথিপত্রে আমার বাবার নাম Sudarshan Das হিসেবে গণ্য হবে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল **অনুপম চন্দঁ** পিতা অমলেশ চন্দঁ, সাকিম ঢাকা কলোনী, বালুরঘাট, দক্ষিন দিনাজপুর। বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE এর 1090/24 এবং বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE এর 2586/25 নং কোবালা দলিল মূলে ১) **মানিক সিংহ মহাপাত্র** পিতা করুনা সিংহ মহাপাত্র ২) **উৎপল সিংহ মহাপাত্র** পিতা বারিদ বরণ সিংহ মহাপাত্র ৩) **মৌসুমী সিংহ মহাপাত্র ওরফে মৌসুমী কর সিংহ মহাপাত্র** স্বামী তারাপদ সিংহ মহাপাত্র ৪) **মানিক সিংহ মহাপাত্র** পিতা করুনা সিংহ মহাপাত্র ৫) **স্বপন সিংহ মহাপাত্র** পিতা সুভাষ সিংহ মহাপাত্র সকলের সাকিম জড়িষ্যা, সিমলাপাল, বাঁকুড়া। উক্ত দাতার পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার **মহিবুল খলিফা** পিতা কাসেম খলিফা সাকিম- নতুনগ্রাম, ভিকুরডিহি, বাঁকুড়া এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE 0057/23 নং আমমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, জগদল্লা মৌজায় (জে.এল-196) 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 নং খতিয়ানভুক্ত হাল 1045/1259 নং দাগে মোট 0.9773 একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন ।

Sukumar Mallick (Advocate)
District Judge's Court, Bankura
E. No. 340/2001 of W.B

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগণ **A) প্রবোধ পাল** পিতা ৺মথুর পাল সাকিম- বাঁশী, রাজগ্রাম, বাঁকুড়া **B) মনবোধ গোস্বামী** পিতা ৺শীতল গোস্বামী সাকিম- ধলডাঙ্গা, জগদল্লা, বাঁকুড়া। গত ০৬/০৮/২০২৫ তারিখে বাঁকুড়া A.D.S.R OFFICE এর **৩৫১০/২০২৫ ও ৩৫১১/২০২৫** নং কোবালা দলিল মূলে ১) **সুশান্ত কুমার শীট** পিতা চিত্তরঞ্জন শীট সাকিম- রবীন্দ্রসরনী বাঁকুড়া ২) **প্রশান্ত কুমার শীট** পিতা ৺চিত্তরঞ্জন শীট সাকিম- চাঁদমারীডাঙ্গা বাঁকুড়া, উক্ত দাতাগণের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তারদ্বয় এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE **২৩১৫/২১ ও ১৮৭৮/২১** নং আমোক্তার ১। **বাসুদেব পাল** পিতা নিমাই চন্দ্র পাল সাকিম- বাঁশী, রাজগ্রাম, বাঁকুড়া ২। **শ্রী প্রবোধ পাল** পিতা ৺মথুর পাল জাতি হিন্দু সাকিম- বাঁশী, রাজগ্রাম, বাঁকুড়া দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া আড়ালবাঁশী মৌজার (জে.এল নং-১৯০) ৩৪০,৩৪১ নং খতিয়ানভুক্ত ৫১০ নং দাগে মোট ০.৫৪৮৪ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন ।

Sukumar Mallick (Advocate)
District Judge's Court, Bankura
E. No. 340/2001 of W.B

NOTICE

My client Sri Pinaki Saha, son of Sri Radhashyam Saha, Mrs. Chhaya Saha, D/o-Late Phanibhushan Saha, Mrs. Saraswati Saha D/o-Late Phanibhushan Saha, resident of 76/1/2 Sundia Village Road, Kakinara, PIN-743126 have lost their one original property Deed Bearing No. 701779 for the year 2019, recorded in Book No.I, Volume No.1507-2019, Pages from 34640-34655, registered before the ADSR Naihati in respect the property situated at Mouza-Sundia, RS Plot No.126 Sundia Village Road, Kakinara, PIN-743126, District-North 24 Parganas and they have lodged a General Diary before the Jagaddal Police Station vide GDE No. 486 dated 21.09.2025. If any person find the above mentioned Deed or any person have any claim in the said property then come up with valid proof and contact to below person within 10 days from the date of publication, after elapsing 10 days no claim will be entertained.

Mr. Partha Saran Ghosh,
Advocate Contact No. 9674302211
Mail id: **advlaw@rediffmail.com**

CHANGE OF NAME

I, **Said Anowar,** S/O. Ansarul Haque Mondal, residing at Vill. & P.O.- Goribpur, P.S.- Domkal, Dist.- Murshidabad, West Bengal, Pin-742121 have changed my name from Sayed Anowar Mondal, to said Anowar vide Affidavit No. 338, dated 17/09/2025 sworn before the Judicial Magistrate 1st class Berhampore, Murshidabad, West Bengal, so Said Anowar and Sayed Anowar Mondal is the same and one identical Person.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল **প্রশান্ত ঘোষ**, পিতা যামিনী ঘোষ, সাকিম ভাগাবাঁধ, বাঁকুড়া। বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE এর ১০০০৩৪/২৪ নং কোবালা দলিল মূলে ১। **বেবী চ্যাটার্জ্জী**, স্বামী দিলীপ চ্যাটার্জ্জী, সাকিম রবীন্দ্রসরনী, বাঁকুড়া ২। **মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী**, পিতা তারাপদ গোস্বামী, সাকিম- ছত্রবাইদ, চকলতোড়, ইন্দপুর, বাঁকুড়া উক্ত ১ ও ২ নং দাতা- দাত্রীগন পক্ষে ইংরাজী ২০১৬ সালের বাঁকুড়া A.D.S.R অফিসের **২০০০৩/১৬** নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিলের ক্ষমতাবলে নিযুক্তীয় আমমোক্তারদ্বয় **ক) শ্রী সুদীপ চক্রবর্ত্তী**, পিতা স্বর্গীয় প্রদীপ চক্রবর্ত্তী, সাকিম গোপীনাথপুর গরাইপাড়া, বাঁকুড়া **খ) সেখ সেরাফত**, পিতা শের মহম্মদ, সাকিম নূতনগ্রাম, ভিকুরডিহি, বাঁকুড়া, আমমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, কুমিদ্যা মৌজায় (জে.এল-১৩১) ৩৪৮ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ১২৮, ১৩৩, ১৩৬ ১৪৯, ১৬৭, ১৯২, ২১১ ,২১২, ২২৫, ৫৫৩, ৫৭৪, ৫৮৯, ৬০২ ,৬০৪, ৬১১, ৬১২ নং দাগে মোট ০.২৪০৮ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া BL & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Sukumar Mallick (Advocate)
District Judge's Court, Bankura
E. No. 340/2001 of W.B

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেলগণ ১) শ্যামল নন্দী , ২) পিনাকী নন্দী পিতা- কমল কুমার নন্দী, উভয়ের নিবাস নুঙ্গী ধর্মতলা, মহেশতলা, কলকাতা- ৭০০১৪০, তাহাদের পিতা- কমল কুমার নন্দী ও তাহার অপর ভ্রাতা সুনীল কুমার নন্দী নুঙ্গী মৌজায় ৪৪ নং খতিয়ান ১২৯৯ নম্বর দাগে তাহাদের সম্পত্তি বিগত ইংরেজি ২৪/১০/১৯৭৫ তারিখে উভয়ের মধ্যে একটি বন্টননামা দলিল করিয়া সম্পত্তি ভাগ করিয়া নেন। উক্ত বন্টননামা দলিলটি আলিপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসের ১ নং বহির ইংরেজি ১৯৭৫ সালের ৮৭৫২ নং দলিলমূলে লিপিবদ্ধ আছে। এখন উক্ত দলিলটি তাহাদের নিকট হইতে হারাইয়া গিয়াছে এবং সেই মর্মে মহেশতলা থানায় ৪/১০/২০২৫ তারিখে ১৬১ নম্বর জি.ডি লেখা আছে। কেহ উক্ত দলিলটি পাইয়া থাকিলে আমার মক্কেলকে ফেরত দিলে বাধিত থাকিব।

ইতি
সন্দীপ কুমার কোলে
অ্যাডভোকেট
আলিপুর দেওয়ানি আদালত,
কলকাতা- ২৭
মোব. নং.-৯৮০৪৩০৪১২১

বিজ্ঞপ্তি

জনাই রেজিস্ট্রার অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ইংরেজি ০৬/০২/২০২৩ তারিখে ১০১৯ নং আমমোক্তার দলিল মূলে সেখ আসরাফুল আলী কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছে উক্ত আমমোক্তার বলে আমার মক্কেল সেখ নিজাম উদ্দিন কে ০৯/০২/২০২৩ জনাই রেজিস্টার অফিসে রেজিস্টীকৃত ১১৮২ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে মৌজা কুমিরমোড়া জেএল নং ৪৬ হাল দাগ নং ৪৯১৩ , হাল খতিয়ান ৩৫২৯ নং হইতে ১ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছে।
উপরোক্ত সকল আমার মক্কেল চন্ডীতলা - ১ নং বি এল এন্ড এল আর ও মশাট চন্ডীতলা হুগলি অফিসে মিউটেশন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।
যদি উক্ত আমমোক্তার দাতা বা অন্য কোন ব্যক্তির কোন রকম অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের দিন হইতে আগামী ০১ মাস সময়ের মধ্যে উক্ত ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানাতে হইবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

Sd/-
Amrita Banarjee
Advocate
Shrirampur Court

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency.
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করা হচ্ছে যে, **শ্রীমতী পারুল নাথ, স্বামী শ্রী শান্তি নাথের,** যিনি তাঁর স্বামী **শ্রী শান্তি নাথের** সাথে যৌথ মালিকানায় ৬ নং জে এল ভুক্ত গৌরীপুর মৌজার আর. এস. নং- ১২১, তৌজি নং- ১৭২, আর. এস. খতিয়ান নং-২৯৪, এল. আর. খতিয়ান নং- ৩৪৩, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং-১০৫, থানা- এয়ারপোর্ট, হোল্ডিং নং- ২৬৮/১, মহাজাতী নগর, ব্লক ১, ওয়ার্ড নং ১৫, নর্থ দমদম পৌরসভার সীমানার মধ্যে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনায় কম বেশি ১ (এক) কাঠা জমির মালিক ও ভোগদখলিকার ছিলেন যাহার চৌহদ্দি উত্তরেঃ ৬ ফুট চওড়া রাস্তা ও সি.এস. প্লট নং- ৪৭ দক্ষিণেঃ ১০ ফুট চওড়া রাস্তা পূর্বেঃ সবিত্রী নাথের সম্পত্তি এবং পশ্চিমেঃ ৬ ফুট চওড়া রাস্তা (অতঃপর যাহা উক্ত সম্পত্তি নামে অভিহিত হইবে) উক্ত সম্পত্তিটি আমার মক্কেল **পিরামল ফাইন্যান্স লিমিটেড (পূর্বতন পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউসিং ফাইন্যান্স লিমিটেড)**-এর নিকট বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করেছিলেন, যার লোন একাউন্ট নং ছিল **১৮২০০০০০১৩১**।
উক্ত **শ্রীমতী পারুল নাথ,** ঋণের মেয়াদ চলাকালীন অবস্থায়, গত ০১.১১.২০২৪ তারিখে মৃত্যু বরণ করেন তাঁহার আইনানুগ উত্তরাধিকারী স্বামী ও দুই পুত্রকে জীবিত রাখিয়া, যথা- **শ্রী শান্তি নাথ,** বয়স প্রায় ৭২ বছর (স্বামী), **শ্রী সুব্রত নাথ,** বয়স প্রায় ৩৪ বছর (পুত্র), **শ্রী শুভঙ্কর নাথ,** বয়স প্রায় ৩৮ বছর (পুত্র)।
বর্তমানে উক্ত ঋণ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধিত হইয়াছে অতএব আমার উক্ত মক্কেল উক্ত মৃতা **শ্রীমতী পারুল নাথের** উপরোক্ত তথাকথিত আইনানুগ উত্তরাধিকারীগণের নিকট দলিলাদি ও অন্যান্য নথিপত্রাদি হস্তান্তর করিবেন।
এক্ষনে, কোনো ব্যক্তিব্যক্তিবর্গের উল্লিখিত বিষয়ে কোনো প্রকার অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ অথবা কোনো দাবি, আপত্তি বা প্রতিবাদ থাকিলে, তাহা প্রমাণপত্রসহ ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিতভাবে অবহিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। অন্যথায়, পরবর্তীকালে কোনো প্রকার দাবি, আপত্তি, প্রতিবাদ ইত্যাদি গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং আমার উক্ত মক্কেল উক্ত **শান্তি নাথ, সুব্রত নাথ ও শুভঙ্কর নাথের** নিকট দলিলাদি ও অন্যান্য নথিপত্রাদি হস্তান্তর করিবেন।

Shri. Pranayan Chandra, Advocate
Address: 173, Bangur Avenue, Block-C, Kolkata - 700055
Contact No. 877407081
Email ID: instalegalservices@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮ ই অক্টোবর, ২১ শে আশ্বিন। বুধবার। প্রতিপদ তিথি, সকাল ৭/২৬ পরে দ্বিতীয়া তিথি। জন্মে মেষ রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র ও বিংশোত্তোরী কেতু র র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্তোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(আজ ভারতীয় বায়ুসেনা দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৮ অক্টোবর ২০২৫, ২২ আশ্বিন ১৪৩১ বুধবার

হাইকোর্টের দ্বারস্থ ২০১৭, ২০২২ সালের টেট অনুত্তীর্ণরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন ২০১৭ ও ২০২২ সালের টেট অনুত্তীর্ণরা। প্রাথমিকে ১৩,৪২১টি শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরই আদালতের পুজো অবকাশকালীন বেঞ্চে মামলা দায়ের করেছেন তাঁরা। আগামী ৯ অক্টোবর শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

মামলাকারীদের দাবি, ২০১৭ ও ২০২২ সালের প্রাথমিক টেট পরীক্ষায় ৪৭টি প্রশ্নের উত্তর ভুল ছিল, সেই বিষয়টি নিয়ে আগেই মামলা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। আদালতের নির্দেশে প্রেসিডেন্সি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এবং প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রতিনিধিকে নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করা হয়। তবে আদালতের নির্দেশ অনুসারে চার সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা থাকলেও এখনও সেই রিপোর্ট আদালতে জমা পড়েনি। ফলে মামলা বিচারাধীন অবস্থায় থাকার জেরে এই দুই বছরের প্রার্থীরা নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

আর এখানেই প্রার্থীদের বক্তব্য, অধিকাংশ অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী মাত্র ১ বা ২ নম্বরের জন্যই টেট উত্তীর্ণ হতে পারেননি। তাই আদালতের কাছে তাঁদের আর্জি, চলতি বছরের ২০২৫-এর প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হোক।তাঁরা আরও দাবি করেন, যদি আগের মামলা নিষ্পত্তি না হয়, তবে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা উচিত।

চলতি সপ্তাহের শেষে বাংলায় বর্ষা বিদায়ের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে বাংলায় বর্ষা বিদায়ের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হতে পারে, অন্তত এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, গুজরাটের যে অংশগুলি থেকে বর্ষা বিদায় থমকে রয়েছে সেখান থেকে আগামী তিন থেকে চারদিনের মধ্যে বর্ষা বিদায় নিতে পারে। এর পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্রের একটা বড় অংশেও বর্তমানে বর্ষা বিদায়ের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আগামী তিন থেকে চারদিনের মধ্যে এই সব এলাকা থেকেও বর্ষা বিদায় নিতে পারে। আর তার ঠিক পরের ধাপেই বাংলাতেও তৈরি হতে পারে অনুকূল পরিস্থিতি।*১৭ সেপ্টেম্বরের জায়গায় ১৪ সেপ্টেম্বর বর্ষা বিদায় শুরু হয়েছিল। কিন্তু গুজরাটের ভিরাবল শহরে এসে বর্ষা বিদায় রেখা থমকে যায় ২৪ সেপ্টেম্বর। বর্ষা বিদায় রেখার অন্য অংশ উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুরে এসে ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে থমকে আছে।

এর পাশাপাশি বাংলার জন্য রয়েছে মোটের ওপর স্বস্তির খবর। আপাতত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই বাংলায়। উত্তর বা দক্ষিণ, কোথাওই ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা নেই বলেই মনে করছে হাওয়া অফিস। তবে কিছু অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, দিন কিছু কিছু অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস থেকে যাচ্ছে। আপাতত ঝাড়খণ্ডে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। সেই ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবেই বাংলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। কিন্তু ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা আর নেই। ক্রমশ বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমবে। বলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তির হাত থেকে ধীরে ধীরে রেহাই মিলবে।*

এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান ও নদিয়ায়। কিছু কিছু জায়গায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসেরও দেখা মিলতে পারে। বৃহস্পতিবার হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম ও মেদিনীপুর, নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। শুক্রবারও শনিবার বৃষ্টি আরও কমবে কিছু জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার সোমবারে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কম থাকবে। কার্যত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

অন্যদিকে বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গে। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেই জানাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে। কলকাতায় মঙ্গলবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। সোমবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ৩.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮২ থেকে ৯৫ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৬ ডিগ্রি থেকে ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। বৃষ্টি হয়েছে সামান্য।

ফের বিপত্তি মেট্রোয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবারও বিভ্রাট কলকাতা মেট্রোয়। মঙ্গলবার সকাল থেকে দক্ষিণেশ্বর ও নোয়াপাড়ার মধ্যে হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায় মেট্রো চলাচল। এর ফলে ব্যস্ত সময়ে চরম দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ হঠাৎই থেমে যায় পরিষেবা, ট্রেন দাঁড়িয়ে যায় মাঝপথে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানায়, অনিবার্য কারণে ওই দুই স্টেশনের মধ্যে সাময়িক ভাবে পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়। নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত ভাঙা পথে মেট্রো চালানো হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হয়। যদিও ত্রুটির নির্দিষ্ট কারণ এখনও জানা যায়নি, কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক অনুমান, প্রযুক্তিগত গোলযোগের জেরেই এই বিপত্তি। হঠাৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বহু অফিসগামী ও পড়ুয়াদের বিপাকে পড়তে হয়।

কেন্দ্রের নির্দেশে শুরু রেশন কার্ড যাচাই, বাংলায় বাতিলের পথে লক্ষ লক্ষ কার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় নির্দেশে বাংলায় রেশন কার্ড বৈধতা যাচাই অভিযান শুরু হতে চলেছে। দেশের মধ্যে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প অনুসারে রেশন কার্ডধারীদের বৈধতা যাচাই শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অবৈধ কার্ড সনাক্ত করে বাতিল করার জন্য। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রকের সর্বশেষ পর্যালোচনা অনুযায়ী, দেশের মোট ৮ কোটি ৫১ লক্ষ ৫৭ হাজারের বেশি রেশন গ্রাহকের নাম যাচাইকালে ইতিমধ্যে ২ কোটি ৭৫ লক্ষেরও বেশি গ্রাহকের তথ্য পর্যালোচনা সম্পন্ন হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রায় ৭৬ শতাংশ কার্ড বাতিল করা হয়েছে, যা নির্দেশ করে ব্যাপক অনিয়মের সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলায় রেশন কার্ড বাতিলের পরিসংখ্যান পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৮০২ জন রেশন গ্রাহকের যাচাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রাজ্যের খাদ্য দপ্তর এখন পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩০৯টি কার্ড বাতিল করেছে, বাকি কার্ডের যাচাই চলছে।

রাজ্যের এক আধিকারিক জানান, প্রথম

দফায় প্রায় ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার সন্দেহভাজন গ্রাহক ধরা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশু, যাদের আধার নম্বর এখনো হয়নি। যাচাইয়ের কারণ ও উদ্দেশ্যকেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রকের সূত্রে জানা গিয়েছে, আধার নম্বর সংযুক্ত না থাকা, বায়োমেট্রিক যাচাই অসম্পূর্ণ থাকা, কার্ডধারীর মৃত্যু বা আয় বা সম্পত্তি সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া, এসব কারণেই যাচাই প্রক্রিয়া চলছে। আয়কর দাতা, কোম্পানির পরিচালক বা বিশিষ্ট সম্পত্তি মালিকদের রেশন সুবিধা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য প্রকৃত দরিদ্রদের সুবিধা নিশ্চিত করাই মূল লক্ষ্য।

স্থানীয় প্রতিক্রিয়া ও উদ্বেগঅল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ওনার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু বলেন, রেশন কার্ড প্রদানের দায়িত্ব রাজ্যের, তাই কার্ড বাতিলের দায়িত্বও রাজ্যের হাতে। তিনি সতর্ক করেন, যাচাই প্রক্রিয়ায় যেন প্রকৃত সুবিধাভোগীরা বঞ্চিত না-হন। মূল্যায়ন ও ভবিষ্যত দিকনির্দেশনাবর্তমানে দেশের ৮১ কোটি মানুষ বিভিন্ন রেশন সুবিধার আওতায় রয়েছেন। এ অভিযান সফল হলে রেশন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আসবে এবং অনিয়ম হ্রাস পাবে। তবে ভুল ও অতিরিক্ত যাচাই হলে প্রকৃত দরিদ্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন বলে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন। তাই যাচাই প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে ও নিরপেক্ষ ভাবে সম্পন্ন হওয়াই সবচেয়ে জরুরি। বাংলায় রেশন কার্ড যাচাই শুরু হওয়া এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যার ফলে সুবিধাভোগী ও অনুচিত কার্ডধারীদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হবে এবং খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রের স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা বাড়বে।

উত্তরবঙ্গ একা নয়, বিজেপি পাশে আছে, হুঙ্কার শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিজেপি প্রধান কার্যালয় থেকে সল্টলেকে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ খুললেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি অভিযোগ করে বলেন, খয়েরবাড়িতে বিজেপি সাংসদ, বিধায়ক ও কর্মীদের ওপর হওয়া হামলা পূর্বপরিকল্পিত, উসকানিমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরি করাই উদ্দেশ্য। তাঁর দাবি, 'জিহাদি ও জামাতিদের ব্যবহার করে আমাদের নেতাদেরকে টার্গেট করা হয়েছে।'

ভট্টাচার্য আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিনিধিত্বে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সহায়তায় এগিয়ে এসেছে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ফোন করে পরিস্থিতির খোঁজ নিয়েছেন। ততদিন পর্যন্ত রাজ্য সরকার

উদ্বেগজনক ভাবে নির্বিকার, এমনটাই তাঁর অভিযোগ। তিনি দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী ডিভিসি নিয়ে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য রাখছেন এবং কেন্দ্রকে দোষারোপ করে পরিস্থিতির অপব্যাখ্যা করছেন।

উত্তরবঙ্গের বন্যাপ্রভাব সম্পর্কে তিনি জানালেন, জলপাইগুড়িতে এক হাজারের বেশি বাড়ি ধসে গেছে এবং কোচবিহারের একাধিক ওয়ার্ড প্লাবিত, এ সবেই তৃণমূল সরকারের অযোগ্যতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, সরকার যখন কার্নিভালে ব্যস্ত, তখন ডিজাস্টার টিম সময়মতো পাঠাতে ব্যর্থ হয়েছে। ত্রাণদানে বেরিয়ে গেলে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঘটনাও ঘটছে, এটিও রাজ্যে বিভাজনের লক্ষণ।

বন্যাদুর্গতদের পাশে বিজেপি, বিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণ-সহ কেন্দ্র-রাজ্য নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে দলবদ্ধভাবে মাঠে নেমেছেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং সাংসদ তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব, সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব নিয়ে দুর্গত এলাকাগুলিতে পৌঁছে যাচ্ছেন। পাশাপাশি আহত দুই বিজেপি নেতার সঙ্গেও দেখা করে তাঁদের আশ্বস্ত করার উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁরা।

এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজুকে স্বাগত জানানো হয়। তিনি উত্তরবঙ্গের বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করবেন বলে জানিয়েছেন। এদিকে শুভেন্দু অধিকারী এক বার্তায় লেখেন, 'নিম্নচাপের প্রভাবে টানা কয়েকদিন ধরে উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল। তার জেরেই ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধস হয়েছে। বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, হাজার হাজার মানুষ আশ্রয়হীন ও সহায়সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন। গতকাল থেকে আমাদের যুবকর্মীরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় দুর্গতদের পাশে রয়েছেন। আজ ময়নাগুড়ির রামশাই কাশিয়াবাড়ি, ডোববাড়ি এবং ধূপগুড়ির কুরশামারি ও জলঢাকা অঞ্চলে ত্রাণসামগ্রী, খাবার, ওষুধ, পোশাক ও প্রয়োজনীয় জিনিস, পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।'

তিনি আরও লেখেন, 'এই কঠিন সময়ে মানবতার পাশে দাঁড়ানোই আমাদের কর্তব্য। উত্তরবঙ্গ একা নয়, বিজেপি আছে পাশে। সকলের সহযোগিতায় আমরা একসঙ্গে এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠব।' উল্লেখযোগ্য ভাবে, সোমবার নাগরাকাটায় বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। তার পরদিনই বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতাদের উত্তরবঙ্গ সফর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

'মুখ্যমন্ত্রী সংসদীয় ব্যবস্থা, সংবিধান, বহুদলীয় গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বিপদজনক'

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি, বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর ওপর হামলা এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচরণ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, আক্রান্ত সাংসদ খগেন মুর্মুর চোট গুরুতর ও মারাত্মক প্রকৃতির। তাঁর মাথার সংবেদনশীল হাড়ে আঘাত লেগে সম্পূর্ণ ফাটল ধরেছে। সোমবার প্রাথমিক স্ক্যান শেষে মঙ্গলবার এমআরআই করা হয়েছে, যাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে গুরুতর চোট লেগেছে।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, কমপক্ষে ছ' সপ্তাহ তাকে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন তিনি চার সপ্তাহ উত্তরবঙ্গেই চিকিৎসাধীন থাকবেন, পরে প্রয়োজনে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হবে উন্নত চিকিৎসার জন্য। শুভেন্দু অভিযোগ করেন, এখনও পর্যন্ত এই হামলার ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তিনি দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী মানবিকতার অভাব বারবার প্রমাণ করেছেন। হাসপাতাল প্রাঙ্গণে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খগেন মুর্মুর সঙ্গে দেখা করলেও আক্রান্ত বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে সম্পূর্ণ ভাবে এড়িয়ে গিয়েছেন। শুভেন্দুর কথায়, বিজেপি এ ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে না এবং সমান ভাবে সকলের পাশে দাঁড়াতে চায়, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছেন।

তিনি আরও বলেন, ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসা থেকে শুরু করে নাগরাকাটার সাম্প্রতিক ঘটনাও শান্তি ধ্বংসকারী ঘটনার অংশ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে এসব ঘটনার নিন্দা বা অপরাধীদের গ্রেপ্তারের ইঙ্গিত নেই। শুভেন্দু অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় ত্রাণ তহবিল নিয়ে মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মন্তব্য করছেন। তাঁর দাবি, কেন্দ্র ইতিমধ্যেই ৬,০০০ কোটির বেশি ত্রাণ তহবিল রাজ্যে দিয়েছে, যা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অনুমোদন করেছেন। তিনি এ-ও উল্লেখ করেন, খগেন

মুর্মুর পাশে দাঁড়াতে বিজেপি নেতা, সাংসদ ও সংগঠনের পর্যবেক্ষকরা ইতিমধ্যেই পৌঁছেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকেও প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছে। শুভেন্দুর বক্তব্যে স্পষ্ট ছিল যে উত্তরবঙ্গের মানুষের নিরাপত্তা ও উন্নতির প্রশ্নে বিজেপি পূর্ণ দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। খগেন মুর্মুকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কি ভাবে ঘটল, তিনি সোমাবার থেকে তাঁর অনুসারীরা যে পড়ে যাওয়ার মিথ্যা রটনা করছিল, তাকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

শেষে শুভেন্দু বলেন, বাংলায় এই রক্তক্ষয়ী রাজনীতি ও হিংসা বন্ধ করে গণতান্ত্রিক পথে ফেরাতে হবে। প্রয়োজনে এনআইএ বা সিবিআই তদন্ত হওয়া উচিত, যাতে জানা যায় এই হামলার সঙ্গে বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠন জামাত বা আনসারুল্লা বাংলার সঙ্গে কোনও যোগ আছে কি না। তাঁর দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে আদালতে মামলার ব্যবস্থা করছে।

'বাবাকে তৃণমূলের লোকই মেরেছে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব কেন!'

নিজস্ব প্রতিবেদন: নাগরাকাটায় ত্রাণকাজের সময় আক্রান্ত হয়ে গুরুতর জখম বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এখন শিলিগুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সেখানে তিনি দেখতে যান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিকিৎসকের সঙ্গে সাংসদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে কথা বললেও, সেখানে উপস্থিত সাংসদের ছেলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কোনও কথোপকথনে অংশ নেননি। জখম সাংসদের ছেলে স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ করেন, 'এই হামলার পেছনে তৃণমূলের লোকজন জড়িত। তাই আমি কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলব?' ঘটনার প্রায় একদিন পার হলেও, অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হয়নি, যা পরিষ্কার করে দেয় প্রশাসন

অপরাধীদের ঢেকে রাখছে।'

পশ্চিমবঙ্গের নাগরাকাটা এবং মিরিক এলাকায় শনিবার থেকে শুরু হওয়া প্রচণ্ড বৃষ্টি ও ভূমিধসের ফলে বিপর্যয়ের ভিতর ত্রাণসামগ্রী বিতরণের সময় এই হামলার ঘটনা ঘটে। দামাল পাথর ও লোহার রড দিয়ে আক্রান্ত হন সাংসদ ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। গুরুতর আহত ভঙ্গিতে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। এই ঘটনার পরে রাজ্য রাজনীতিতে উত্তেজনা তীব্র হয়েছে। বিজেপি দল তৃণমূল কংগ্রেসকে অভিযোগ করছে ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার। অন্যদিকে তৃণমূল এই সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।নাগরাকাটা হামলার পর প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মাঠে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আগামী দিনে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

এবার কুমারগ্রামে ত্রাণ বিতরণে আক্রান্ত বিজেপি বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামে মঙ্গলবার ত্রাণ বিতরণকালে ফের রাজনৈতিক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওঁরাও নিজের বিধানসভা এলাকা বিত্তিবাড়ি বাজারে সোমবারের মতোই মঙ্গলবারও শাসক দলের কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন। শাসক দলের কর্মীরা তাদের উপরে হামলা করে বলেই অভিযোগ, ওই সময় এলাকাটি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এরই মাঝে বিধায়কের সঙ্গে থাকা বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা চালানো হয়।

অভিযোগ, বিধায়ক ও সঙ্গীদের গাড়িতে ভাঙচুর করা হয় এবং তাঁদের মারধর করা হয়। আরও অভিযোগ, দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ওপরও হামলা চালানো হয়। সূত্রের খবর, দুই কেন্দ্রীয় জওয়ান আহত হয়েছেন এবং তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।পরিস্থিতির বিবরণ ও প্রেক্ষাপটগত শনিবার রাতে হওয়া নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিপর্যয় তৈরি হয়। দার্জিলিং ও আশপাশের জেলাগুলি ধসের কবলে পড়ে বহু প্রাণহানি হয়। আলিপুরদুয়ারে বৃষ্টি ও জলজটের কারণে বহু এলাকা প্লাবিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিস্থিতি পরিদর্শন করে দ্রুত স্বাভাবিক করতে সচেষ্ট রয়েছেন। বিজেপি নেতৃত্ব অভিযোগ করে, এই হামলার পেছনে শাসক দল তৃণমূলের পরিকল্পনা রয়েছে। তারা দাবি করে, 'তৃণমূল এই হামলা চালিয়েছে এবং এটি একটি ষড়যন্ত্র।' তবে তৃণমূলের নেতৃত্ব এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

অপরদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, বিজেপি বিধায়ক ও কর্মীদের ওপর হামলা মোটেও অবাঞ্ছিত নয় এবং অবিলম্বে এই ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত ও শাস্তি দাবি করা হচ্ছে। বিধায়ক মনোজ ওঁরাও এখন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন এবং তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল। প্রশাসন ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

সম্পাদকীয়

এই রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার শেষ কোথায়?

টানা বৃষ্টিতে কার্যত বিধ্বস্ত গোটা উত্তরবঙ্গ। উত্তরের পাঁচটি জেলার জনজীবন বিপর্যস্ত। প্রশ্নের মুখে মানুষের জীবন, জীবিকা ও সম্পত্তি। প্রাথমিকভাবে যেটুকু জানা যাচ্ছে, বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এই বন্যায়। মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাস্থলে রয়েছেন। পুলিশ, প্রশাসন ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও সাধ্যমত মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। বড়সড় বিপদের সময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সকলে লড়াই করবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই বাংলার রাজনীতিতে এই ধরনের ছবিটাই এখন বিরল। রাজনৈতিক অসৌজন্যতা, অসহিষ্ণুতা রাজ্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বেধেছে। এখন মানুষ আর কোনও কিছুকেই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছে না। বিরোধী রাজনীতির পরিসর ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। শাসক এখন প্রকাশ্যে বলছে, চাই বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত, বিরোধী শূন্য পুরসভা, বিরোধী শূন্য জেলা পরিষদ, সম্ভব হলে বিরোধী শূন্য বিধানসভা। এটাই এখন রাজনীতি। এরই কুৎসিত বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল সোমবার উত্তরবঙ্গে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি ও ভিডিয়ো এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে। সোমবার বন্যা বিধ্বস্ত নাগরাকাটায় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যান দুই বিজেপি নেতা, সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। কিন্তু সেখানে যেতেই প্রবল জনরোষের মুখে পড়েন তারা। অনেক বুঝিয়েও কাজ হয়নি। মানুষ তাদের ফিরে যেতে বলে। প্রথমে শান্ত থাকলেও পরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একটা অবস্থায় বিক্ষোভের মুখে পড়ে কার্যত পিছু হটেন তাঁরা। ফিরে যান এলাকা থেকে। তখনই পিছন থেকে কার্যত ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হয় দুই বিজেপি নেতাকে। ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে নিরাপত্তারক্ষী বেষ্টিত হয়ে তারা ফিরে যাচ্ছেন। আর পিছন থেকে জনতা তাদের ধাক্কা মারছে। তারা কোনওমতে গাড়িতে ওঠার পরই বাইরে থেকে গাড়ি লক্ষ্য করে ইট, পাথর, বাঁশ ছুঁড়ে মারা হয়। ভেঙে যায় গাড়ির কাঁচ। তাদের ছোড়া ইটের আঘাতে জখম হন সাংসদ খগেন মুর্মু। তাঁর রক্তাক্ত ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ঘটনার পর এই নিয়ে শুরু হয়েছে চাপানউতর। তৃণমূল বলছে, এটা বিজেপির বিরুদ্ধে জনরোষ। বিরোধীরা বলছে, তৃণমূলের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল সে সব ছেড়ে, একটাই প্রশ্ন, এই ছবি কেন দেখতে হবে?

শব্দবাণ-৪০৭

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. একধরনের ধান ৩. টুকরো ছবি, কাগজ ইত্যাদি সেঁটে সেঁটে তৈরি চিত্রকর্ম ৫. মুখ, আনন ৭. কম্পমান ৮. রতনে — চেনে ১০. দরিদ্র,গরিব।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. দুর্বল ২. যাত্রীদের মালপত্র ৩. নরম ৪. জগতের দরবার ৬. পুত্র, ছেলে ৯. ভীত।

সমাধান: শব্দবাণ-৪০৬

পাশাপাশি: ১. ছুতোনাতা ৩. পসারি ৪. চরম ৬. লঘিমা ৯. ক্ষণেক ১০. তথ্যসূত্র।

উপর-নীচ: ১. ছুরিত ২. তাতার ৩. পক্ষীকুল ৫. মন্দারক ৭. ঘিভাত ৮. নক্ষত্র।

জন্মদিন

আজকের দিন

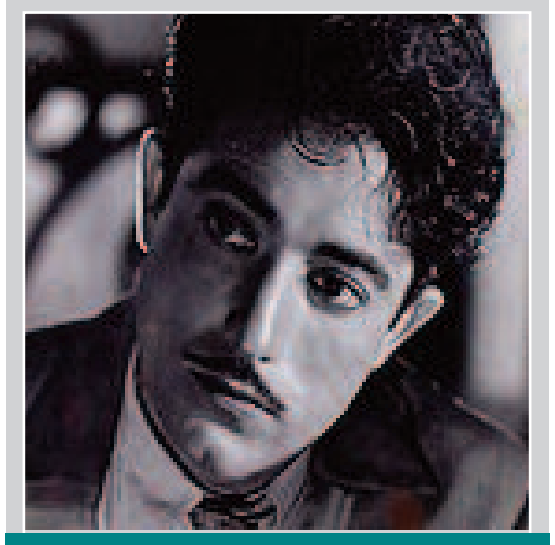

রাজকুমার

১৯২৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রাজকুমারের জন্মদিন।*
১৯৬৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সমীর দীঘের জন্মদিন।*
১৯৮২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বীরবাহ হাঁসদার জন্মদিন।*

ফুটপাথের পুরনো বই-এর ইতিহাস

নির্মল বিশ্বাস

আজ থেকে দুশো বছর আগে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারের সৃষ্টি। সেই জন্ম মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত কলেজ স্কোয়ার একদা শিক্ষার আন্দোলনের মধ্য দিয়েই একসূত্রে গাঁথা হয়ে আছে। এই কলেজ স্কোয়ারকে জানতে হলে আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিকের কথা অবশ্যই জানতে হবে। সে বর্ণাঢ্য অংশটুকু হল কলকাতার কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলের ফুটপাথের পুরনো বইয়ের জগতের ইতিহাস। যার খ্যাতি আজ ভারতবর্ষ পেরিয়ে বিদেশেও পৌঁছে গিয়েছে।

সেদিনের সেই খ্যাতির কথা জানতে গিয়ে মনে হল কলেজ স্কোয়ারের কথা তো অমৃত সমান। কলেজ স্কোয়ার তো শিক্ষার তীর্থভূমি গড়ে উঠেছে। বিগত দুশো বছর বাঙালির জীবনের সংস্কৃতি ও চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রয়েছে এই কলেজ স্কোয়ার। গত উনিশ শতকের প্রথম পর্ব থেকে শুরু করে আজ ২২৫ বছর পর এই সত্যটা উপলব্ধি হয়েছে যে, আমাদের জাতীয় জীবনে সর্বস্তরের ঐশ্চর্যের সংযোগস্থল এই কলেজ স্কোয়ার। কলেজ স্কোয়ারের বৈভব হল ফুটপাথের পুরনো বইয়ের অরণ্যের ঐশ্চর্য। কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে এই বইয়ের অরণ্য সৃষ্টি হল কি করে? আমাদের সকলের মনে এ প্রশ্ন জাগতেই পারে?

আজ থেকে বহু বছর পূর্বে ঘোড়ার টানা ট্রাম চলত। সেই সময় দু-একজন মুসলমান কলেজ স্ট্রিটের রাস্তায় নানা ধরনের পুরনো ইংরেজি বই বিক্রি করতে আসতেন। বই বিক্রির করতে আসার গোড়ার ইতিহাসটা অবশ্যই একটু জানা দরকার। সেদিন কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথে আজকের মত বইয়ের অরণ্য ছিল না এই অরণ্যের মূল কাহিনি হল, তৎকালীন সময়ে ইংরেজ সাহেবদের বেয়ারা কিংবা বাবুর্চিরা, ইংরেজ মণিবরা যখন এদেশ থেকে অন্য কোথাও বা দেশে ফিরে যেতেন, তখন তাঁরা বকশিস বাবদ নানান দ্রব্যের সঙ্গে ঘরে জমে থাকা পুরনো ইংরেজি বই পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করতেন। বেয়ারা-বাবুর্চিরা বটতলার মুসলমান প্রকাশকদের কাছ থেকে বইয়ের বাজারের খবরা খবর রাখতেন। তাছাড়া কলেজ স্ট্রিটে পুরনো বই বিক্রির কেন্দ্রের খবর তাঁদের অজানা ছিল না। ও সব বই মুসলমানরা কম দামে কিনে নিয়ে কলেজ স্ট্রিটে চটের বস্তা বা শতরঞ্জি পেতে বিক্রি করতেন। কারণ, ওই সময় কোনও ফুটপাথ ছিল না। বর্তমানে এস কে লাহিড়ির 'চমৎকার বাড়ি' সে সময় ছিল না। সেখানে ছিল একটা ছোট খোলা মাঠ। সে মাঠে ওই সব বই বিক্রি করতেন তাঁরা প্রথম দিকে শিক্ষিত বাঙালিরা ইংরেজি বই এভাবে বিক্রি হতে দেখে চমকে গিয়েছিলেন। কেননা, সে যুগে ইংরেজ সাহেব, ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি বই এ সবই তখন এদেশীয়দের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল।

বই বিক্রেতারা চট পেতে তার ওপর অগোছালোভাবে বইগুলো ছড়িয়ে দিতেন। দেশীয় উৎসাহী ক্রেতা কম দামে সেসব কিনতেন। কিছু কিছু ক্রেতা হঠাৎ মুক্তো পাবার মতো একটা না একটা বই হাজারো বইয়ের স্তূপ থেকে বেছে সস্তায় কিনে মনের আনন্দে বাড়িতে ফিরে যেতেন।

প্রথম কে বা কারা কবে এই ব্যবসা শুরু করেন? সে সব ইতিহাস জানার আগ্রহে অনেকেই জিজ্ঞাসাবাদ করার পর কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথের একজন বাঙালি পুরনো বই ব্যবসায়ী নাম তাঁর হেম চৌধুরী। তিনিই কয়েকজন নাম গড়গড় করে বলে দিলেন। সাকু মিঞা, ভদু মিঞা, সেলাকত মিঞা, হাদু মিঞা আর ললিত মোহন সিংহ। চারজন মুসলমান ও একজন হিন্দু। এই পাঁচজন কলেজ স্ট্রিটে প্রথম পুরনো বই বিক্রি করতে আসেন। অবশ্য এঁরা কেউই আজ বেঁচে নেই।

সে সময় ভালো ভালো বই চার আনা থেকে আট আনায় বিক্রি হত। তখন আজকের মত সারাদিন বই বিক্রির ব্যবস্থা ছিল না। কেবল একবেলা, তাও আবার বিকেলের দিকে বই বিক্রি করতেন। সন্ধ্যাবেলা বইগুলো গুছিয়ে বাক্সবন্ধি করে কলুটোলার বস্তিতে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে রেখে আসতেন। আবারও এ্যালবার্ট বিল্ডিংয়ে বই রাখার ব্যবস্থা অনেক পড়ে হয়েছিল। শিক্ষিত বাঙালিরা পুরনো বই কেনাকাটা করতেন দেখে মহম্মদ ইউসুফ নামে একজন মুসলমান পুরনো বইয়ের স্থায়ী দোকান করবার বাসনা জাগে। তাঁর বাসনার ফসল হাতে হাতে ফলেছিল। বর্তমানে কলকাতায় কলেজ স্ট্রিটে একমাত্র পুরনো বইয়ের দোকান বা প্রতিষ্ঠান বলতে 'ক্যালকাটা ওল্ড বুক স্টল'। বিশ শতকের গোড়ায় কলেজ স্ট্রিট ও হ্যারিসন রোড (মহাত্মা গান্ধি রোড) -এর সংযোগস্থলে ছিল। এরপর দিলখুসা কেবিনের স্থানেই নতুন করে দোকানটি গড়েছেন মহম্মদ ইউসুফ। পরে শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটের বাড়িতে নিয়ে আসেন ১৯২৫ সালে। এই 'ক্যালকাটা ওল্ড বুক স্টল' বাংলা তথা সারা ভারতে সর্ব প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা পুরনো বই বিক্রির জন্য আজও চিহ্নিত হয়ে আছে। এই প্রতিষ্ঠানে বহু মূল্যবান বইও আছে যা দেখে বিস্মিত হতে হয় ক্রেতাকে। মহম্মদ ইউসুফ যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন পর্যন্ত অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে পুরনো বই সংগ্রহ করতেন এবং তৎকালীন সময়ের শিক্ষিত বাঙালির মনের চাহিদা তিনি বুঝতে পারতেন। তাঁর অবর্তমানে তাঁর ছেলে ও পরিবার অন্যান্যরা সেই রীতি অনুযায়ী আজও ভালো ভালো বই সংগ্রহ করে চলেছেন।

বহু বিখ্যাত ব্যক্তি 'ক্যালকাটা ওল্ড বুক স্টল'-এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত যাঁরা তাঁদের কয়েকজনের নাম — ড. নীহাররঞ্জন রায়, ড. সুরেন সেন, ড. প্রতুল গুপ্ত, ড. মাখন লাল রায়চৌধুরী, সজনীকান্ত দাস, বিনয় ঘোষ, নির্মল বসু প্রমুখ। এছাড়া বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই পুরনো বইয়ের দোকান থেকে বই কিনে নিয়ে গেছেন। এই দোকান আজ থেকে পঞ্চাশ-একশো বছরের পুরনো বহু মূল্যবান বই এখানে পাওয়া যায়।

ফুটপাথের বইয়ের দোকানদাররা সব বইয়েরই খবরা খবর রাখেন। তবে অধিকাংশ ছোট ফুটপাথের দোকানে খুব বিখ্যাত বইয়ের সংখ্যা কম। আসলে বিশ শতকের গোড়ায় দোকানদাররা সুষ্ঠভাবে পুরনো বই বিক্রির কথা ভাবতেন। এবং কলেজ স্ট্রিটের এ্যালবার্ট হলে বই রাখার চিন্তাও করেছেন। সেই সুযোগও পেয়েছেন যখন এ্যালবার্ট বিল্ডিংয়ের পরিচালন ব্যবস্থার অচলাবস্থা হয়। সে সময় এঁরা এ্যালবার্ট বিল্ডিংয়ের ভেতরের দিকে অবস্থিত প্যাসেজে বইয়ের বাক্সগুলি রাখার অনুমতি আদায় করে নেন। এখন সেই নিয়ম চলছে। বই রাখার ব্যবস্থা হবার পর এঁরা ফুটপাথে রেলিংয়ে বই সাজানোর কথা ভাবেন। কারণ ইতিমধ্যে এস কে লাহিড়ী সেই খোলা জমিটা (মাঠ) কিনে নিয়েছেন এবং নিজের প্রকাশনার জন্য বাড়িটা তৈরি করেন। খোলা জমিটা হাতছাড়া হওয়ায় ১৯২৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের ফুটপাথের রেলিংয়ে এঁরা বই সাজানোর ব্যবস্থা করেন।

এবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত পুরনো বই বিক্রির ব্যবস্থা হল। রেলিংয়ে এসে এঁরা পুরনো বই সাজিয়ে বসতে শুরু করেন। এসব দেখে শিক্ষিত বাঙালি আরও বেশি আকর্ষণবোধ করেন। এই বিরাট অরণ্যের সন্ধান পেয়েছেন বই পিপাসুরাও। যদিও এঁদের সংগ্রহ কম তবুও 'বিরাট' বলছি এই কারণে, যে সমস্ত পৃথিবীর প্রায় সব উল্লেখযোগ্য বই এই ফুটপাথের রেলিংয়ের আচমকা মিলে যেতে পারে। প্রথম দিকে এঁদের সংগ্রহে শুধুমাত্র ইংরেজি বই ছিল, তারপর বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে সব ধরনের বই সংগ্রহ করতে থাকেন এবং তাঁদের পুরনো বই বিক্রির ব্যবস্থা ভালোভাবে হতে থাকে। ফলে ফুটপাথের রেলিংয়ে সাজানো বই বাঙালির কাছে এক অসীম রহস্য ও রোমাঞ্চকর বলে মনে হয়।

কলেজ স্কোয়ারের ফুটপাথের একটা নিজস্ব জগৎ আছে। এখানকার ফুটপাথের মোহিনী মায়ার আকর্ষণে নতুন বাংলা বই প্রকাশের পর কয়েক মাসের মধ্যে কীভাবে এই অরণ্যে চলে আসে। আর ইংরেজি বইয়ের ক্ষেত্রে সময়ের কোনও নির্দিষ্টতা নেই। পৃথিবীর যে কোনও দেশের উল্লেখযোগ্য বই কলকাতার ফুটপাথে মোহিনী মায়ায় আবদ্ধ হয়ে শোভাবর্ধন করছে। বিশেষ করে, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত ও ছাত্র সমাজ, লেখক, সবাই ফুটপাথের এই অরণ্যে একবার না এসে থাকতে পারেন না। লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্যাত, অখ্যাত সবাই এখানে আসেন এবং এই ফুটপাথের রেলিংয়ের বইয়ের সারিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কয়েক ঘন্টা সময় কাটিয়ে অতিবাহিত করেন।

কোনও এক সময় কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম অভিজ্ঞতার কথা শোনা যাক। সময়টা ছিল বিশ শতকের গোড়ায় অর্থাৎ ১৯১৩ সালর একদিন তিনি এম সি সরকারের বইয়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে চলে যাবার সময় ফুটপাথের ছড়ানো বইয়ের দিকে এগিয়ে গেলেন। এর আগেও তিনি ফুটপাথ থেকে কিছু পুরানো বই কিনেছেন। সেদিন প্রথমে চোখ পড়ে হ্যাভলক এলিসের একসেট বই। মুহূর্তের মধ্যেই বইগুলি কিনে নিয়ে এম সি সরকারের সুধীরবাবুকে দেখিয়ে গেলেন। সে সময় শরৎচন্দ্র 'যমুনা' পত্রিকার জন্য 'রামের সুমতি' উপন্যাস লিখছেন। 'হ্যাভলক এলিস' পড়বার পর 'নারীর মূল্য' ও 'দৃষ্টিহীন' উপন্যাস লেখার ইচ্ছে জেগেছিল তাঁর মনে। এ কথা শরৎচন্দ্র 'হ্যাভলক এলিস' পড়বার কিছুদিন পর সুধীরচন্দ্র সরকারকে তিনি এসব বলেছিলেন। শরৎচন্দ্র কলেজ স্টিটে এলেই এম সি সরকার ও ফুটপাথের বইয়ের অরণ্যে একবার চোখ বুলিয়ে যেতেন।

১৯১৬ সালের ১০ জানুয়ারি এক শীতের অপরাহ্নে সাংবাদিক ও সাহিত্য রসিক অমল হোম কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথের মোহিনী মায়ায় আকৃষ্ট হয়ে প্রায়ই তিনি আসতেন। একদিন কয়েকটি ইংরেজি বই দেখার পর হঠাৎ দেখলেন সবুজ রংয়ের মলাটের মধ্যে সোনার রংয়ে নাম লেখা বইটি হাতে তুলে নিলেন। তিনি তাঁর জীবনের এক পরম প্রাপ্তির সন্ধান পেয়েছেন। বইটি ছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী' কবিতার বই প্রথম সংস্করণের। মাত্র ছয় আনায় কিনেছেন। এই বইয়ের দাম নিশ্চয়ই আরও বেশি ছিল। সে বইটি ১৮৬৬ সালে প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। ছেপেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কলকাতা। প্রথম পৃষ্ঠা খুলতেই ওই পৃষ্ঠায় রামতনু লাহিড়ীর কনিষ্ঠ পুত্র নবকুমার লাহিড়ীর নাম দেখতে পেলেন। কী আশ্চর্য হস্তাক্ষর। মহীত হয়ে গেলেন। ফুটপাথের পুরনো বইয়ের দোকানে এভাবেই তিনি দুর্লভ আবিস্কার করেছেন। জীবনে এ এক রোমান্টিক অভিজ্ঞতা।

১৯৫৫ সালে একজন কলেজ ছাত্রীর ভাগ্যেও ঘটেছে এমনই এক ঘটনা। তিনি একদিন কলেজ পালিয়ে এসে দুপুরের ফুটপাথের গাছের ছায়ায় পুরনো বইয়ের সারিতে চোখে বুলিয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ যেন কোনও এক রাজপুত্রের সাক্ষাৎ পেয়ে গেলেন। সেদিনের বইটি ছিল প্রমথ চৌধুরী তথা বীরবলের একমাত্র কবিতার বই 'পদচারণা'। বইটি ছোট আকারের। বর্তমানের যুগের মিনিবুক ধরনের। প্রথম পৃষ্ঠায় লেখায় চোখ বুলিতে তিনি চমকে উঠলেন। লেখা আছে — উনপঞ্চাশ বাঙালি হাবিলদার—

কাজী নজরুল ইসলাম — সুহৃদোত্তমেষু —
শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়
১৫-৬ -২০
১-৩-২৭'

কল্লোল যুগের (কল্লোল গোষ্ঠী) সেই বিখ্যাত ব্যক্তি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলামকে প্রীতি উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। কিন্তু কলেজ ছাত্রীটির এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়তো আরও একটু বাকি ছিল। তাই তিনি পরের পৃষ্ঠা উলটিয়ে দেখেন সেখানে লেখা আছে —

'বৌদি,
আমাকে দেওয়া এ কবিতার বইটি আপনাকে দিলুম। কেন না কবিতা বুঝবার প্রাণ আছে আপনার।
ইতি —
আপনার স্নেহের
কবি ঠাকুরপো — নুরু।
৯ই শ্রাবণ — ১৩২৮
৩২, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা।

এমন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আর কোনও ভাগ্যবানের ভাগ্যে ঘটেছে কিনা বলতে পারবো না। কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথের বইয়ের রাজ্যে একবার যদি চোখ বুলিয়ে যান তাহলে দেশের প্রায় লেখকের বই-ই একদিন না একদিন দেখতে পাবেন শোভা পাচ্ছে। কোনও বই জীর্ণ, কোনটা নতুনভাব বজায় রেখে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

বাংলা সাহিত্যের কোনও একজন বিখ্যাত লেখক তাঁর প্রিয় বন্ধুকে উৎসর্গ করেছেন নিজের বইট। একদিন সেই বন্ধুর কোনও নিকট আত্মীয়র দ্বারা মাত্র বারো আনায় বিক্রি হতে দেখেছেন বইটি। প্রখ্যাত লেখক সাময়িক ব্যথা অনুভব করেছেন। তবে মনে মনে একটু বেশি অভিমানও হয়েছিল লেখকের প্রিয় সেই বন্ধুটির ওপর।

একদিন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র ফুটপাথের মায়াকানন থেকে হঠাৎ আবিষ্কার করেন তৎকালীন সময়ের একটি বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের বই। বইয়ের নাম ছিল 'Fabre's Book of Insects' লেখিকা ছিলেন Mrs. Rudalph Stawell এই বইটি পড়ে সেদিন বুদ্ধিদীপ্ত যুবক প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কিছু লেখার কথা ভাবেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজে বিজ্ঞান শাখার ছাত্র ছিলেন। তাই তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প লেখার নতুন চিন্তা এনে দিল। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু বছর কেটে গেছে। কিন্তু সেদিনের বইটির কথা একবারও ভুলে যাননি। এর কিছুদিন পূর্বেই বাংলা সাহিত্যে ছোটদের জন্য একটা নতুন জগৎ সৃষ্টি করলেন। 'ঘনাদার গল্প'। এক অপূর্ব সৃষ্টি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো স্রষ্টাই বলতে পারেন, কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথে এই পৃথিবীর সেরা সেরা মুক্তো ছড়িয়ে রয়েছে।

তাই প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজেই এই ফুটপাথের বই সম্পর্কে বলেছেন —'এই বই পাড়ার এমন একটি নিজস্ব চরিত্র ও আকর্ষণ আছে, সারা কলকাতায় যা আর কোথাও তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। কলেজ স্ট্রিট-কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের বই পাড়ার মাধুর্য, মহিমা, রহস্য-রোমাঞ্চ কিন্তু ছোট-বড় ওই সব সাজানো দোকানগুলিকে ঘিরে নেই। বোধহয় তার আসল আকর্ষণ ও উত্তেজনা ফুটপাথের এলোমেলোভাবে ছড়ানো কিংবা রেলিংয়ের ধারে থাকে থাকে হেলানো বইয়ের মাঝে। বইপাড়ার সেই হোল রূপকথার অরণ্য, যেখানে কোথায় কি লুকিয়ে বিস্ময় লুকিয়ে আছে কেউ জানে না। লাইব্রেরিতে গিয়ে পছন্দমত বই পাওয়া যায় কিন্তু ফুটপাথের অজানা বইয়ের উত্তেজনা বা আচম্বিতে সেই মায়াকানন হতে কোন কিছু আবিষ্কার করা, তা লাইব্রেরিতে হয় না।'

কলকাতা কলেজ স্ট্রিটের গৌরব তো শুধু সৃষ্টির মধ্যেই। কলকাতার কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু ফুটপাথে ঠিক এভাবেই অগোছালো বইয়ের স্তূপের মধ্যে কিংবা ফুটপাথের রেলিংয়ের ধারে আপনার পছন্দের মূল্যবান মুক্ত ঠিক উপস্থিত।

তথ্যসূত্র ঃ

১) কলকাতা শহরের পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত — বিনয় ঘোষ।
২) কলকাতা ঃ এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস— ড.অতুল সুর।
৩) কলকাতার চালচিত্র — ড. অতুল সুর।
৪) ৩০০ বছরের কলকাতার পটভূমি ও ইতিহাস — ড. অতুল সুর।
৫) কলকাতা বিচিত্রা — রাধা রমণ রায়।
৬) ছাপা হরফের হাট — শ্যামল চক্রবর্তী।
৭) ধন্য কলকেতা সহর — কৌশি
৮) সেকালের কলকাতা (কত গল্প, কত ইতিহাস) — হরিপদ ভৌমিক।
৯) কী করে কলকাতা হলো — পূর্ণেন্দু পত্রী।

আনন্দকথা

যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ' বার বার বলে, সে শালা বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাতদিন 'আমি পাপী' এই করে, সে তাই হয়ে যায়।

''ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই — 'কি, আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে। আমার আবার পাপ কি। আমার আবার বন্ধন কি?' কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সে বৃন্দাবনে গিছল। একদিন ভ্রমণ করতে করতে তার জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখলে, একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বললে, ওরে তুই একঘটি জল আমায় দিতে পারিস? তুই কি জাত? সে বললে, ঠাকুর মহাশয়, আমি হীন জাত — মুচি। কৃষ্ণকিশোর বললে, তুই বল, শিব। নে, এখন জল তুলে দে।

''ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ-মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।

''কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এই সব কথা কেন? একবার বল যে, অন্যায় কর্ম যা করেছি আর করব না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।'' *(ক্রমশঃ)*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

'কাশ্মীরের স্টাইলে পাথর ছুঁড়ে হামলা'

নাগরাকাটার ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: 'উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটায় কাশ্মীরের স্টাইলে পাথর ছুঁড়ে হামলা চালানো হয়েছে উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মুর ওপর। আমাদের দাবি, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সিকে দিয়ে এর তদন্ত করা হোক।' মঙ্গলবার মালদায় সাংবাদিক বৈঠক করেই একথা বলেছেন ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। এদিন দুপুরে মালদার প্রেস কর্নারে সাংবাদিক বৈঠকে মাধ্যমেই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। তিনি বলেন, 'এই ধরনের পাথর বৃষ্টি অতীতে আমরা কাশ্মীরে দেখেছি। তবে কেন্দ্রে মোদী সরকার আসার পর সেই পাথর ছোঁড়ার কোনও ঘটনা ঘটেনি। ঠিক সেই ভাবেই সোমবারের বানারহাটের দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি তদারকি করতে গিয়েই ঠিক একইরকম কায়দায় পাথর হামলার শিকার হন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু।' বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী আরও বলেন, 'সাংসদ এবং শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়কের ওপর এই হামলার ঘটনার পেছনে নিশ্চয়ই মাস্টারমাইন্ড কেউ আছে।' যেভাবে পাথর বৃষ্টি হয়েছে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলেছেন বিধায়ক। তিনি বলেন, '২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে, এখনও কোনও অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার হয়নি। কেন অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা গেল না? আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।' এদিকে বিজেপি বিধায়কের এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূলের জেলার সহ সভাপতি শুভময় বসু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতির পরিদর্শনে এসেই আগেই অসুস্থ বিজেপি সাংসদের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে দেখা করেছেন। এটাই সৌজন্য। বিজেপির মতো আমরা ভাষণ দি-ই না। তৃণমূল কর্মে বিশ্বাসী। জনরোষে পরে ওরা আক্রান্ত হয়েছিলেন, এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য তৃণমূলের নাম জড়িয়ে দিচ্ছে বিরোধী দল বিজেপি।'

গাড়ির চাকায় পিষে 'খুন' পঞ্চায়েত সদস্য, জখম ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেপরোয়া স্করপিও গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল হরিশ্চন্দ্রপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষের। এই দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন মৃত ওই তৃণমূল কংগ্রেস নেতার আরও চার জন বন্ধু। সংকটজনক অবস্থায় ওই চারজনের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ এবং শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে। সোমবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কনুয়া ভবানীপুর এলাকার রাজ্য সড়কে। যদিও এই ঘটনায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃত কংগ্রেস নেতার স্ত্রী মঞ্জু সাহা। তাঁর অভিযোগ, পুরনো একটি ঘটনার প্রতিশোধ নিতেই তাঁর স্বামীকে পরিকল্পনা করে গাড়ির চাকায় পিষে খুন করা হয়েছে। একইসঙ্গে মৃতের চারজন বন্ধুকেও জখম হতে হয়েছে। সোমবার গভীর রাতের এই ঘটনার পর মঙ্গলবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় ওই গাড়ি চালক বিপদ মণ্ডলের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের পরিবার। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম নরেন্দ্রনাথ সাহা (৪৫)। তিনি কংগ্রেস পরিচালিত হরিশ্চন্দ্রপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। আহতেরা হলেন শেখর সাহা (৪০), শশাঙ্ক সাহা (৩৮), মনোজ কুমার দাস (৪৬) এবং পুলক সাহা (৪২)। এর মধ্যে শেখর সাহা ব্লক যুব তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি। শশাঙ্ক সাহা স্থানীয় তৃণমূল নেতা। শেখর এবং শশাঙ্ক শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমের সংকটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বাকি আহত দুইজনে চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন রাতে কনুয়া ভবানীপুর রাজ্য সড়কের ধারে দুটি মোটর বাইকে মোট পাঁচজন দাঁড়িয়েছিলেন। সে সময় আচমকায় দ্রুতগতিতে আসা একটি চার চাকার স্করপিও তাঁদেরকে পিষে দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় একজনের। বাকি চারজন জখম হন। মৃতের স্ত্রী মঞ্জু সাহা বলেন, 'এলাকার একজন অসুস্থ হয়ে চাঁচোল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এদিন গভীর রাতে তাঁকে দেখতে মোটরবাইক নিয়ে স্বামী বেরিয়ে পড়েন। ওর সঙ্গে তার আরও চারজন বন্ধু ছিল। এরপরই হঠাৎ করে জানতে পারি গাড়ি চাপা দিয়ে স্বামীকে মেরে ফেলেছে। বাকিরাও জখম হয়েছেন। বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ঘটনাটি ঘটে। এরপরই বিপদ মণ্ডল নামে ওই গাড়ি চালক পালিয়ে যায়।' মঞ্জু সাহার অভিযোগ, 'আমার স্বামী স্থানীয় জন প্রতিনিধির পাশাপাশি পেশায় একজন আইনজীবী। প্রায় চার বছর আগে বিপদ মণ্ডলের এক ভাই খুন হয়। সেই সময় এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের পক্ষ নিয়েই চাঁচল আদালতে মামলা লড়েছিলেন আমার স্বামী। পরবর্তীতে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের জামিন হয়ে যায়। আর সেই পুরনো প্রতিশোধ নিতেই পরিকল্পনা করে আমার স্বামীকে এভাবে গাড়ির চাকায় পিষে খুন করা হয়েছে।' মৃত কংগ্রেস নেতার এক বোন চন্দনা সাহা বলেন, 'যদি এটা দুর্ঘটনাই ঘটতো, তাহলে ওই চালক গাড়িটি একবার ধাক্কা মেরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেত। কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি পরপর দুবার আমার ভাই-সহ অন্যান্যদের গাড়ির চাকায় পিষে দেওয়া হয়েছে। এটা পরিকল্পনা মাফিক খুন। পুরো ঘটনার ব্যাপারে পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়েছে।' চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা জানিয়েছেন, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে গাড়ি চালকের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

২৬-এর পর উদয়ন-কুণালদের মুখে অ্যাসিড ছুড়ে মারবে জনগণ, হুঁশিয়ারি বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'খগেন মুর্মু ও শঙ্কর ঘোষের ওপর হামলার ঘটনাকে এখন উদয়ন গুহ ও কুণাল ঘোষরা জনরোষ বলছেন। ২০২৬ সালের পর এদের মুখে এলাকার মানুষ পাথর নয়, অ্যাসিড ছুঁড়ে মারবে।' গতকাল উত্তরবঙ্গে দলীয় সাংসদ ও বিধায়কের উপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বাঁকুড়ার সোনামুখী চৌরাস্তা মোড়ে বিজেপির বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এই ভাষাতেই হুঁশিয়ারি দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন সোনামুখীর বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামী। পাল্টা ওই বিধায়ককে ঘেরাও করে রাখার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তৃণমূল।

গতকাল বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গে দুর্গতদের ত্রাণ দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। সেই ঘটনার প্রতিবাদে ও দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে আজ বাঁকুড়ার সোনামুখী চৌরাস্তা মোড়ে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। সেই বিক্ষোভ কর্মসূচীতে যোগ দিয়ে মাইক হাতে খগেন মুর্মু ও শঙ্কর ঘোষের ওপর হামলার ঘটনার জন্য তৃণমূলকে দায়ী করে কড়া নিন্দা করেন সোনামুখীর বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামী। বক্তব্য রাখ তে গিয়ে দিবাকরি ঘরামী সরাসরি তৃণমূল নেতা উদয়ন গুহ ও কুণাল ঘোষকে নিশানা করেন। তাঁর দাবি, বিজেপির সাংসদ ও বিধায়কের ওপর এই হামলার ঘটনাকে উদয়ন গুহ ও কুণাল ঘোষ জনরোষ বলছেন। বিধায়ক স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, '২০২৬ সালের নির্বাচনের পর জনরোষ হবে। তখন উদয়ন গুহ ও কুণাল ঘোষকে পাথর নয়, ওই এলাকার মানুষ অ্যাসিড ছুঁড়ে মারবে। তাঁদের এই পচা মুখগুলো পুড়িয়ে দেবে এলাকার জনগণ।' পরে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে দিবাকর ঘরামী বলেন, 'উদয়ন গুহ আসলে একজন গুন্ডা। মানুষের উপর অত্যাচার করে যাচ্ছেন। মানুষ তাঁকে ছেড়ে দেবে না।' বিজেপি বিধায়কের এমন মন্তব্যের কড়া নিন্দা করে পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি এটা বিজেপির সংস্কৃতি। তৃনমূলের পাল্টা হুঁশিয়ারি, 'বিধায়ক সাবধান হয়ে যান। আপনাকে ঘেরাও করে রাখতে তৃণমূলের বেশি সময় লাগবে না। তখন বিধায়ক এলাকায় ঢুকতে ও বেরোতে পারবেন না।'

আসানসোল জেলা হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ রোগী, অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: জেলা হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ রোগী। কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার। খোঁজ না মিললে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি। ঘটনায় হাসপাতালকে দায়ী করেছেন পরিবার, থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। জানা যায়, বেশ কয়েকদিন আগে জামুড়িয়া বিধানসভার চিঁচুড়িয়া ডাঙ্গালপাড়ার বাসিন্দা সমর মুর্মু জ্বর ও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন। সময় যত গড়ায় ততই অবস্থার অবনতি হতে থাকে। পরিবারের সদস্যরা মিলে রোগীকে গত ৩ অক্টোবর অর্থাৎ শুক্রবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু ঠিক তারপর দিনই অর্থাৎ শনিবার ঘটে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে রোগীকে দেখতে গেলে বেডের মধ্যে রোগীকে দেখতে পায় না, এমনকি হাসপাতাল চত্বর খোঁজাখুঁজির পরও রোগীর কোনও খোঁজ মেলেনি। তারপরই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। এই ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে নিখোঁজ অভিযোগপত্র দায়ের করা হয় আসানসোল দক্ষিণ থানায়। ঘটনা প্রসঙ্গে নিখোঁজ সমর মুর্মুর স্ত্রী সুনিতা মুর্মু জানান, 'আমার স্বামী বেশ কয়েকদিন থেকে শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। সে কারণে আমরা গত ৩ অক্টোবর শুক্রবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করি। কিন্তু ঠিক তারপর দিনই অর্থাৎ শনিবার হঠাৎ করেই হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় আমার স্বামী। আমরা হাসপাতালের চিকিৎসকদের বিষয়টি জানালে ওনারা নিখোঁজ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেননি, পরবর্তীতে আমরা আসানসোল দক্ষিণ থানায় একটা নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করি।' অন্যদিকে আদিবাসী যুব গোষ্ঠীর সভাপতি বাবু উজ্জ্বল ঘটনার সম্পূর্ণ দায়ী করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। তিনি জানান, 'আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে রোগীকে খুঁজে না দিলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব আমরা।' পাশাপাশি জেলা হাসপাতাল থেকে রোগী নিখোঁজের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন চিঁচুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ধনঞ্জয় গোপ। তিনি বলেন, 'হাসপাতালে নিরাপত্তা রক্ষী এবং সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কিভাবে একজন রোগী হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ হয়ে যেতে পারে?' প্রশাসনের কাছে তিনি আর্জি জানান যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে খোঁজার জন্য। তবে হাসপাতাল ভর্তি রোগী থেকে শুরু করে চিকিৎসক এমনকি হাসপাতালের নিরাপত্তা রক্ষী, এছাড়াও ২৪ ঘন্টা সিসিটিভির নজরদারির পরেও কিভাবে হাসপাতাল থেকে একজন রোগী নিখোঁজ হন, সেই ধন্দে পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে অন্যান্য রোগী পরিজনরা।

বিপুল পরিমাণ চোলাই মদ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এলাকাবাসীর অভিযোগ পেয়ে অভিযানে নেমে বিপুল পরিমাণে দেশি মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করল কাঁকসা থানার পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা। কাঁকসা থানার পুলিশের কাছে সোমবার রাতে গৃহবধূরা গিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কাঁকসার সিলামপুরে কাটাবাগান ও ঘোষপাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে মদ বিক্রির কারবার চলছে। গ্রামে সহজেই মদ পাওয়া যাচ্ছে বলে কম বয়সি যুবক থেকে শুরু করে ঘরের পুরুষ সদস্যরা মদে আসক্ত হয়ে পড়ছে। যার ফলে নিত্যদিন ঘরে লেগে থাকছে অশান্তি। অভিযোগ শোনার পরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। আবগারি দপ্তরের সঙ্গে কাঁকসা থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালায়। এদিন এলাকায় পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের কর্মীরা এলাকায় পৌঁছাতেই স্থানীয়রাই মদ বিক্রির গোপন আস্থানাগুলি দেখিয়ে দেন। কাটাবাগান এলাকায় কারওর বাড়ির ভেতর থেকে, আবার বাড়ির জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয় দেশি মদের বোতল।

SOMANY
সোমানি সিরামিকস লিমিটেড
CIN : L40200WB1968PLC224116
রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : +৯১ ০৩৩-২২৪৮ ৭৪০৬/৫৯১৩
ইমেল : sclinvestors@somanyceramics.com/
corporateaffairs@somanyceramics.com
ওয়েবসাইট : www.somanyceramics.com
নোটিশ
সোমানি সিরামিকস লিমিটেড-এর ভৌত শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনর্নথিভুক্তর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 তারিখ ০২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, ভৌত শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনর্নথিভুক্তির জন্য ০৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারী, ২০২৫ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।
১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে প্রত্যাখ্যাত এবং লজারের কাছে ফেরত পাঠানো প্রকৃত শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধগুলি, ত্রুটিগুলি সংশোধন করে পুনরায় লজ করা যেতে পারে, ০৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারী, ২০২৬ এর মধ্যে আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রা লি, ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন ০৩৩ ২২৪৮-২২৪৮/২২৪৩-৫০২৯ অথবা ই-মেইল mdpldc@yahoo.com এর সাথে।
আরটিএ কর্তৃক সমস্ত নথিপত্র যথাযথভাবে পাওয়া গেলেই কেবল স্থানান্তরিত শেয়ার ডিম্যাট মোডে ইস্যু করা হবে। নথিভুক্তির জন্য একটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং ট্রান্সফারের জন্য নথিপত্র জমা দেওয়ার সময় তার ক্লায়েন্ট মাস্টার লিস্ট (সিএমএল) এবং ট্রান্সফার ডকুমেন্ট এবং শেয়ার সার্টিফিকেট আরটিএ-এর নিকট প্রদান করতে হবে।
সোমানি সিরামিকস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
(অনুজ কালিয়া)
কোম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ : ৭ অক্টোবর ২০২৫
স্থান : নয়ডা

দিল্লি পাওনা টাকা না দিয়ে মানুষকে খেপিয়ে তুলেছে: কুণাল ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: মন্তেশ্বর কুসুম গ্রামে অনুষ্ঠিত হল তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ, রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জেলা যুব সভাপতি রাসবিহারি হালদার-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা। কিন্তু এই সভায় ভারতের বাইরে থাকার জন্য মন্তেশ্বরের বিধায়ক সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী অনুপস্থিত ছিলেন। সিদ্দিকুল্লা বারবার আক্রান্ত হওয়ার প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ বলেন, 'দলের নেতৃত্ব বিষয়টা দেখছেন। আমাদের কাজ হচ্ছে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও আস্থা রাখা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর, সেটা অটুট আছে, অটুট থাকবে। বাকিটা দলের নেতৃত্ব দেখবে।' উত্তরবঙ্গে বিজেপি বিধায়ক আক্রান্তের ঘটনায় এনআইএ-র দাবি নিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, 'গতকালের ঘটনায় আমরা নিন্দা করেছি। কেন মানুষ ক্ষুব্ধ সেটা ওদেরকে ভাবতে হবে। ওরা মানুষের টাকা আটকাবে টাকা পেতে দেবে না। বাংলা ভাষায় কথা বললে বাংলাদেশে তাড়াতে চাইছে, আমরা এই মারধর পছন্দ করি না।' খগেন মুর্মুকে মুখ্যমন্ত্রীর দেখতে যাওয়া নিয়ে এই প্রসঙ্গে বলেন, 'এটাই আমাদের সৌজন্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নজির গড়ে দিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বারবার যখন সিপিআইএম মেরেছে, জ্যোতি বসু দেখতে গেছেন তার একটাও ছবি দেখাতে পারবেন না, ত্রিপুরায় তৃণমূলের সকলকে যখন মেরেছে বিজেপি কেউ দেখতে যাননি। তৃণমূল এই বিষয়ে জড়িত নয়, হামলায় বিশ্বাস করে না।' উত্তরবঙ্গে ফের বিজেপি বিধায়কের ওপর হামলায় কুণাল ঘোষ বলেন, 'বিজেপি বিধায়করা বলে এসেছেন ১০০ দিনের কাজের টাকা পেতে দেব না। দিল্লিকে বলছি টাকা না দিয়ে লোক খেপিয়ে রাখবেন যখন, লোক ক্ষেপে গিয়ে তার হিসাব নিতে চাইবে। তখন তৃণমূলের ওপর দোষ দেবেন এটা কেমন কথা।'

নয়াগ্রামে হাতির হানায় মৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রামে হাতির হানায় ফের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। সোমবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে নয়াগ্রাম ব্লকের রামকৃষ্ণপুর বিটের ১১ নং আড়রা অঞ্চলের পাঁচামি গ্রামে। এদিন রাতে জল সেচ দেওয়ার জন্য চাষের জমিতে গিয়েছিল নয়ন দেও নামে বছর পঁয়ত্রিশের এক যুবক। ওই সময় সে একটি বুনো হাতির সামনে পড়ে যায়। হাতিটি তাকে শুঁড়ে ধরে আছাড় মারার পর পা দিয়ে পিষে দেয়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার সকালে বনদপ্তরের কর্মীরা ও নয়াগ্রাম থানার পুলিশ গিয়ে তাঁর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসে। অন্যদিকে, সোমবার রাতভর লালগড়ের চাঁদড়ার ডালকাটি গ্রামে চাষের জমিতে তাণ্ডব চালায় ৩০/৩৫ টি হাতির একটি দল। ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন এলাকায় ক্রমশ যেভাবে হাতির উপদ্রব বাড়ছে, তাতে জঙ্গল সংলগ্ন গ্রামগুলির বাসিন্দারা আতঙ্কে রয়েছেন।

দুর্গা বন্দনা না হলেও লক্ষ্মীর আরাধনায় মাতে পাহাড়পুর গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এক সপ্তাহ ধরে চলে লক্ষ্মীর আরাধনা। পুজোর পাশাপাশি এক সপ্তাহ ধরেই চলে ঐতিহ্যবাহী রানাবাঁধের মেলা। হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে এই কয়েকটা দিন। সব কিছু ভুলে মানুষ আনন্দে মেতে থাকেন লক্ষ্মীর আরাধনায়। তারকেশ্বরের নাইটামাল, পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামগুলিতে দুর্গা বন্দনা হয় না। দুর্গা পুজোর পরে এবার থিমের বৈচিত্র লক্ষ্মী পুজোতেও। তারকেশ্বরের রানাবাঁধ ও বেলবাঁধ এলাকার মানুষ লক্ষ্মীর আরাধনাতেই মাতোয়ারা হন। আলোকসজ্জা আর থিমের বৈচিত্রে তারকেশ্বরের এই এলাকা বিখ্যাত। কৃষিপ্রধান এলাকা হওয়ায়, লক্ষ্মীর বন্দনাতেই মেতে ওঠেন এই এলাকার সাধারণ মানুষ। মূলত তারকেশ্বরের জগন্নাথপুর, রানাবাঁধ, বেলবাঁধ এলাকায় দুর্গা পুজো অনুষ্ঠিত হয় না বললেই চলে। বাড়ি বাড়ি লক্ষ্মীর আরাধনায় যেমন মেতে ওঠেন মানুষ, অন্যদিকে, এই এলাকার ক্লাবগুলিও লক্ষ্মী পুজো করে আসছে বিগত প্রায় ৫০ বছর ধরে। এই এলাকায় প্রায় ১৬টি পুজোর আয়োজন করা হয় ক্লাবের উদ্যোগে এবং প্রতিটি পুজো মণ্ডপেই লক্ষ করা যায় থিমের বৈচিত্র। সব ক্লাবের পুজো মণ্ডপ থেকেই একাধিক সামাজিক সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়েছে এ বার। এখানকার নাইটামাল পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান শেখ আক্কাস বলেন, 'এখানকার অন্যতম আকর্ষণীয় উৎসব হল দেবী কমলার আরাধনা। দুর্গা পুজোর পরিবর্তে এখানে লক্ষ্মী পুজোয় মাতেন অগণিত মানুষ।' হুগলি গ্রামীণের পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন বলেন, 'প্রতি বছরের মতো এবারেও পুলিশ যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছে। রানাবাঁধ এলাকার লক্ষ্মীপুজোয় যথেষ্ট ভিড় হয়। তাই নিরাপত্তার দিকটাও আঁটোসাঁটো করা হয়েছে।'

ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ড গড়ল খণ্ডঘোষের ২ বছরের খুদে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের কৈশোর গ্রামে এক খুদে শিশু ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ড ২০২৫-এ নাম তুলে নজির গড়লো। ছবি দেখেই নাম বলে দিচ্ছে জন্তু-জানোয়ার পশু, পাখি, ফুল, ফল ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গের। খণ্ডঘোষ ব্লকের কৈশোর গ্রামে খুদে ওই শিশুর নাম শেখ আনাস। বয়স ২ বছর ২ মাস। সে সম্প্রীতি ইন্টারন্যাশনাল বুক অব রেকর্ডসে নাম তুলে নজির গড়েছে। তাঁর বাবা শেখ মহম্মদ কলিমুদ্দিন জানান, প্রথমে সমস্ত ফুল, ফল জীবজন্তুর ছবি দেখে চিহ্নিত করে ফেলে এবং ইংরেজিতে নাম ও মানে বলে দিচ্ছিল। এরপরে চেষ্টা করে দেখেন সে ২০টি ছড়া মুখস্থ করে বলে দিচ্ছে। এক বছর ছয় মাস বয়স থেকে অনুশীলন করতেন বাড়িতে তাঁর মায়ের কাছে। শেখ আনাসের বাবা শেখ মোহাম্মদ কলিমুদ্দিন পেশায় একজন এলাকার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। মা আয়েষা খাতুন গৃহবধূ, প্রত্যন্ত গ্রামের খুদে শিশু শেখ আনাস ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলে নজির গড়ায় খুশির হাওয়া গোটা এলাকায়।

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল : sbi.18192@sbi.co.in
ই-নিলাম নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ইমেল আইডি : sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৮১০৫৬২৮০৩/৯৬৭৪৭৮০৪৬০
পরিশিষ্ট - ৪-এ
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৯.১০.২০২৫
সময় : ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে অবগত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বিস্তারিত মতে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ জামিনদত্ত অস্থাবর সম্পত্তির স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অধিকারিক কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং "যেখানে যেমন আছে", "যা আছে", "যে অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে **২৯.১০.২০২৫ তারিখে** বিক্রি করা হবে **২৮,৩৬,১৪,৯৭৮.৭৯ টাকা (আঠাশ কোটি ছত্রিশ লাখ চৌদ্দ হাজার ন'শো আটাত্তর টাকা এবং উন আশি পয়সা)** ০১.০২.২০১৫ অনুযায়ী এবং অন্যান্য সুদ, শুল্ক ইত্যাদি সহ আদায়ের জন্য ঋণগ্রহীতা **মেসার্স এসআরসি মেটালিকস প্রা লি.**, রেজিস্টার্ড অফিস অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ২২৪এ, এ জে সি বোস রোড, ফ্ল্যাট নং ৪ই, ১২শতল, কলকাতা ৭০০০১৯,পশ্চিমবঙ্গ এবং **জামিনদাতাগণ ১) শ্রীআনন্দ কুমার আগরওয়াল, পিতা শ্যাম সুন্দর আগরওয়াল,** নিবাস পি-৭০ সিআইটি রোড,স্কিম -৬এম, কলকাতা -৭০০০৫৪ এবং ই/১-১৬/১, ব্লক বি, ২য় তল, আকাশ অ্যাপার্টমেন্ট, নর্থ ভিউ এর নিকট, জ্যাঙ্গরা, বাগুইআটি, কলকাতা ৭০০০৫৪, **২) শ্রী আয়ুষ আগরওয়াল** পিতা আনন্দ কুমার আগরওয়াল, নিবাস পি-৭০ সিআইটি রোড, স্কিম -৬ এম, কলকাতা -৭০০০৫৪ এবং ই/১-১৬/১, ব্লক বি, ২য় তল, আকাশ অ্যাপার্টমেন্ট, নর্থ ভিউ এর নিকট, জ্যাঙ্গরা, বাগুইআটি, কলকাতা ৭০০০৫৪ । **৩) শ্রী পঙ্কজ লোহারিওয়াল,** নিবাস আর-৩০৬ সিটি সেন্টার ,ডি সি ব্লক, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০০৬৪। **৪) শ্রী রমেশ চন্দ্র আগরওয়াল,** নিবাস এজে-১২৩, সল্ট লেক সিটি সেক্টর ২, কলকাতা ৭০০০৯১, **৫) শ্রী নিকুঞ্জ বোথরা,** নিবাস ২৮/১ শেক্সপিয়ার সরণি, ফ্ল্যাট নং ৩৬, ৪র্থতল, গঙ্গা যমুনা বিল্ডিং, কলকাতা ৭০০০১৭, **৬) শ্রীমতি সবিতা লোহারিওয়াল,** নিবাস আর-৩০৬, সিটি সেন্টার , ডিসি ব্লক সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৬৪ এবং **কর্পোরেট জামিনদাতা ১) মেসার্স ধনকিরণ কমোডিটিজ প্রা লি.,** রেজিস্টার্ড অফিস : পি-৭০, সিআইটি রোড, স্কিম -৬এম, কলকাতা -৭০০০৫৪, **২) পঞ্চশ্রী কমোসেলস প্রা লি.,** অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ২২৪এ, এ জে সি বোস রোড, ফ্ল্যাট নং ৪ই, ১২শতল, কলকাতা -৭০০০১৯, **৩) এসআরসি স্পঞ্জ অ্যান্ড পাওয়ার প্রা লি.,** ২৩, নেতাজি সুভাষ রোড, ২য়তল, ৪র্থ কমার্শিয়াল বিল্ডিং কলকাতা ৭০০০০১, **৪) প্রভু ধন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রা লি.,** ২২৬/১, এ জে সি বোস রোড , ৭মতল, কলকাতা ৭০০০২০ এবং স্যুট নং ৩, ৩৭, শেক্সপিয়ার সরণি, ২য়তল, কলকাতা -৭০০০১৭।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২২.১০.২০২৫ ,সময় : সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
কমার্শিয়াল ইউনিট ৪র্থতলে (৪৬৮০ বর্গফুট) এবং ৫মতলে (৪৬৮০ বর্গফুট) এবং ছাদের ৪৬৮০ বর্গফুট ভোগ দখলের অধিকার সহ মৌজা : মৃগলা, জেএল নং ১০২, অবস্থিত ডানকুনি দিল্লি রোড মোড়, ওয়ার্ড নং ১৪, হুগলি, **দলিল নং ২৭৪-২০১৩** সালের সম্পত্তি **পঞ্চশ্রী কমোসেলস প্রাইভেট লিমিটেডের** নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : টি এন মুখার্জি রোড, দক্ষিণে : নবীন ইন্টাস্ট্রিজ, পূর্বে : দিল্লি রোড, পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ২১৫৬। **(স্বত্ব দখলীকৃত)।**	১,৯২,০০,০০০.০০ টাকা	১৯,২০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ১,০০,০০০.০০ টাকা	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন
তারিখ : ০৮.১০.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

AGI GREENPAC
এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড
CIN : L51433WB1960PLC024539
রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : +৯১ ৩৩-২২৪৮ ৭৪০৭/৫৬৬৮
ইমেল : agiinvestors@agigreenpac.com
ওয়েবসাইট : www.agigreenpack.com
কোম্পানির সদস্যগণের অবগতির জন্য পোস্টাল ব্যালট নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এর ধারা ১০৮ এর সাথে পঠিত ধারা ১১০, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ২২ এবং বিধি ২০ এবং আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে এবং সম্মতিতে, ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের ১৭/২০২০, এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি, সর্বশেষটি হল ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের ০৩/২০২৫ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") (এরপরে সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), সেবি (তালিকাবদ্ধকরণ এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ("তালিকাবদ্ধকরণ") এর প্রবিধান ৪৪ এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া (আইসিএসআই) দ্বারা জারি করা সাধারণ সভা সম্পর্কিত সচিবালয় স্ট্যান্ডার্ড (এসএস-২) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সময়ে সময়ে সংশোধিত আইন ও বিধিমালা (যেকোনো আইনগত পরিবর্তন(গুলি) বা আপাতত বলবৎ পুনঃপ্রণয়ন সহ), কোম্পানি ৩০/০৯/২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে ("বিজ্ঞপ্তি") উল্লেখিত বিশেষ রেজোলিউশন(গুলি) মাধ্যমে বিশেষ ব্যবসা(গুলি) জন্য সদস্যদের অনুমোদন কামনা করে, শুধুমাত্র নীচে উল্লিখিত বিষয়ের জন্য ইলেকট্রনিক উপায়ে (অর্থাৎ ই-ভোটিং) মাধ্যমে :

দফা নং	বিবরণ
	বিশেষ প্রস্তাব মাধ্যমে :
১	**১,৫০০ কোটি টাকা (এক হাজার পাঁচশ কোটি টাকা) পর্যন্ত সিকিউরিটি ইস্যু করে তহবিল সংগ্রহের অনুমোদন।**
২	**কোম্পানির মেমোর‍্যান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের অবজেক্ট ক্লজের পরিবর্তন বিবেচনা এবং অনুমোদন।**

সদস্যদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে
(ক) উপরে উল্লিখিত বিধান এবং এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি মঙ্গলবার, ০৭/১০/২০২৫ তারিখে, ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ নোটিশটি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোম্পানির সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ")/ ডিপোজিটরি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর কাছে শুক্রবার, ০৩/১০/২০২৫ ("কাট-অফ ডেট") নিবন্ধিত।
(খ) ই-ভোটিং সময়কাল বুধবার, ০৮/১০/২০২৫ সকাল ৯টা (আইএসটি) থেকে শুরু হবে।
(গ) ই-ভোটিং সময়কাল বৃহস্পতিবার, ৬/১১/২০২৫ বিকাল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে। এরপর ভোটদানের জন্য ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।
(ঘ) ই-ভোটিং অধিকার শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর গণনা করা হবে যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ আছে। যে কোনও ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার নন, তিনি পোস্টাল ব্যালট নোটিশকে কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করবেন।
(ঙ) ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিস্তারিত নির্দেশাবলী নোটিশের নোটগুলিতে দেওয়া আছে।
(চ) কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য শ্রী প্রবীণ কুমার দ্রোলিয়া, অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিব (সদস্যপদ নং এফ২৩৬৬, সিপি নং ১৩৬২) কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
(ছ) এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, নোটিশের প্রকৃত কপি, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসায়িক উত্তর খাম পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে এবং সদস্যরা কেবল ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। কোম্পানি তার সমস্ত সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে অনুমোদিত সংস্থা হিসেবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("সিডিএসএল") এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে।
(জ) যেসব সদস্য নোটিশ পাননি তারা mdpldc@yahoo.com ঠিকানায় চিঠি লিখে ইমেলের মাধ্যমে নোটিশটি পেতে পারেন অথবা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.agigreenpac.com অথবা সিডিএসএল এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com/ থেকে ডাউনলোড করতে পারেন।
(ঝ) ই-ভোটিং সুবিধার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগের জন্য, সদস্যরা শ্রী রাকেশ দলভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সিডিএসএল, এ উইং, ২৬তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০০১৩-এর কাছে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ইমেল পাঠাতে পারেন অথবা ০২২-৬২৩৪৩৬১১/২৪/২৬ নম্বরে কল করতে পারেন। এই পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ/প্রশ্ন কোম্পানির আরটিএ-তে mdpldc@yahoo.com-এ পাঠানো যেতে পারে।
(ঞ) পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল শনিবার, ০৮/১১/২০২৫ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে এবং স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ, স্টক এক্সচেঞ্জগুলিকে জানানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.agigreenpac.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটেও প্রদর্শিত হবে।
ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
ওমপাল
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
মেম্বারশিপ নং : ACS 30926
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৭.১০.২০২৫

অতিবৃষ্টি ও ডিভিসির জলে খানাকুলে প্লাবিত একাধিক গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: উৎসবের মরসুমে আতঙ্কের কালো মেঘ আরামবাগ মহকুমার খানাকুলে। নদীগুলিতে জলস্তর বৃদ্ধি। বন্যার ভ্রূকুটি। কারণ, সব জায়গায় বাঁধ মেরামত হয়নি। ভাঙা বাঁধ বাঁধা হলেও তা একেবারে কাঁচা। জলের চাপে তা ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা খানাকুলের মানুষের। মুণ্ডেশ্বরী নদী ও দ্বারকেশ্বর নদীর বাঁধ উপচে আবারও হু হু করে জল ঢুকে প্লাবিত গ্রাম। বেশ কিছুদিন ধরে টানা বৃষ্টি চলছে আরামবাগে। যার জেরে এদিন সকাল থেকেই মুণ্ডেশ্বরী নদীর জলস্তর বাড়ছিল। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই মাইথন ও পাঞ্চেত জলাশয় থেকে কয়েক হাজার জল ছাড়া হয়। এই জল মুণ্ডেশ্বরী ও দ্বারকেশ্বর নদী দিয়ে প্রভাবিত হচ্ছে। চলতি বছরে বন্যায় আরামবাগ ও খানাকুলের বিভিন্ন নদী বাঁধ ভাঙা হয়। বেশ কয়েক জায়গায় নদী বাঁধ বাঁধা হলেও, অনেক জায়গায় কাজ চলছে। অতিবৃষ্টি ও জলাশয় থেকে জল ছাড়ার ফলে খানাকুলের জগৎপুর, নন্দনপুর, বাড়নন্দনপুর, জগন্নীশতলা-সহ কয়েকটি গ্রামে হু হু করে জল প্রবেশ করে প্লাবিত করেছে। মায়াপুর গড়েরঘাট রাজ্য সড়কের জগন্নীশ তলায় জল এক কোমড় হয়ে যাওয়ায় বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে বাস চালু হলেও টোটো, মোটর বাইক ও সাইকেল চলাচল বন্ধ। বিপদজনক পরিস্থিতি। এই বিষয়ে বাড়নন্দনপুর এলাকার বাসিন্দা অর্চনা মণ্ডল বলেন, মাঠ সব জলমগ্ন হয়ে গেছে। জল বাড়ছে। চাষের বহু ক্ষতি হয়েছে। বেশ কয়েকটি গ্রাম প্লাবিত। অপরদিকে আরামবাগ মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালেও জল ছাড়া হয়েছে ডিভিসি থেকে। ৪৬৮৫০ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। তবে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। খানাকুলের নিচু এলাকায় জল ঢুকেছে। প্রশাসনও নজর রাখছে। সবমিলিয়ে আবারও খানাকুলের নিচু এলাকায় নদীর জলে প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় আতঙ্কের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগে ত্রাণ পৌঁছচ্ছে বন্যাদুর্গত এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের বন্যা দুর্গত এলাকায় পাঠানো হচ্ছে চাল। পাহাড় ও ডুয়ার্সের বিভিন্ন বিপর্যস্ত অংশে এই চাল বিতরণ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ১০০ কুইন্টাল চাল পাঠানো হচ্ছে বলেই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকায় পৌঁছে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর উদ্যোগে কিছু শুকনো খাবার ও বিতরণ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, আকাশ ভাঙা বৃষ্টির জেরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে পাহাড় ও ডুয়ার্স। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাণহানির খবর সামনে এসেছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিজেপি নেতৃত্বকে অবিলম্বে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে নেমে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দলের তরফে। সেইমতো এদিন বালুরঘাটের সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিজে উদ্যোগী হয়ে বন্যা দুর্গতদের জন্য পাঠানো হলো চাল। এ বিষয়ে বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'দার্জিলিং, কালিম্পং, মিরিক, দুধিয়া-সহ পার্বত্য অঞ্চল এবং ডুয়ার্সে ভারী বৃষ্টিপাত ও ভূমিধস জনিত ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে আজ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকে ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হল।'

বারাসাতে কালীপুজো নিয়ে একাধিক পদক্ষেপ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো শেষ হতেই কালীপুজোয় মাততে চলেছে বারাসাত ও মধ্যমগ্রাম। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় শেষ মুহূর্তের কাজে জোর দিয়েছে শিল্পী থেকে পুজো উদ্যোক্তারা। বারাসাতের ঐতিহ্যবাহী কালীপুজো ঘিরে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতাও বেড়েছে।

বারাসাত জুড়ে ১২টি বড় পুজোর পাশাপাশি প্রায় দুই শতাধিক পুজো হয়। মধ্যমগ্রামে সেই অনুমোদিত সংখ্যা প্রায় ৪৯টি। তবে বড় পুজোর সংখ্যা ৯টি। এছাড়া মধ্যমগ্রাম জুড়ে অ-অনুমোদিত প্রায় ২৪০ উপরে পুজো হয়। বারাসাতের কালীপুজো বহুবছর ধরেই তার মান ধরে রেখেছে। কালীপুজোকে কেন্দ্র করে বারাসাতের সুখ্যাতি রাজ্য ছাড়িয়ে দেশ-বিদেশেও ছড়িয়েছে। এবারও তার অন্যথা হবে না বলে জানাচ্ছেন পুজো উদ্যোক্তারা। দেশ-বিদেশের নজরকাড়া স্থাপত্য, ধর্মীয় পীঠস্থান ও সৃজনশীল ভাবনার মণ্ডপসজ্জা সঙ্গে আলোর রশনাই এবারেও দর্শনার্থীদের মনোরঞ্জন করবে বলেই দাবি উদ্যোক্তাদের। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রথম দিকে কাজে সমস্যা হলেও, বর্তমানে আবহাওয়ার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই কাজে গতি বেড়েছে। হাতে গোনা কয়েকটি দিনের মধ্যেই মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা ও প্রতিমার কাজ শেষ হয়ে যাবে বলেই দাবি উদ্যোক্তাদের। পিছিয়ে নেই মধ্যমগ্রামও। বিগত কয়েক বছর ধরেও মধ্যমগ্রামের বেশ কিছু পুজোও টক্কর দিচ্ছে। ফলে পুজোর কটা দিন তো বটেই, তার আগে থেকেই ভিড় সামলানোর পরিকল্পনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে পুলিশ প্রশাসন। কালীপুজো আসতে বাকি আর হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি দিন। বারাসাত ও মধ্যমগ্রাম শহর জুড়ে রয়েছে একাধিক বিগ বাজেট কালীপুজো। তাই এবারের কালীপুজোর ভিড় সামালানো নিয়ে একাধিক পদক্ষেপ নিলেন বারাসাত জেলা পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে বারাসাত শহরের একাধিক বিগ বাজেট পুজোগুলির মণ্ডপ ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বললেন খোদ পুলিশ সুপার। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এদিন পুলিশ সুপার প্রতিক্ষা ঝারখাড়িয়া জানান, ২০২৪ বর্ষের কালী পুজোতে শহর বারাসাতের একাধিক বিগ বাজেট পুজোগুলির একই দিনে মণ্ডপ উদ্বোধনের কারণে গোটা শহর জুড়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। যে কারণে এবার প্রথম থেকেই উদ্বোধনের দিনগুলি আলাদা আলাদা করে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। পাশাপাশি দর্শনার্থীদের যাতে কোনরূপ প্রতিমা দর্শনের ত্রুটি বিচ্যুতি না হয়, তা নিয়েও ভাবা হচ্ছে। ২০২৫ এর দীপাবলি নিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রধানত জাতীয় সড়কের ওপর কোনরূপ ওভারেট ইলেকট্রিক গেট তৈরি করা যাবে না। পুজোর দিনগুলোতে বারাসাতবাসীদের যাতায়াতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। পুজোর দিনগুলি ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে জাতীয় সড়কের পার্শ্ববর্তীতে যত্রতত্র ব্যবহার না করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, সবটাই হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই করা হবে।

বালুরঘাটে অবরোধ ও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কের উপরে হামলার ঘটনার পর রাজ্যের জায়গায় জায়গায় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দেখাতে পথে নেমেছে বিজেপি। সেই মতো এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির তরফে পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।

বালুরঘাট শহরের হিলি মোড় এলাকায় পথ অবরোধের পাশাপাশি টায়ার জ্বালিয়ে চলে বিক্ষোভ প্রদর্শন। এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার, তপন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বুধুরাই টুডু, যুব মোর্চার জেলা সভাপতি শুভ চক্রবর্তী-সহ আরও অনেকে। এদিকে পথ অবরোধের জেরে জাতীয় সড়কের উপর কিছুক্ষণের জন্য আটকে পড়ে যান চলাচল। খবর পেয়ে বালুরঘাট থানার পুলিশের হস্তক্ষেপে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি এবং শুরু হয় যান চলাচল। উল্লেখ্য, বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি পরিদর্শনে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপির জন প্রতিনিধিরা! আক্রান্ত শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। রক্তাক্ত অবস্থা মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু'র। পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। বিজেপি সাংসদ ও বিধায়ক এর উপরে হামলার ঘটনার প্রতিবাদে ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রাজ্যের জায়গায় জায়গায় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দেখাতে পথে নেমেছে বিজেপি। সেই মতো এদিন জেলার বিভিন্ন ব্লকের পাশাপাশি সদর শহর বালুরঘাটে চলে বিজেপির বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ কর্মসূচি। এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার বলেন, 'ত্রাণ বিলির জন্য যখন আমাদের সংসদ-বিধায়করা যাচ্ছিলেন, সেই সময় তৃণমূলের প্রত্যক্ষ মদতে এবং উস্কানিতে আমাদের সাংসদ-বিধায়কদের উপরে প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে। অথচ এই ঘটনা যারা ঘটিয়েছেন তাদের আটক করবার কোনও পদক্ষেপ এখনও মুখ্যমন্ত্রী গ্রহণ করেননি। আমরা চাই অবিলম্বে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের গ্রেপ্তারী।' অন্যদিকে, এ বিষয়ে তপন বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক বুধুরাই টুডু বলেন, 'পুলিশের উপস্থিতিতে আমাদের সাংসদ, বিধায়কদের উপরে প্রাণঘাতী আক্রমণ হয়েছে! যতক্ষণ পর্যন্ত না দোষীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলন চলবে।'

জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ

GIC HOUSING FINANCE LTD.

রেজিঃ অফিস : ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামসেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
শাখা অফিস (কলকাতা শাখা): ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, বি.বি.ডি বাগ, রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, পিন - ৭০০০০১, মেল আইডি: kolkata@gichfindia.com, শাখা অফিস (বারাসত শাখা): ২য় ফ্লোর, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৭ যশোর রোড শিশির কুঞ্জ। এসবিআই ব্যাঙ্ক বারাসত কলকাতা ৭০০১২৭।
টেলিফোন নং ৯০০৭৯৫০৯১৮/৯৮৮৩০১৪০৮৩/৯৬৯৪০১৯৫০০/৭০০৩০৯১৪৮৮, অনুমোদিত অফিসার : সুভাষ মান্না

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্ন স্বাক্ষরকারী, জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড (জিআইসিএইচএফএল)-এর অনুমোদিত আধিকারিক, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ সহ সেকশন ১৩ (১২) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাদের কাছে তাঁদের বকেয়া টাকা পরিশোধ করার জন্য দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। কিন্তু, ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, উপরোক্ত আইনের সেকশন ১৩(৪) এবং ১৪ সহ রুল ৮ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল গ্রহণ করেছি।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম/ লোন ফাইল নং	সম্পত্তির ঠিকানা/ সম্পত্তির এলাকা (সুপার বিল্ট আপ স্কোয়ার ফুটে)	দাবি বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ	বাস্তবিক দখলের তারিখ	মোট বকেয়া (মূল, সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ) (টাকায়)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১.	সুজিত সিং এবং সুচিত্রা সিং WB0070610002638 (কলকাতা শাখা অফিস)	'শিবালয় অ্যাপার্টমেন্ট', ৩য় ফ্লোরের ফ্ল্যাট নং সি২ (উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণমুখী ফ্ল্যাট), প্রেমিসেস নং সাবেক ৩৩, নতুন ১০৪/৫৮, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, পো. এবং থানা- পর্ণশ্রী, জেলা - ২৪ পরগণা (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০৬০। (৯৫০.০০ বর্গফুট এসবিইউএ)। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তরে- ৫ ফুট চওড়া ব্যক্তিগত পথ, দক্ষিণে- সাবিত্রী রানী বিশ্বাসের জমি এবং বিল্ডিং, পূর্বে- ২৩ ফুট ৫ ইঞ্চি চওড়া কেএমসি রাস্তা, পশ্চিমে- প্রদীপ দে-র জমি এবং বিল্ডিং।	১৫.০৫.২০১৮	০২.০৯.২০২৪	৪৭,১৯,৫১২/- টাকা ২৫.০৯.২০২৫ অনুযায়ী	১৯,৯৮,৫৬৩/- টাকা
২.	দেবজ্যোতি সরকার WB0070610003089 এবং WB0070610002363 (কলকাতা শাখা অফিস)	দাগ ৯১৮০ খতিয়ান ১৮০৯ জে.এল. ২, বিল্ডিংয়ের নাম- পুষ্প ভিলা, প্রাঙ্গন ৬৮, ফ্ল্যাট নং- ৩সি, ফ্লোরের নং- ৩য়, প্লট নং- পশ্চিম দিকে, রাস্তার নাম- বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, সেক্টর এবংয়ার্ড নং- ১২৯, ল্যান্ডমার্ক- রাইফেল গ্রাউন্ড ৮ নং রোডের কাছে, প্রেমিসেস ৫২৮/১০, অবস্থান- বেহালা, তালুক- কলকাতা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭০০ ০৩৪, থানা- পর্ণশ্রী, এসবিইউ- ৭১৮ বর্গফুট।	স্বীকৃতি প্রদানের তারিখ ১১.১২.২০১৯	২১.০৩.২০২৩	৫৭,১২,৮৭৭/- টাকা ২৫.০৯.২০২৫ অনুযায়ী	১৬,২০,৩৪৫/- টাকা
৩.	কুনাল ভট্টাচার্য WB0070610002383 (কলকাতা শাখা অফিস)	ই পি নং ৪৯ এস পি নং ২৩০, বিল্ডিং নং- ৩৮/৩৭ ফ্ল্যাট নং ৯, ফ্লোরের নং- ৩য় সম্মুখ, জেএল নং ৩৯ সিএস প্লট ২৪, রাস্তার নাম- মিনাপাড়া রোড বিজয়গড়, এবংয়ার্ড নং- ৯৮, ল্যান্ডমার্ক- গান্ধী কলোনি হাই স্কুল, গ্রাম- আড়াকপুর, অবস্থান- রিজেন্ট এস্টেট, তালুক- আড়াকপুর, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭০০ ০৯২, থানা- নেতাজি নগর, এসবিইউ- ৭০০ বর্গফুট।	২১.০২.২০২২	২১.০৩.২০২৩	৩৯,৬৬,০০৪/- টাকা ২৫.০৯.২০২৫ অনুযায়ী	১৬,৬০,০৫০/- টাকা
৪.	সুদীপ পুততুন্ড এবং ত্রিশা মুখার্জি WB0070610002901 (কলকাতা শাখা অফিস)	এল.আর. খতিয়ান- ২১৫৩, ৩৫০, ৩৩৬, বিল্ডিংয়ের নাম- লারিকা টাউনশিপ, বিল্ডিং নং- ৯/১০১, ফ্লোরের নং- গ্রাউন্ড ফ্লোর, প্লট নং- ১২৪৭, ১১০১, ১৫২৯, ১৫১৪, রাস্তার নাম- বারাসাত ব্যারাকপুর রোড, ওয়ার্ড নং- ৫, ল্যান্ডমার্ক- লারিকা টাউনশিপ ইটস সেল্ফ এ, গ্রাম- বালুরিয়া, অবস্থান- নবপল্লি, তালুক- বারাসাত, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭০০ ১২৬, থানা- বারাসাত, এসবিইউ- ৬৪৬ বর্গফুট।	১১.০৫.২০২২	০৭.১১.২০২৩	১৯,২৫,০০৫/- টাকা ২৫.০৯.২০২৫ অনুযায়ী	১০,৪৫,২১২/- টাকা
৫.	দেবাশীষ মণ্ডল এবং ইপ্সিতা চৌধুরী WB0070110001899 (কলকাতা শাখা অফিস)	দাগ ৯ আরএস খতিয়ান ৩৮৩ জেএল ৩৪, বিল্ডিংয়ের নাম- রিতা অ্যাপার্টমেন্ট, বিল্ডিং নং- ফ্ল্যাট-বি৩/৮, ফ্লোরের নং- ৩য়, হোল্ডিং নং ৪১৩/সি/২২, রাস্তার নাম- কলেজ পাড়া, সেক্টর এবংয়ার্ড নং- ০৭(এন) ১১(এবং), ল্যান্ডমার্ক- এপি সি কলেজের কাছে, গ্রাম- সোদপুর রোড, অবস্থান- নিউবারাকপুর, তালুক- মৌজামাশুন্ডা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭০০ ১৩১, থানা- খড়দহ, এসবিইউ- ৮০০ বর্গফুট।	১৫.০৯.২০১৭	১১.০৪.২০১৯	৫০,২৫,২৮০/- টাকা ২৫.০৯.২০২৫ অনুযায়ী	১১,০১,৬০০/- টাকা
৬.	মহঃ রায়হানউদ্দিন মোল্লা এবং তুহিনা পারভিন মণ্ডল WB0070610003045 (কলকাতা শাখা অফিস)	আরএস দাগ-১৯৬, বিল্ডিংয়ের নাম- হালদার অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং- এফ-১১ এলআর দাগ ২৮৭, ফ্লোরের নং- ৪র্থ, প্লট নং- এলআর খতিয়ান- ৮৬৩২ ৮৬৩৩, রাস্তার নাম- মালিকপাড়া হাইদর মোড়, ওয়ার্ড নং- ১৯, ল্যান্ডমার্ক- চণ্ডীতলা হাসপাতাল, অবস্থান- মৃগালা, তালুক- ডানকুনী, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭১২ ৩১১, থানা- ডানকুনী, এসবিইউ-৮৩১.৬ বর্গফুট।	০৬.০৯.২০২২	২২.০৩.২০২৩	২৬,১২,০২১/- টাকা ২৫.০৯.২০২৫ অনুযায়ী	১২,৫৯,৬২৫/- টাকা
৭.	ঋতু রাজ পান্ডে এবং মনোরমা পান্ডে WB0770600000174 (বারাসাত শাখা অফিস)	সম্পত্তির এক এবং অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল কার্পেট এরিয়া ৩৮৭.৬৪ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া ৭০৯.১০ বর্গফুট, কমবেশি, বিল্ডিং সহ যা আর.এস. দাগ ৩০৮১-এ অবস্থিত, বিল্ডিংয়ের নাম - শুভম প্লাজা, ফ্ল্যাট নং জি/বি, ফ্লোরের নং গ্রাউন্ড, হোল্ডিং নং ৮৮, রাস্তার নাম - বিবেকনগর, রাস্তার নং -জেএল ২, সেক্টর ওয়ার্ড নং ১৭, ল্যান্ডমার্ক - বিবেকনগর মাশিতলা মন্দির, গ্রাম- খড়দহ, অবস্থান- টিটাগড়, তালুক, থানা- খড়দহ উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০ ১১৯।	১৮.১২.২০২০	১৬.০৭.২০২৫	২৮,২৬,২০৪/- টাকা ২৫.০৯.২০২৫ অনুযায়ী	১৪,৭৩,৬২৯/- টাকা

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: ২৪.১০.২০২৫ ওয়েব-পোর্টাল (https://www.bankauctions.in) এ বিকাল ৩:০০ টা থেকে বিকাল ০৪:০০ টা পর্যন্ত। প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ। ইএমডি এবং কেওয়াইসি সহ নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে টেন্ডার/সিল করা বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হয় অনলাইন মোডের মাধ্যমে বা উপরে উল্লিখিত জিআইসিএইচএফ অফিসে ২৩.১০.২০২৫ তারিখে বিকেল ৫:০০ টার আগে।

উপরে উল্লিখিত সম্পদ/সম্পত্তির ই-অকশন বিক্রয়ের জন্য এই পাবলিক নোটিশের পাশাপাশি (সারফায়েসি, আইন ২০০২ এবং এর অধীনে বিধিগুলির শর্তাবলীতে) জিআইসিএইচএফএল **''যেখানে যেমন আছে''** এবং **''যেমন আছে তেমন আছে''** ভিত্তিতে - উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি কেনার জন্য অনলাইন মোডে অথবা সিল করা কভারে অফারগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

অকশনে বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:-

১. ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন আছে তেমন আছে', ' সেখানে যা কিছু আছে' রিকোর্স ব্যতীত এবং 'অনলাইনে' পরিচালিত হবে। ই-অকশন জিআইসিএইচএফ অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ''মেসার্স. ৪ক্লোজার'' এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে ।

২. ইচ্ছুক দরদাতাদের পোর্টাল https://bankauctions.in -এ তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে/ এবং তাদের ব্যবহারকারী-আইডি এবং পাসওয়ার্ড বিনামূল্যে পাবে। সম্ভাব্য দরদাতা পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স.৪ ক্লোজার থেকে ই-অকশনের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারে ঠিকানা: # ৬০৫ এ, ৭ম তল মৈত্রীভনম, আমিরপেট, হায়দ্রাবাদ-৫০০০৩৮, তেলেঙ্গানা, অফিস ল্যান্ড লাইন নং- ০৪০-২৩৭৩৬৪০৫; ব্যাকএন্ড টিম: ৮১৪২০০০০৬৪ / ৬৬, শ্রী প্রকাশ prakash@bankauctions.in, যোগাযোগের বিশদ : ৯০০৭৯৫০৯১৮/৯৮৮৩০১৪০৮৩/৯৬৯৪০১৯৫০০/ ৭০০৩০৯১৪৮৮

৩. ই-অকশন বিক্রয় সারফেইসি একট/রুল ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং এখানে/ওয়েবসাইটের অধীনে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে অফার/বিড নথির শর্তাবলী ইচ্ছুক/অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের জমা দিতে হবে।

৪. অনলাইন ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেক দরদাতার নিজস্ব ইমেল ঠিকানা থাকতে হবে।

৫. ইচ্ছুক দরদাতা জিআইসিএইচএফ-এর অনুমোদিত অফিসারের কাছে একজন যোগ্য দরপত্রদাতা হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন করলে, নথি জমা দিয়ে ই-অকশন বিডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অংশগ্রহণের জন্য তার আগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে। ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে তার লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করা দরপত্রদাতার/অনলাইন দরদাতার নিজস্ব দায়িত্ব।

৬. উপরোক্ত সম্পত্তিটি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।

৭. ইচ্ছুক দরদাতাদের উপরোক্ত সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ মূল্যের @ ১০% বায়না জমা (ইএমডি) দিতে হবে, ডিডি/আরটিজিএস/এনইএফটি এর মাধ্যমে জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে। ব্যাঙ্কের বিশদ নিম্নরূপ: ব্যাঙ্কের নাম: ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অ্যাকাউন্ট নম্বর: 005111010000039 - অ্যাকাউন্ট নাম: জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লিঃ ই অকশন কালেকশন, শাখার নাম: এলসিবি, ফোর্ট ঠিকানা: ইউবিআই, ২৩৯ ব্যাকবে রিক্লামাটিও নরিমান পয়েন্ট মুম্বাই মহারাষ্ট্র পিনকোড ৪০০০২১। আইএফএসসি কোড - UBIN0800511

৮. উল্লিখিত ডিপোজিট/গুলি সফল দরদাতাদের ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে, অন্যথায় ফেরত দেওয়া হবে। উল্লিখিত বায়না অর্থ জমা/গুলি কোনো সুদ বহন করবে না।

৯. উপরোক্ত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) সহ অফার/গুলি পোর্টাল https://bankauctions.in/ এর মাধ্যমে ''অনলাইনে'' জমা দেওয়া যেতে পারে এবং ইএমডি এবং প্যান কার্ড এবং ঠিকানার প্রমাণ সহ কেওয়াইসি নথির স্ক্যান কপি, পরিষেবা প্রদানকারীর কাছে বা বিড ফর্ম, ইএমডি এবং কেওয়াইসি নথি সমন্বিত সিল করা কভার জমা দেওয়ার মাধ্যমে এবং ইএমডি জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখে বা তার আগে উপরে উল্লিখিত জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসগুলিতে পৌঁছাতে হবে।

১০. দরপত্র খোলার পর, যে সকল ইচ্ছুক দরদাতারা তাদের দরপত্র সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে কম দাখিল করেননি তাদের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়া হবে বিডিংয়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অনুমোদিত অফিসারের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে।

১১. সফল দরদাতা/গণকে বিক্রয় মূল্যের পরিমাণের ২৫% জমা করতে হবে, ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি সামঞ্জস্য করে, বিক্রয়ের বিষয়ে অনুমোদিত কর্মকর্তার প্রস্তাব গ্রহণের সাথে সাথে, এতে ব্যর্থ হলে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% শুধুমাত্র অনুমোদিত অফিসারের বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকি টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে, জমাকৃত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে। অনুমোদিত অফিসারকে সফল দরদাতাকে বাজেয়াপ্ত করার আর কোন নোটিশ দিতে হবে না।

১২. দরদাতারা ''ক্যাভিট এম্পটর'' (ক্রেতা সাবধান) নীতির দ্বারা আবদ্ধ এবং কোন দায়, সংবিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া অর্থাৎ সম্পত্তি কর, আয়কর, আবগারি শুল্ক, শ্রম বকেয়া, বিদ্যুৎ এবং রক্ষণাবেক্ষণের বকেয়া ইত্যাদি, ফার্ম বা সুরক্ষিত সম্পদের খুঁজে পেতে তাদের নিজস্ব যথাযথ পরিশ্রম করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সফল দরদাতাকে সমস্ত বহির্গামী যেমন, পৌর কর, রক্ষণাবেক্ষণ/সোসাইটি চার্জ, বিদ্যুৎ চার্জ, জলের শুল্ক, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ, (যদি প্রযোজ্য), যদি থাকে এবং অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক চার্জ, সমস্ত বহির্গামী খরচ সহ বহন করতে হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য ব্যতীত।

১৩. সফল দরদাতাকে সুরক্ষিত সম্পদ তার নামে স্থানান্তরিত করতে বিক্রয় শংসাপত্রের উপর প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে, যেমন রেজিস্ট্রেশন ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স, বা অন্য কোন প্রদেয় শুল্ক ।

১৪. বিক্রয় শংসাপত্রটি সফল দরদাতার নামে এবং শুধুমাত্র সম্পূর্ণ/বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পরেই জারি করা হবে।

১৫. এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদারগণ এবং বন্ধক্‌দাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে তারা ই-অকশন বিক্রয়ের শর্তাবলী অনুযায়ী উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতা/পারচেসার কে আনতে পারেন।

১৬. অনুরোধের ভিত্তিতে এবং অনুমোদিত অফিসারের সুবিধা অনুযায়ী উল্লিখিত সম্পত্তির পরিদর্শন করা যেতে পারে।

১৭. অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ অফার বা যে কোন বা সকল অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোন কারণ না দেখিয়ে যেকোন বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

১৮. উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির উপর মুলতুবি থাকা কোনও দায়ভারগুলির জন্য জিআইসিএইচএফএল দায়ী নয়। **''যেখানে যেমন আছে'', ''যেমন আছে তেমন আছে'', '' সেখানে যা কিছু আছে'' এবং রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে** সম্পত্তি অকশন করা হবে ।

১৯. যদি ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদার বিক্রয় নিশ্চিত করার আগে জিআইসিএইচএফএল এর কাছে যান, চুক্তিভিত্তিক বকেয়া + খরচ + বিক্রয় ঘোষণার তারিখ থেকে ১৫% হারে সুদ + ক্রয় অর্থের ৫% (বিক্রয় পরবর্তী অর্থ সফল দরদাতাকে প্রদান করতে হবে) প্রদান করেন এবং বিক্রয় বাতিলের জন্য অনুরোধ করেন, তাহলে জিআইসিএইচএফএল পরিমাণ গ্রহণ করবে এবং বন্ধককারীর কাছে দখল হস্তান্তর করবে।

২০. সর্বোচ্চ দরদাতাকে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুসারে বিড পরিমাণের ২৫% (জমাকৃত বায়না জমা সহ সহ) অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে এবং বাকি ৭৫% দরমুল্য ১৫ দিন বা পক্ষগুলির (এও এবং সফল দরদাতা) মধ্যে সম্মতিক্রমে বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। তবে, অনুমোদিত অফিসকে বিক্রয় তারিখ থেকে ৩০ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে বিক্রয় শংসাপত্র নিশ্চিত করতে হবে এবং কোনও ক্ষেত্রেই বিক্রয় তারিখ থেকে ৩০ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে না। সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরেই বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে এবং বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে।

২১. সর্বনিম্ন দর বৃদ্ধির মূল্য ১০,০০০/- টাকা।

সরফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলী এবং সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ৪ ক্লোজার এর ওয়েবসাইট এবং https://bankauctions.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

তারিখ : ০৮.১০.২০২৫
স্থান: কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ -এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০০১

দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. **মেসার্স শ্রী বৈভব লক্ষ্মী স্টিলস প্রা লি** (ডিরেক্টরগণ - শ্রী বিনোদ কুমার শর্মা এবং শ্রী অখিলেশ শর্মা), রেজি. অফিস - রুম নং ৫এ, ২৬/৩এ, আর্মেনিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১
আরও ঠিকানা - গ্রাম - গোপালপুর, পো - বামুনারা, দুর্গাপুর, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ২১২, পশ্চিমবঙ্গ।
২. **শ্রী বিনোদ কুমার শর্মা** (শ্রী বৈভব লক্ষ্মী স্টিলস প্রা লি পক্ষে ডিরেক্টর, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা এবং ব্যক্তিগতভাবে), ৭৩এফ, আলিপুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭
৩. **শ্রী অখিলেশ শর্মা** (শ্রী বৈভব লক্ষ্মী স্টিলস প্রা লি. পক্ষে ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা), ৭৩এফ, আলিপুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭
৪. **মেসার্স শ্রী কৃষ্ণা স্টিল সাপ্লাই কোং** (শ্রী বৈভব লক্ষ্মী স্টিলস প্রা লি পক্ষে জামিনদাতা), ২৬/১এ, আর্মেনিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১-এ নিবন্ধিত অফিস।

বিষয় : আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট/গুলি মেসার্স শ্রী বৈভব লক্ষ্মী স্টিলস প্রাইভেট লিমিটেড (ডিরেক্টর শ্রী বিনোদ কুমার শর্মা এবং শ্রী অখিলেশ শর্মা) ইন্ডিয়ান ব্যাংক (পূর্ববর্তী এলাহাবাদ ব্যাংক), কলকাতা মেন শাখা, কলকাতা - ৭০০ ০০১।

আপনাদের মধ্যে প্রথমজন একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থজন হলেন কোম্পানির পরিচালক এবং গ্যারান্টার, সেইসাথে বন্ধকদাতা (দ্বিতীয় এবং তৃতীয়) এখন বা সকল বাস্তব সময়ে। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থজন হলেন আপনার প্রথমজনের দ্বারা গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্টের গ্যারান্টার। আপনার দ্বিতীয় এবং তৃতীয়জন হলেন বন্ধকদাতা (গণ) যারা আপনার প্রথমজনের দ্বারা গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা হিসাবে তাদের সম্পদ প্রদান করেছেন।

আপনাদের সকলের অনুরোধে, ব্যাংকিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত তহবিলযুক্ত সুবিধাগুলি অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনাদের প্রথমজন দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছিল

ক্রম নং	বিবরণাদি	ঋণ সুবিধাদির পর্যালোচনা/পুনর্নবীকরণ তথা পুনর্গঠন অনুযায়ী সীমা
১	Open Cash Credit (A/C No. 50014598659)	৬,০০,০০,০০০ টাকা
২	INDMSE কোভিড এমার্জেন্সি লোন এ/সি নং ৫০৫১৮৬৮১৪২৩	৩৮,০০,০০০ টাকা
৩	MSME_GECLS1.0_EXTN_REPO এ/সি নং -৭১০৮১০৩৯৬৯	৬,০০,০০০ টাকা
৪	MSME-MED-INDSME SECU-REPO এ/সি নং -৭৫১০২১০৬৭৭	৬৫,০০,০০০ টাকা
৫	WCTL এ/সি নং - ৭৮৭৭৫২৭৪০৫	২,৮০,০০,০০০ টাকা
৬	FITL-1 এ/সি নং - ৭৮৭৭৫৩৭৩৫৫	১২,০০,০০০ টাকা
৭	FITL-2 এ/সি নং - ৭৮৭৭৫৪৫৪৫৮	৮৩,০০,০০০/- টাকা
৮	অ-তহবিলযুক্ত সীমা**	১৯০০০০০ টাকা
	মোট (তহবিলের সীমা + অ-তহবিলের সীমা)	১১,০৩,০০,০০০ টাকা (১০.৮৪ কোটি টাকা তহবিলের সীমা + ০.১৯ কোটি টাকা অ-তহবিলের সীমা)

**অ-তহবিলের সীমা টাকা। IND SME সিকিউর স্কিমের অধীনে ১৯ লক্ষ টাকা (এ/সি নং-৭৫২১০৪৬২৮৩) মঞ্জুর করা হয়েছিল, যার বর্তমান O/s ০৩.১০.২০২৫ তারিখে ১৮,৩৬,০০০.০০ টাকা এবং এর বিপরীতে ৪.৬০ লক্ষ টাকা মার্জিন মানি জমা হিসাবে রাখা হয়েছে। উক্ত চালু বকেয়া বিজি -এর মেয়াদ ২০২৬ সালে।

ক্রম নং	সুবিধার ধরণ	বকেয়া অবশিষ্ট (টাকা) ০৩.১০.২০২৫ অনুযায়ী	০৩.১০.২০২৫ অনুযায়ী এমওআই(টাকা)	০৩.১০.২০২৫ অনুযায়ী এমএলই/এমওএক্স (টাকা)	০৩.১০.২০২৫ অনুযায়ী মোট ও/এস (মোট যুক্ত)
১	Open Cash Credit (A/C No. 50014598659)	৫,৯৯,৯২,৬৯১.২৮	৬১,৭১,৬২২.৫৮৯	৭০৮০.০০	৬,৬১,৭১,৩৯৩.০০
২	INDMSE কোভিড এমার্জেন্সি লোন এ/সি নং ৫০৫১৮৬৮১৪২৩	১,৫১,৩২৯.০০০	৯৬৩৭.০৪২		১,৬০,৯৬৬.০০
৩	MSME_GECLS1.0_EXTN_REPO এ/সি নং -৭১০৮১০৩৯৬৯	৩০,৬৫,৮৮৮.০০	১,৯৯,৩৮২.০০		৩২,৬৫,২৭০.০০
৪	MSME-MED-INDSME SECU-REPO এ/সি নং -৭৫১০২১০৬৭৭	৫৯,৬৫,৫০৪.০০	৫,২২,৬৯৩.০০		৬৪,৮৮,১৯৭.০০
৫	WCTL এ/সি নং - ৭৮৭৭৫২৭৪০৫	২,৪৮,৬০,৮৯৬.৪৪	২৬,৩৮,১৬৮.০০		২,৭৪,৯৯,০৬৪.০০
৬	FITL-1 এ/সি নং - ৭৮৭৭৫৩৭৩৫৫	১১,৯০,০০০.০০	৭০,৯৪১.৪৩		১২,৬০,৯৪২.০০
৭	FITL-2 এ/সি নং - ৭৮৭৭৫৪৫৪৫৮	৬০,৪৫,৯৫০.০০	৪,৪১,৩৫৯.৮৪		৬৪৮৭৩১০.০০
	মোট	**১০,১২,৭২,২৫৮.৭২**	**১,০০,৫৩,৮০৩.৯০**	**৭,০৮০.০০**	**১১,১৩,৩৩,১৪২.০০**
	এনএফবি- এ/সি নং ৭৫২১০৪৬২৮৩ (সহায়ক)	**১৮,৩৬,০০০.০০****২০২৬ সালে সময় উত্তীর্ণ, অ-চালু, দাবির বর্ষ ২০২৭ পর্যন্ত			
	মোট ও/এস (সহায়ক ব্যতীত) : ০৩.১০.২০২৫ অনুযায়ী	**১১,১৩,৩৩,১৪২.০০ টাকা** (এগারো কোটি তেরো লাখ তেত্রিশ হাজার একশো বিয়াল্লিশ টাকা।			

আপনি উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন :

ক্রম নং	সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির প্রকৃতি (সর্বশেষ)
১	Open Cash Credit (A/C No. 50014598659)	১. চাহিদার প্রতিশ্রুতিপত্র তারিখ ২৬.০৯.২০২৪
২	INDMSE কোভিড এমার্জেন্সি লোন এ/সি নং ৫০৫১৮৬৮১৪২৩	২. ২৬.০৯.২০২৪ তারিখের ধারাবাহিকতা পত্র
৩	MSME_GECLS1.0_EXTN_REPO এ/সি নং -৭১০৮১০৩৯৬৯	৩. খোলা নগদ ঋণ সীমার জন্য চুক্তি ২৬.০৯.২০২৪ তারিখের
৪	MSME-MED-INDSME SECU-REPO এ/সি নং -৭৫১০২১০৬৭৭	৪. ২৬.০৯.২০২৪ তারিখের স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক/ অঙ্গীকারের জন্য চুক্তি
৫	WCTL এ/সি নং - ৭৮৭৭৫২৭৪০৫	৫. অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধক চুক্তি ২৬.০৯.২০২৪ তারিখের
৬	FITL-1 এ/সি নং - ৭৮৭৭৫৩৭৩৫৫	৬. পার্টির পক্ষ থেকে ব্যাংককে ২৭.০৯.২০২৪ তারিখের ন্যায্য বন্ধকের সম্প্রসারণ নিশ্চিত করে চিঠি
৭	FITL-2 এ/সি নং - ৭৮৭৭৫৪৫৪৫৮	৭. গ্যারান্টি চুক্তি ৮. FITL, তহবিলযুক্ত আন্তর্জাতিক ঋণ চুক্তি

২৬.০৯.২০২৪ তারিখের এবং ঋণ অ্যাকাউন্ট পুনর্গঠন অনুসারে অন্যান্য বিভিন্ন নথি উপরোক্ত ঋণের পরিশোধের জন্য আপনাদের নং ২, ৩ এবং ৪ দ্বারা ২৬.০৯.২০২৪ তারিখের একটি গ্যারান্টি চুক্তি সম্পাদন করে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। উক্ত ঋণের পরিশোধ সম্পত্তি (জমি এবং কাঠামো) বন্ধক দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছিল, যেখানে শ্রী বিনোদ কুমার শর্মা এবং শ্রী বৈভব লক্ষ্মী স্টিলস প্রাইভেট লিমিটেডের নামে ১০৩.৩৯ কাঠার সমতুল্য ১৭০.৯০ ডেসিমেল বা ৭৪,৪৪৪.০৪ বর্গফুট জমি, মৌজা - গোপালপুর, জে.এল. নং ৬৫, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২০৫৮, ২০৩৬ এবং ২০৩৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৫৯৭ এবং ৪৫৯৫, গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পি.ও. বামুনারা, এডিএসআর - দুর্গাপুর, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ২১২, পশ্চিমবঙ্গ।

সুদসহ টাকা পরিশোধের জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনারা এবং আপনারা যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ, আপনারা সকলেই বকেয়া টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত নির্দেশিকা / নির্দেশিকা অনুসারে ১৫.০৩.২০২৫ তারিখে ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে অ-কার্যকর সম্পদ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে (পুনর্গঠন ব্যর্থ হয়েছে)।

০৩.১০.২০২৫ তারিখে আপনার দ্বারা প্রদেয় বকেয়া টাকা **১১,১৩,৩৩,১৪২.০০ টাকা - এগারো কোটি তেরো লক্ষ তেত্রিশ হাজার একশ বিয়াল্লিশ টাকা (** আংশিক ব্যতীত)** উক্ত পরিমাণের উপর ০৪.১০.২০২৫ থেকে সম্পূর্ণ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য হবে।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে ঋণগ্রহীতা বলতে বোঝায় যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাংক আর্থিক সহায়তা দিয়েছে অথবা যিনি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনও বন্ধক তৈরি করেছেন / নিরাপত্তা হিসাবে চার্জ তৈরি করেছেন।

অতএব, আপনাদের সকলকে এবং আপনাদের সকলকে **০৩.১০.২০২৫ তারিখের মাত্র ১১,১৩,৩৩,১৪২.০০ টাকা এগারো কোটি তেরো লক্ষ তেত্রিশ হাজার একশ বিয়াল্লিশ টাকা এবং ৪.১০.২০২৫** থেকে সুদ সহ অন্যান্য চার্জ পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, তবে ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, যদি তা না করা হয়, তাহলে ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আপনার কাছে আর কোনও রেফারেন্স ছাড়াই নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে তার প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন শেষ হওয়ার পর এবং দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ধারা ১৩ (১৩) এর বিধান অনুসারে, ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত এই নোটিশের তারিখের পরে বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের (এখানে তালিকাভুক্ত) কোনও হস্তান্তর করা যাবে না।

উল্লেখ করার দরকার নেই যে এই নোটিশটি আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে, ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের কোনও ক্ষতি না করে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ব্যাংকের ডিআরটি/আরও -এর সমীপে বর্তমানে বিচারাধীন কার্যধারা এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার অধিকারকে কোনও ক্ষতি না করে জারি করা হয়েছে।

''আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির বিধানগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজের উপর আপনার মুক্তির অধিকার সম্পর্কিত''।

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা।

তপশিল

নিম্নোক্ত মতে জামিনদত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

দায়বদ্ধ সম্পদসমূহ : সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধতার শুল্ক সমুদয় মজুত, বুক ডেটস এভং অন্যান্য সক চালু সম্পদ-সংস্থার, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের -সিসি, ডব্লুসিটিএল, এফআইটিএল ১, এফআইটিএল ২, এবং প্লান্ট এবং মেশিনারি এবং অন্যান্য চালু সম্পদ যা মেয়াদি ঋণদ্বারা সংগৃহীতর জন্য।

বন্ধকদত্ত সম্পদসমূহ :-

স্বত্বাধিকারী	জমির এরিয়া	চৌহদ্দি
শ্রী বৈভব লক্ষ্মী স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড	জমির এরিয়া ২.৪৭ ডেসিমেল, প্লট নং ২০৩৭ বৈদ, মৌজা : গোপালপুর, থানা : কাঁকসা, জেলা : বর্ধমান, বিক্রয় দলিল : ০৫৯-২০১১ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর দুর্গাপুর।	**উত্তরে :** ১২ ফুট কাঁচা রোড **দক্ষিণে :** চিরাগ ইস্পাৎ **পূর্বে :** চিরাগ ইস্পাৎ **পশ্চিমে :** ১২ ফুট কাঁচা রোড।
	জমির এরিয়া পরিমাপ ৬.৫০ ডেসিমেল, সাব প্লট নং ১৭, প্লট নং ২০৩৭,বৈদ, মৌজা : গোপালপুর,জেলা : বর্ধমান, থানা : কাঁকসা। বিক্রয় দলিল : ০৮৩৩৫-২০১০ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর দুর্গাপুর।	**উত্তরে :** খালি জমি **দক্ষিণে :** চিরাগ ইস্পাতের সীমা পাঁচিল **পূর্বে :** খালি জমি **পশ্চিমে :** ১২ ফুট কাঁচা রোড।
	জমির এরিয়া পরিমাপ ৭.৫০ ডেসিমেল সাব প্লট নং ৯, প্লট নং ২০৩৭, বৈদ, মৌজা : গোপালপুর,জেলা বর্ধমান, থানা : কাঁকসা। বিক্রয় দলিল ০৭৬৬৪-২০১০ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর দুর্গাপুর।	**উত্তরে :** খালি জমি **দক্ষিণে :** চিরাগ ইস্পাৎ **পূর্বে :** প্লট নং ২০৩৭ **পশ্চিমে :** ১২ ফুট কাঁচা রোড।
	জমির এরিয়া পরিমাপ ১২.৬৬ ডেসিমেল সাব প্লট নং ২৮, প্লট নং ২০৩৬ বৈদ, মৌজা : গোপালপুর, জেলা : বর্ধমান, থানা : কাঁকসা। বিক্রয় দলিল : ০৯০৯৯ -২০১০ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর দুর্গাপুর।	**উত্তরে :** ব্রতচারী রায় এবং অন্যান্যর জমি, **দক্ষিণে :** চিরাগ ইস্পাতের জমি, **পূর্বে :** ক্রেতার জমি **পশ্চিমে :** ১২ ফুট কাঁচা রোড।
	জমির এরিয়া পরিমাপ ৬.০০ ডেসিমেল সাব প্লট নং ৫, প্লট নং ২০৩৭ বৈদ, মৌজা : গোপালপুর, জেলা : বর্ধমান , থানা : কাঁকসা। বিক্রয় দলিল : ০৯১১২ -২০১০ সালের,রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর দুর্গাপুর।	**উত্তরে :** প্লট নং ০৪ **দক্ষিণে :** চিরাগ ইস্পাতের জমি, **পূর্বে :** ১২ ফুট কাঁচা রোড। **পশ্চিমে :** খালি জমি।
	জমির এরিয়া পরিমাপ কমবেশি ২.৪৭ ডেসিমেল , প্লট নং ২০৩৭ বৈদ, মৌজা : গোপালপুর, জেলা : বর্ধমান , থানা : কাঁকসা। বিক্রয় দলিল : ০৫০৭৪ -২০১০ সালের,রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর দুর্গাপুর।	**উত্তরে :** ১২ ফুট কাঁচা রোড। **দক্ষিণে :** চিরাগ ইস্পাতের জমি, **পূর্বে :** খালি জমি **পশ্চিমে :** ১২ ফুট কাঁচা রোড।
	জমির এরিয়া পরিমাপ কমবেশি ৫.৩০ ডেসিমেল , সাব প্লট নং ২১ প্লট নং ২০৩৭ বৈদ, মৌজা : গোপালপুর, জেলা : বর্ধমান , থানা : কাঁকসা। বিক্রয় দলিল : ০৭৫৯৮ -২০১০ সালের,রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর দুর্গাপুর। উক্ত সকল ক্ষেত্রে জেলা হিসেবে পশ্চিম বর্ধমান হিসেবে পরিচিত।	**উত্তরে :** সংশ্লিষ্ট প্লটের অবশিষ্ট এরিয়া **দক্ষিণে :** চিরাগ ইস্পাতের সীমা পাঁচিল **পূর্বে :** ১২ ফুট কাঁচা রোড, **পশ্চিমে :** সংশ্লিষ্ট প্লটের অবশিষ্ট এরিয়া।
মোট	**৪২.৯০ ডেসিমেল (কমবেশি)**	
বিনোদ কুমার শর্মা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাপ ১২৮ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : গোপালপুর, নথিভুক্ত জেএল নং ৬৫, আরএস খতিয়ান নং ১৪২৭ , ৩৮৬৫, ৩২৪০, এবং ৩২৪২, এলআর খতিয়ান নং ৪৫৯৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২০৫৮, থানা : কাঁকসা,পো : গোপালপুর,গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,জেলা : পশ্চিম বর্ধমান। জমির মোট এরিয়া **১২৮ ডেসিমেল (কমবেশি)**।	জামিন/জমাকৃত নথির বিস্তারিত : ১) রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১৩০৬-২০০৭, ২) রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ৯৪০-২০০৭ সালের এবং ৩) দান দলিল নং ০৯৩১৮ -২০১৩ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর দুর্গাপুর।
মোট বন্ধকদত্ত এরিয়া	**১৭০.৯০ ডেসিমেল (কমবেশি)**	

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত পূর্বের দাবি নোটিশ প্রত্যাহার করা হল।

তারিখ : ০৪.১০.২০২৫, স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

শপথ নেওয়ার ২৪ বছর, আবেগাপ্লুত প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর: ২০০১ সালে ৭ অক্টোবরই গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রথম বার শপথ নিয়েছিলেন মোদী। পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী কেশুভাই প্যাটেলকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসেছিলেন তিনি। ২৫ বছর ধরে সরকারের প্রধান হয়ে জনগণের সেবা করছেন। তাই সমাজমাধ্যমে সেই জনগণকেই কৃতজ্ঞতা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মানুষের জন্য এ ভাবেই কাজ করে যাওয়ার শপথ নিলেন তিনি। স্মরণ করলেন মায়ের পরামর্শও। আবেগাপ্লুত হয়ে সমাজমাধ্যমে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার সেই ছবিও পোস্ট করেছেন মোদী। তিন বার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথগ্রহণের ছবিও পোস্ট করেছেন। এর পরে আঙুল তুলেছেন পূর্বতন ইউপিএ সরকারের দিকেও।

কোন কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, সেই কথাও তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী। সে জন্য তাঁর দল যে তাঁর উপরে আস্থা রেখেছিল, সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। এক্স অ্যাকাউন্টে মোদী লেখেন, '২০০১ সালের এই দিনে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রথম বার শপথ নিয়েছিলাম। সরকারের প্রধান হিসাবে জনগণের সেবা করছি ২৫ বছর ধরে। এ জন্য ভারতবাসীকে ধন্যবাদ। ভারতের জনগণকে কৃতজ্ঞতা জানাই। এতগুলি বছর ধরে সব সময় চেষ্টা করেছি যাতে আমাদের জীবনযাপন এবং দেশের উন্নতি হয়।'

ওই বছরেই ভুজে হয়েছিল ভূমিকম্প। প্রাণ হারিয়েছিলেন বহু মানুষ। সেই পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়ানো ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। প্রধানমন্ত্রী সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'ওই বছরেই বড় ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ছিল রাজ্য। তার আগের বছরগুলিতে হয়েছিল সুপার সাইক্লোন, খরা, রাজনৈতিক অস্থিরতা। ওই চ্যালেঞ্জগুলিই মানুষের সেবা করার সঙ্কল্প আরও দৃঢ় করেছিল। প্রাণশক্তি এবং আশা দিয়ে গুজরাত পুনর্গঠনের সঙ্কল্প আরও মজবুত করা হয়েছিল।'

গত ২৪ বছর ধরে সরকার চালানোর সময় কী অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা-ও লিখেছেন মোদী। কী কী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল, তা-ও জানিয়েছেন। তিনি আঙুল তুলেছেন পূর্বতন ইউপিএ সরকারের দিকে। তিনি লিখেছেন, 'সেই সময় ভরসা এবং সুশাসনের ঘাটতি দেখা গিয়েছিল দেশে। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, নীতিপঙ্গুত্বের সমার্থক ছিল ইউপিএ সরকার।' সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আজ দেশে কী ভাবে উন্নয়ন হচ্ছে, কী ভাবে 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্নপূরণ হচ্ছে, তা-ও জানিয়েছেন আবেগপ্রবণ প্রধানমন্ত্রী।

শপথ নেওয়ার দিনে মা হীরাবেন কোন দু'টি পরামর্শ দিয়েছিলেন, সে কথাও স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি লেখেন, 'যখন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিই, তখন মা দু'টি কথা বলেছিলেন। তা এখনও মনে রয়েছে। তিনি বলেছিলেন, আমি তোমার কাজ খুব বেশি বুঝি না। কিন্তু দু'টি জিনিস চাই। এক, তুমি সব সময় গরিবদের জন্য কাজ করবে। দুই, তুমি কখনও ঘুষ নেবে না।' তিনি জানান, মায়ের সেই কথা মেনে আজও প্রত্যেকটা মানুষের জন্য কাজ করে চলেছেন তিনি।

বিহার ভোটে সমান আসনে লড়তে চলেছে জেডিইউ-বিজেপি!

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর: সোমবারই বিহার নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। আর তারপরই শোনা যাচ্ছে, বিজেপি ও জেডিইউ নাকি সমান আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছে ভোটে। যদিও দুই দলের কেউই এখনও কোনও ঘোষণা করেনি। কিন্তু এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের দাবি তেমনই।

২৪৩ আসনের মধ্যে ২০৫টি আসন নাকি নীতীশের দল ও পদ্ম শিবিরের মধ্যে ভাগাভাগি হবে। বাকি ৩৮টি আসন ভাগ হবে এলজেপি, এইচএএম ও আরএলএমের মধ্যে। গুঞ্জন, বিজেপি এলজেপি প্রধান চিরাগ পাসওয়ানকে ২৫টি আসন দেবে বলে কথা দিয়েছে। বাকি আসনে মধ্যে আরএলএমকে ৬টি এবং জিতনরাম মাঝির দলকে সাতটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেবে বলেও কথা দিয়েছে গেরুয়া শিবির। তবে যদি চিরাগ এই আসনে সন্তুষ্ট না হন, তাহলে হয়তো বাকি দুই দলের বরাদ্দ আসনের সংখ্যা আরও কমতে পারে।

সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ সাংবাদিক বৈঠক করে নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানান, বিহারে বিধানসভা নির্বাচন শুরু হবে ৬ নভেম্বর থেকে। দু'দফায় নির্বাচন শেষ হবে ১১ নভেম্বর। ফল ঘোষণা ১৪ নভেম্বর। নির্বাচনের যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষ হবে ১৬ নভেম্বর। নির্বাচনী নির্ঘণ্ট প্রকাশের পাশাপাশি বিহারে গত কয়েক মাস ধরে চলতে থাকা বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআরের ভূয়সী প্রশংসা করেন কমিশনার। আর তারপরই বিজেপি ও আরজেডির মধ্যে আসন বণ্টন নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

২০২০ সালের বিধানসভা ভোটে বিহারে এনডিএ শিবিরে সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছিল বিজেপি ৭৪টি। জেডিইউ পেয়েছিল ৪৩টি। অর্থাৎ জেডিইউয়ের চেয়ে অনেকটাই বেশি আসন পায় গেরুয়া শিবির। তা সত্ত্বেও জোটের স্বার্থে নীতীশকেই মুখ্যমন্ত্রী করে বিজেপি। এবারও এনডিএর মুখ সেই নীতীশই। তাঁর নেতৃত্বেই লড়বে এনডিএ শিবির। সেটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিজেপিকে নাকি কড়া শর্ত দিয়ে ফেলেছে জেডিইউ। সাফ বলে দেওয়া হয়, বিজেপির চেয়ে বেশি আসনেই লড়বে নীতীশের দল। সেটা একটা আসন হলেও। এখন দেখার, শেষপর্যন্ত বিজেপি সত্যিই অতগুলি আসন নীতীশকে ছাড়ে কিনা।

পদার্থবিদ্যায় নোবেলজয় ৩ মার্কিন বিজ্ঞানীর

স্টকহোম, ৭ অক্টোবর: ২০২৫ সালে পদার্থবিদ্যায় তিন জন মার্কিন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেতে চলেছেন। মাইক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল টানেলিংয়ে বিশেষ অবদানের জন্য এই সম্মান পাচ্ছেন জন ক্লার্ক, মাইকেল এইচ ডিভোরেট এবং জন এম মার্টিনিস। উল্লেখ্য, পুরস্কারজয়ী তিন জনই মার্কিন বিজ্ঞানী। তারা ১১ মিলিয়ান সুইডিস ক্রাউন অর্থাৎ ১.২ মিলিয়ান ডলার পুরস্কারমূল্য পাবেন।

নোবেল কমিটির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এই বছরের পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফি, কোয়ান্টাম কম্পিউটার এবং কোয়ান্টাম সেন্সর-সহ পরবর্তী প্রজন্মের কোয়ান্টাম প্রযুক্তি বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছে।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, স্টকহোমের রয়্যাল সুইডিস অ্যাকাডেমির তরফে জানানো হয়েছে, 'বৈদ্যুতিক সার্কিটে ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল টানেলিং এবং শক্তির পরিমাণ নির্ধারণের আবিষ্কারের বড় ভূমিকার জন্য তিন বিজ্ঞানীকে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।' নোবেল কমিটির চেয়ারপার্সন ওললে এরিকসসন বলেন, 'শতাব্দী প্রাচীন কোয়ান্টাম মেকানিক্স যেভাবে ক্রমাগত নতুন নতুন চমক আনছে তা উদযাপন করতে পারা একটা অসাধারণ ব্যাপার। কারণ কোয়ান্টাম মেকানিক্স হল সমস্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির ভিত।' উল্লেখ্য, আমাদের আশেপাশে কোয়ান্টাম প্রযুক্তির অন্যতম উদাহরণ হল কম্পিউটার মাইক্রোচিপের ট্রানজিস্টারগুলি।

বালোচিস্তানে ফের ট্রেনে বিস্ফোরণে লাইনচ্যুত একাধিক কামরা

কোয়েট্টা, ৭ অক্টোবর: বালোচিস্তানে জাফর এক্সপ্রেসের ফের হামলা। ভয়াবহ বিস্ফোরণে লাইনচ্যুত হয় ট্রেনের একাধিক কামরা। মঙ্গলবার এই ঘটনা ঘটে সিন্ধ-বালোচিস্তান সীমান্তবর্তী সুলতানকোট অঞ্চলে। দুর্ঘটনার সময় ৪০০ জনের বেশি যাত্রী ছিল ট্রেনটিতে। ফলে বিরাট ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। মাত্র ২ সপ্তাহের ব্যবধানে ফের একবার হামলার শিকার হল ট্রেনটি। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

প্রাথমিকভাবে অনুমান, আইইডি বিস্ফোরণের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। তবে কে বা কারা এই হামলা চালিয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। কোনও সংগঠন এখনও পর্যন্ত হামলার দায় নেয়নি। জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের পেশোয়ার থেকে কোয়েট্টার উদ্দেশে যাচ্ছিল ট্রেনটি। পথে সিন্ধ-বালোচিস্তান সীমান্তবর্তী সুলতানকোট অঞ্চলে হামলার শিকার হয় ট্রেনটি ব্যাপক বিস্ফোরণের সঙ্গে ট্রেনের একাধিক কামরা লাইনচ্যুত হয়। ঘটনার জেরে আহত হয়েছেন বহু যাত্রী। তাঁদের উদ্ধার করতে নেমেছে পাক সেনা। যে এলাকায় এই হামলা চলেছে সেখানে বালোচ বিদ্রোহীদের ঘাঁটি। ফলে অনুমান করা হচ্ছে হামলার নেপথ্যে রয়েছে বালোচরাই। এদিকে রিপোর্ট বলছে, এই নিয়ে গত দুই মাসে ৬ বার পাকিস্তানের যাত্রীবাহী ট্রেনে হামলার ঘটনা ঘটল।

সরকারি বাংলো আদায় করলেন কেজরি

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর: কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা করে অবশেষে সরকারি বাংলো আদায় করে নিলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির লোধি স্টেটে তাঁর জন্য টাইপ ৭ বাংলো বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রের নগরোন্নয়ন মন্ত্রক। যে বাংলো কেজরির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে সেখানে আগে ছিলেন জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন বিজেপি নেতা ইকবাল সিং লালপুরা। দিল্লির তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। পাশাপাশি তাঁর দল আম আদমি পার্টি এখন জাতীয় দল। এই দুই মানদণ্ডের নিরিখেই সরকারি বাংলোর অধিকারী ছিলেন কেজরি। তবে প্রাপ্য সরকারি বাংলো এতদিন পাননি তিনি। এই অবস্থায় দিল্লি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন আপের সর্বভারতীয় আহ্বায়ক। আদালতে মামলা দায়ের হতেই এই বিষয়ে কোনওরকম টালবাহানা না করে কেন্দ্রীয় নগর উন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, যত দ্রুত সম্ভব প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে বাংলো দেওয়া হবে।

ময়দান

আইএফএ শিল্ডকে গুরুত্ব দিয়েই খেলবে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার থেকে শুরু হতে চলেছে ঐতিহ্যশালী আইএফএ শিল্ড। প্রথম ম্যাচে কল্যাণী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল ও শ্রীনিধি ডেকান এফসি। শিল্ড শুরুর আগে মঙ্গলবার আইএফএ -এর তরফ থেকে ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে অংশগ্রহণকারী ছয়টি দলকে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। আইএফএ আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে পাঁচটি দলের কোচ ও ফুটবলাররা উপস্থিত থাকলেও ছিল না মোহনবাগানের কোনও প্রতিনিধি। পরে অবশ্য আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানান, মোহনবাগানের পক্ষ থেকে তাঁদের জানানো হয়েছিল বিকেলে অনুশীলন থাকার কারণে তারা আসতে পারবে না।

অন্য দিকে, ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ জানালেন, আইএফএ শিল্ডে সম্পূর্ণ বিদেশি-সহ সিনিয়র স্কোয়াড নিয়েই নামবেন তাঁরা। বিনো জর্জ বলেন, 'ইস্টবেঙ্গল আইএফএ শিল্ড খেলতে মুখিয়ে রয়েছে। এই টুর্নামেন্টকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখছি। এই ধরনের টুর্নামেন্ট সব সময় ভালো তরুণ প্রতিভাদের তুলে আনতে সাহায্য করে। হেড কোচ অস্কারের সহকারী হিসেবে আমি থাকব, অস্কারই থাকবেন মূল দায়িত্বে। সব ম্যাচই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।'

পাশাপাশি বিনো জর্জ আরও জানান, আইএফএ শিল্ডের দ্বিতীয় ম্যাচের আগে দলের নবনিযুক্ত জাপানিজ ফরোয়ার্ড হিরোশি ইবুসুকিকে আনার চেষ্টা করছে ম্যানেজমেন্ট। সাংবাদিক সম্মেলনে রশিদ বলেন, 'সুপার কাপের আগে এটা ভালো প্রস্তুতি হবে আমাদের জন্য। আমাদের জন্য এখন প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলা খুবই জরুরি। ডুরান্ড কাপের হার ভুলে দলও ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য তৈরি। অবশ্যই ডুরান্ড কাপের মতোই সমর্থকদের পাশে চাই।'

অস্ট্রেলিয়ায় রোহিত-বিরাটকে দেখতে টিকিট বিক্রিতে রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২২৪ দিন পর ফের অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দেখা যাবে ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহাতারকা; রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে। শেষবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মঞ্চে তাঁদের দেখা গিয়েছিল চলতি বছরের ৯ মার্চ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। তারপর থেকে তাঁরা ছিলেন দীর্ঘ বিশ্রামে। এবার অজিভূমে তাঁদের প্রত্যাবর্তন ঘিরে ক্রিকেট মহলে উত্তেজনার পারদ চড়ছে। অনেকেই মনে করছেন, এটাই হতে পারে তাঁদের শেষ আন্তর্জাতিক সফর। সেই কারণেই সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাসের সীমা নেই।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, আসন্ন সিরিজের আগেই টিকিট বিক্রিতে রেকর্ড তৈরি হয়েছে। তিনটি ওয়ানডে এবং পাঁচটি টি-টোয়েন্টি, মোট আটটি ম্যাচের মধ্যে ১ লক্ষ ৭৫ হাজারের বেশি টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। হাতে রয়েছে মাত্র ৩০ হাজার টিকিট। পারথে কিছু টিকিট অবশিষ্ট থাকলেও অ্যাডিলেড ও সিডনির টিকিট সম্পূর্ণ বিক্রি হয়ে গিয়েছে। এমন দৃশ্য শেষ কবে দেখা গিয়েছে, তা মনে করতে পারছেন না অনেকেই। বোঝাই যাচ্ছে, 'রো-কো' যুগের সম্ভাব্য শেষ নাচন দেখতে মুখিয়ে আছেন বিশ্বজুড়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা।

এবারের সিরিজে রোহিত শর্মার পরিবর্তে ভারতীয় দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েছেন শুভমান গিল। তবুও রোহিত ও বিরাটের উপস্থিতিই সিরিজের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। তাঁদের জুটি যে কতটা জনপ্রিয়, তার প্রমাণ টিকিট বিক্রির এই রেকর্ড। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, অসংখ্য রেকর্ড, আর অবিচল পারফরম্যান্স, এই দুই ক্রিকেটারের অবদান ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে অনন্য।

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ডও তাঁদের মর্যাদাপূর্ণ বিদায় দিতে প্রস্তুত। কয়েক মাস আগে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইও টড গ্রিনবার্গ বলেছিলেন, 'এটাই হয়তো শেষবার, যখন আমরা বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মাকে আমাদের দেশে খেলতে দেখব। যদি সত্যিই তাই হয়, তবে ওদের অবিশ্বাস্য অবদানকে সম্মান জানিয়ে আমরা দুর্দান্ত বিদায়ী সংবর্ধনা দেব।'

এই মন্তব্যের পর থেকেই জল্পনা আরও বেড়েছে, অজি সফরের পরই কি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নেবেন রোহিত ও বিরাট? যদিও কেউই এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেননি, কিন্তু সময়ের ছন্দ বলছে, হয়তো এটাই তাঁদের শেষ বিদেশ সফর একসঙ্গে। তাই কোটি কোটি সমর্থক এখন অপেক্ষায়, শেষবারের মতো প্রিয় তারকাদের ব্যাটে আলো ঝলমলে ইনিংস দেখার আশায়। অস্ট্রেলিয়ার মাঠে রোহিত-কোহলি যুগের শেষ অধ্যায় যেন ইতিমধ্যেই ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিতে শুরু করেছে।

২০২৫ - ২৬ মরশুম শুরুর জন্যে অনুশীলন শুরু করেছে বাংলার সিনিয়র দল । প্রশিক্ষণের সময় তাদের উৎসাহিত করতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি। মঙ্গলবার সকালে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির সল্টলেক ক্যাম্পাসে উপস্থিত ছিলেন তিনি। খেলোয়াড়দের ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে কিভাবে উন্নতি করা যায় তা নিয়ে তাদের উপদেশ দেন তিনি । প্রাক্তণ ভারত অধিনায়ককে পেয়ে উজ্জীবিত বাংলা দলের ক্রিকেটাররা ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/ROAD-01 OF 2025-26
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 25 nos. various work under Basirhat Municipality under Amader Para Amader Samadhan Project. e-Tender Start Date: **08.10.2025 at 9.00 am.** Closing Date: **29.10.2025 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in & www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/DRAINAGE 01 OF 2025-26
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 12 nos. various work under Basirhat Municipality Amader Para Amader Samadhan Project. e-Tender Start Date: **08.10.2025 at 9.00 am.** Closing Date: **29.10.2025 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in & www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/LIGHT-01 OF 2025-26
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 2 nos. various work under Basirhat Municipality Amader Para Amader Samadhan Project. e-Tender Start Date: **08.10.2025 at 9.00 am.** Closing Date: **29.10.2025 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in & www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/APAS-01 OF 2025-26
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 3 nos. various work under Basirhat Municipality Amader Para Amader Samadhan Project. e-Tender Start Date: **08.10.2025 at 9.00 am.** Closing Date: **29.10.2025 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in & www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067

NOTICE

Notice Inviting **Expression of Interest (EOI)** issued under **Memo No. 2096/Admn./25-26/506 dated September 23, 2025** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2025_SCARD_912081_1** is hereby invited from reputed, registered, eligible Electrical Firms / Vendors having adequate experience and credentials in Electrical Designing & Estimation for selection of **Consultant** for conducting different works as mentioned below for the Indoor type Electrical Sub-Station of its ICMARD Building, situated at Block – 14/2, CIT Scheme – VIII (M), Ultdanga, Kolkata – 700 067: -

1. Arrangement for Survey of the Indoor type Sub-Station for exploring and understanding the Scope of Work for Replacement of Main Electrical Low Tension Panel Board of the ICMARD Building.
2. Arrangement for Detailed Electrical Load Survey (Floor-wise) of the ICMARD Building and submission of Report against it both in soft and hard mode.
3. Preparation & submission of detailed Drawings of new Electrical Low Tension Panel Board [CPRI approved] of the ICMARD Building including in-built 150 KVAR APFC Capacitor Bank and its Panel. The prepared Drawing should be submitted both in Hard Mode (Colour Printed) as well as in Soft Mode (in .dwg format).
4. Preparation of Estimate (Scope of Work including approximate cost) based on the Schedule of Rates for Electrical Works, Volume – I, November, 2017, PWD, Govt. of West Bengal, in case of PWD Scheduled Items and based on present market rate in case of PWD Non-Scheduled Items for Replacement of Main Electrical Low Tension Panel Board [CPRI approved] of the Building including in-built 150 KVAR APFC Capacitor Bank and its Panel and submission of the said Estimate both in soft and hard mode.

The last date for submission/uploading of Bid through online is **October 21, 2025**.
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/www.icmard.org**

Sd/-
Managing Director
October 07, 2025

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/618/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Santi Naskar towards Asim Bhadra house and H/O Subol nMandal towards Ashim Das at Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 192, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin	Rs. 2,93,128.00
WBMAD/ULB/ RSM/619/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Susanta Basu towards Tarun Das house and H/O Kingkar Ghosh towards Biplab Karmokar house, at Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 192, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin	Rs. 2,74,873.00
WBMAD/ULB/ RSM/620/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Bhola Tiwari towards Aparna Mullick house and H/O Mamata Saha towards Gobinda Mondal house and H/O Madhusudan Banerjee Towards Mamata Middey house, at Ward No- 22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 192, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,89,529.00
WBMAD/ULB/ RSM/621/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Rabi Bhattacharya towards Ratna Gayen house at Ward No- 22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 192, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,20,981.00
WBMAD/ULB/ RSM/622/25-26 Dated 26.09.2025	Construction of concrete road from H/O Dulal Molla towards H/O Monsur Molla in Ward No- 22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 189, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,76,978.00
WBMAD/ULB/ RSM/623/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Existing Pavement to Concrete road from H/O Sunil Roy towards H/O Pratap Golcar in Ward No- 22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 189, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin	Rs. 1,94,048.00
WBMAD/ULB/ RSM/624/25-26 Dated 26.09.2025	Construction of concrete road at Kodalia Bidhan Bidyapith School Compound in Ward No- 22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 189, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,79,741.00
WBMAD/ULB/ RSM/625/25-26 Dated 26.09.2025	Construction of concrete road from H/O Jhantu Das towards H/O Tapan Babu in Ward No- 22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 189, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,29,496.00

Bid Submission end date: **23.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার নং ঃ সিই-আরএসডব্লু-২৫-২৬-০২, তারিখ ০৩.১০.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে জেনারেল ম্যানেজার (ইঞ্জি.)/দঃপূঃ রেলওয়ে, গার্ডেনরিচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের চক্রধরপুর ডিভিশনে রেলওয়ে কিমি ২৩৩.৮৮০ থেকে ৫১৫.১১৭ (আসানবোনী-ঝাড়সুগুডা)-এর মধ্যে পথচারী/জীবজন্তু/২-হুইলারের জন্য বক্স পুশিং পদ্ধতিতে আরসিসি বক্স (সাইজ ২.৫ মিঃ x ২.৫ মিঃ) দ্বারা ৫৯টি সাবওয়ের ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৮,০৪,৫১,৭৮০.৮১ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৪৫,৫২,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.১০.২০২৫, সকাল ১১টা। **কাজ শেষ করার সময়সীমাঃ** ২৪ (চব্বিশ) মাস। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/মাপকাঠির জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমার জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোনওভাবেই এই কাজের জন্য ফিজিক্যাল/ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **(PR-688)**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/626/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Damaged Drain from Kusum Bhaban More towards Corner of Sonarpur Rural Hospital at M.M Bose Road in Ward No- 19 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 159, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,92,535.00
WBMAD/ULB/ RSM/627/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Existing Brick Pavement to Concrete Road from H/O Pravat Mondal towards H/O Pradyut Bhattacharya at M.M Bose Road in Ward No-19,Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 159, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,55,137.00
WBMAD/ULB/ RSM/628/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Dilip Ganguly towards H/O Sonali Saha at M.M Bose Road in Ward No-19, Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station-159, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,94,922.00
WBMAD/ULB/ RSM/629/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Tara Maa towards H/O Kanailal Ghosh at M.M Bose Road in Ward No- 19, Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S,Poling Station-159,Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,37,738.00

Bid Submission end date: **23.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ৮ অক্টোবর ২০২৫ • পেজ ৮

অযোধ্যার পথে পথে

সাগর মাহাত

শরতের মেঘ দেখলে মন চঞ্চল হয় শরৎ মানেই যৌবনে ভরপুর নদীর গতিধারা নদী, মাঠ ঘাটে কাশের মেলা শরৎ মানেই আকাশে বাতাসে লেগে থাকে পুজোর গন্ধ তাই পুজোর সময় বেড়াতে না গেলে পুজোর আসল রসটাই যেন পাওয়া যায় না বর্ষায় ধুয়া শরৎ প্রকৃতি ভ্রমণপিপাসু বাঙালিকে কাছে টেনে নেয়

এই শরতে কোথায় যে বেড়াতে যাবো সেই নিয়েই মনে যখন ঢেউ উঠছে তখন হঠাৎ ডাক পেলাম অযোধ্যা ভ্রমণের একেই বলে মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি এই প্রথম আমার অযোধ্যা ভ্রমণ মন আনন্দে নেচে উঠলো রাতেই তল্পিতাল্পা গুটিয়ে পরদিন দুপুরের মেদিনীপুর-আদ্রা মেমুতে উঠে পড়লাম প্রায় পাঁচ ঘন্টার ট্রেন জার্নি শেষ করে যখন উরমা স্টেশনে নামলাম তখন ঘড়ির কাটায় বিকেল পাঁচটা শরতের বিকেলের নরম আলো ছোট্ট স্টেশনের প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে পড়েছে ট্রেন বাঁশি বাজিয়ে স্টেশন ছাড়তেই দূরে দেখা গেলো দলমা পাহাড়ের সারি

বরাভূম থেকে অযোধ্যা পাহাড়ের দূরত্ব মাত্র ৩০ কিলোমিটার রাস্তার দুধারে ছোটো ছোটো গ্রাম, সবুজ জমি আর দলমা পাহাড়ের সারি আমাদের সঙ্গেই পথ চলছিলো পাথুরে এবড়ো খেবড়ো রাস্তা সেজন্য রাস্তার দুপাশে পোস্টার লাগানো; 'পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি আস্তে চালান' সতর্কবার্তা দেখে অত্যন্ত সাবধানে গাড়ি এগোতে লাগলো আমাদের অযোধ্যা ভ্রমণ শুরু হল লোয়ার ড্যামের লহরিয়া মন্দিরে প্রণাম করে এখানে তিনটি মন্দির রয়েছে; লহরিয়া শিব মন্দির, হরি মন্দির ও দেবী মায়ের মন্দির মন্দির চত্বর বেশ সাজানো গোছানো মন্দির লাগোয়া বেশ কিছু দোকানপাট সবগুলো দোকানেই পুজোর জিনিসপত্র পাওয়া যায় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন শান্ত মন্দির চত্বরে কিছুক্ষণ বসে থাকলে আপনার মন এক আধ্যাত্মিক জগতে বিরাজ করবে

লোয়ার ড্যাম থেকে পাহাড়ি পাকদণ্ডি বেয়ে এবার আপার ড্যামে যাবার পালা লোয়ার ড্যাম থেকে আপার ড্যাম আরও বিস্তৃত চোখ মেললে দেখা যায় চারিদিকে পাহাড় আর কাশফুলের ঘন বন এখানে আকাশের নীল রঙের সঙ্গে জলের রং মিলেমিশে একাকার আপার ড্যাম থেকে লোয়ার ড্যামে জল গড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় পাওয়ার প্ল্যান্টের কাজকর্ম দেখতে হলে এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস থেকে পারমিশন নিতে হয় সেজন্য নিজস্ব পরিচয়পত্র লাগে এখানে ছবি তোলা নিষিদ্ধ গেট প্রায় সময়ই বন্ধ থাকে এবং চারিদিকে সি সি ক্যামেরার সজাগ সতর্ক দৃষ্টি

আপার ড্যাম থেকে বেরিয়ে এবার আমদের গাড়ি ছুটলো হিলটপের দিকে পথে পড়লো আদিবাসীদের ছোটো ছোটো গ্রাম ঘরগুলো একচালা মাটির তৈরি এই শরতেও গ্রামগুলো কেমন যেন খা খা করছে দারিদ্রতা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাস্তার মোড়ে কঙ্কালসার এক বয়স্কের সরল চোখ অবাক বিস্ময়ে আমাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে যেন বহু প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা অতিবাহিত হয় অনেক কষ্টের ভেতর দিয়ে ছোটো ছোটো দরকারি জিনিসগুলোর জন্যও তাদের ছুটে যেতে হয় বাগমুন্ডি বাজারে

হিলটপে রয়েছে মাস্টারমশাই কৃত্তিবাস মাহাতোর 'অযোধ্যা বিশ্বাশ্রম' আশ্রম আশ্রমটি বেশ সুন্দর করে সাজানো প্রতিদিন পুজো হয় আশ্রমে আগে যখন অযোধ্যায় লজ হোটেল গড়ে উঠেনি তখন এই আশ্রমেই ছিল পর্যটকদের থাকার জায়গা এখনও বহু পর্যটক আশ্রমে এসে রাত্রিযাপন করে বিনা পয়সায় থাকা যায় আশ্রমে এমনকি আশ্রম থেকেই বিছানার ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়

অনেকটা সময় আশ্রমে কাটানোর পর আমরা বামনি জলপ্রপাতের দিকে রওনা হলাম কোনও এক সময় এক বামুনের স্ত্রী এই পাহাড়ি ঝরণায় স্নান করতে এসে মারা গিয়েছিলো সেই থেকেই ঝরণার নামকরণ হয়ে যায় বামনি বামনির দূরন্ত জলের গতি পাথুরে সিড়ি বেয়ে একেবারে নীচে নামলে বামনি জলপ্রপাতের আসল সৌন্দর্য দেখতে পাওয়া যায় পাহাড়ের তিনটে ধাপ দিয়ে জলের ধারা অসংখ্য ছোটো বড় পাথরে ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়ছে আরও নীচে জলের শব্দ, পাখির কুজন ও পাহাড় সবুজের মেলবন্ধনে এখানে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে যেখানে নিশ্চিন্তে আনমনে প্রকৃতির নির্জনতাকে উপভোগ করা যায় এই স্থানে ত্রিপল বিছিয়ে স্থানীয়রা কয়েকটি দোকান খুলেছে যেখানে কাঠের তৈরি নানান জিনিস পাওয়া যায় জিনিসপত্রের দাম সামান্যই তাই দয়া করে দরদাম করবেন না এদের অর্থনৈতিক কাঠামো অনেকটাই পর্যটকদের উপর নির্ভর করে থাকে প্রয়োজন না থাকলেও ওদের কাছ থেকে দু একটি জিনিস কিনে নিন

আমাদের পরবর্তী দ্রষ্টব্য টুর্গা জলপ্রপাত এখানকার রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ সাবধানে চলতে হয় একদিকে উঁচু পাহাড়, অপরদিকে ঢাল পাহাড়ের গা বেয়ে ঝুলছে বনজ লতাগুল্ম টুরগা জলপ্রপাতের অবস্থান একেবারে রাস্তার ধারে এটিকে দেখতে অনেকটা অর্ধবৃত্তাকার কুঁয়োর মতো স্থানীয় ভাষায় টুরগা শব্দের অর্থ হল ঘন্টা জঙ্গলের মধ্যে পোষ্য হারিয়ে গেলে তার অবস্থান জানার জন্য পোষ্যর গলায় ঘন্টি বাঁধা হয় এই ঘন্টির জন্য পোষ্য অনেক সময় শিকারির হাত থেকেও রক্ষা পায়

সব শেষে গিয়েছিলাম মুরগুমা মুরগুমা সাহারজোর নদীর উপর তৈরি একটি কৃত্রিম বাঁধ পাহাড় আর সবুজে ঘেরা মুরগুমা হ্রদের সৌন্দর্য সত্যিই অসাধারণ এখানে সারাদিন পাহাড়ের চূড়োয় চলে মেঘেদের লুকোচুরি বিকেল হলেই আকাশের গায়ে ভেসে উঠে রং বেরঙের নানান ছবি কোনো সুনিপুণ শিল্পী যেন আপন খেয়ালে আকাশে রঙ ছড়িয়ে আঁকে সে সব ছবি চারিদিকে নির্জনতায় মোড়া রাত্রি নামলে মুরগুমা হয়ে উঠে বড় মায়াবি আর তখন পাহাড়ে পাহাড়ে শুরু হয় যেন রাতপরীদের আনাগোনা মুরগুমাতে অনেক হোটেল আর ছবির মতো হোমস্টে গড়ে উঠেছে

ঘুরতে ঘুরতে কখন যে সূর্যদেব পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে বুঝতেই পারিনি সব্যসাচী বলল;একদিনে অযোধ্যা ঘোরা যায় না একথা সত্যি সময়ের অভাবে মানুষের অনেক আশা পুরণ হয় না

কীভাবে যাবেন: হাওড়া বা খড়্গপুর-মেদিনীপুর থেকে ট্রেনে বা বাসে পুরুলিয়া পুরুলিয়া থেকে অযোধ্যা যাওয়ার দক্ষিণবঙ্গ পরিবহনের বাস রয়েছে সকাল ৮ টার সময় পার্সোনাল গাড়ি করেও অযোধ্যায় যেতে পারেন

কোথায় থাকবেন: অযোধ্যাতে থাকার জন্য অনেক বেসরকারি লজ রয়েছে হিলটপেও রয়েছে অনেকগুলো লজ

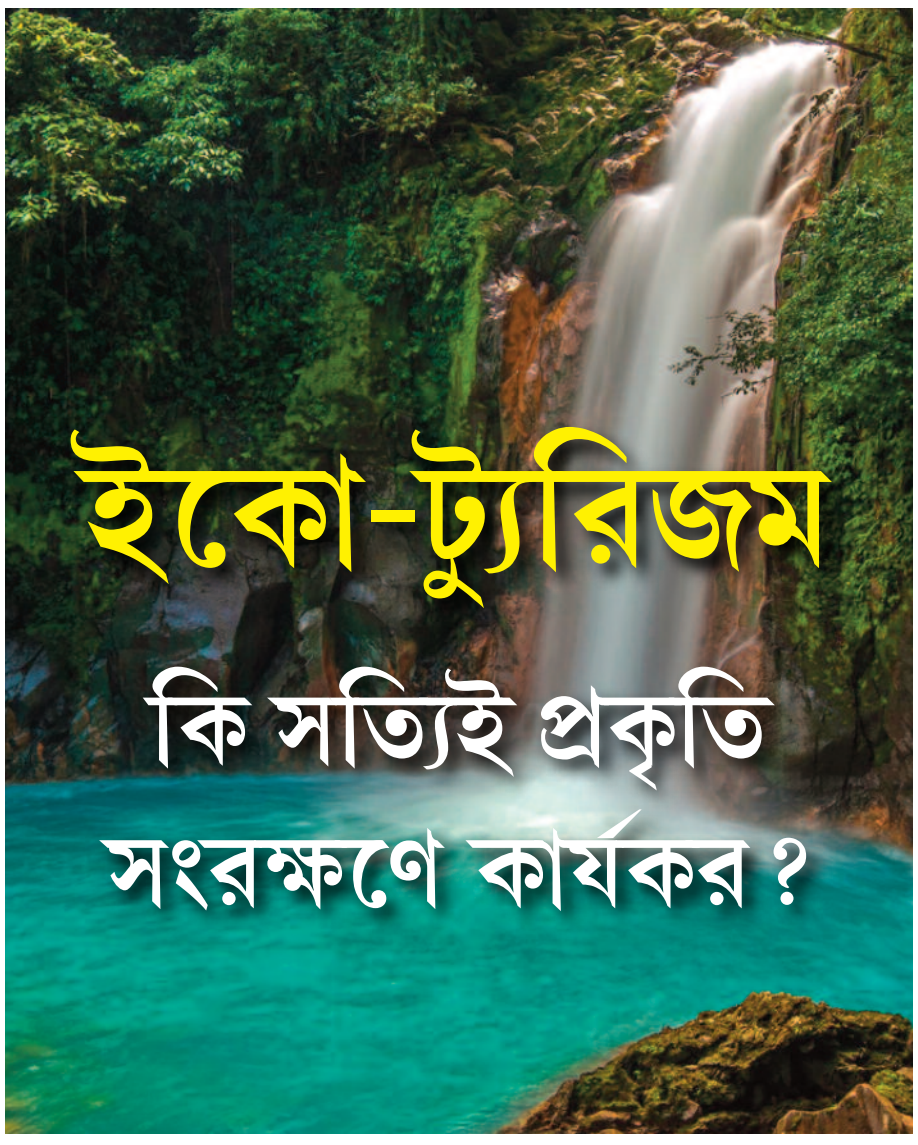

বিশ্বজিৎ বৈদ্য

মানুষের জীবনে ভ্রমণ এক অমোঘ আকর্ষণ। প্রকৃতি দর্শন, নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি, মানসিক প্রশান্তি এবং আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই ভ্রমণের নেশায় উদ্বুদ্ধ। কেবল ব্যক্তিগত তৃপ্তিই নয়, আধুনিক বিশ্বে পর্যটন শিল্প অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি। বৈশ্বিক জি.ডি.পি-র একটি বড় অংশ পর্যটন খাত থেকে আসে এবং কোটি কোটি মানুষ এই খাতের সঙ্গে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। তথাপি পর্যটন শিল্পের দ্রুত বিস্তার একদিকে যেমন উন্নয়নের দরজা খুলছে, অন্যদিকে প্রকৃতির উপর অত্যন্ত চাপ তৈরি করছে। পাহাড় কেটে হোটেল, সমুদ্রসৈকতে প্লাস্টিক বর্জ্য, অরণ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভিড়;এসব মিলিয়ে জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য আজ মারাত্মক সঙ্কটের মুখে। এই সঙ্কট নিরসনের দাবিতে উত্থিত হয়েছে নতুন ধারণা; ইকো-ট্যুরিজম বা পরিবেশবান্ধব পর্যটন। কিন্তু এই ইকো-ট্যুরিজম কি সত্যিই প্রকৃতি সংরক্ষণে কার্যকর, নাকি কেবল ব্যবসার নতুন নাম, এই প্রশ্নই আজকের আলোচনার কেন্দ্রে।

ইকো-ট্যুরিজম মূলত এমন এক পর্যটন ধারা, যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে একধরনের সহাবস্থান তৈরি হয়। পর্যটকরা প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করেন, তবে তাঁরা প্রকৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন না। বরং এই ভ্রমণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে উৎসাহিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, লাতিন আমেরিকার কোস্টারিকা ইকো-ট্যুরিজমে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। সেখানকার ঘন অরণ্য ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের পাশাপাশি পর্যটন আয় স্থানীয় মানুষের উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়। ফলে প্রকৃতি রক্ষার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নও সম্ভব হয়েছে।

তর্কের পক্ষে যুক্তি হলো, ইকো-ট্যুরিজম পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলে। একজন পর্যটক যখন জঙ্গলে হাঁটতে হাঁটতে বিরল পাখির ডাক শোনেন, বা প্রবাল দ্বীপে গিয়ে দেখেন সাগরের ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্র কতটা সংবেদনশীল, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এই অভিজ্ঞতা কেবল ভ্রমণের আনন্দ নয়, বরং তার জীবনাচরণে স্থায়ী প্রভাব ফেলে। তিনি হয়তো নিজ শহরে ফিরে গিয়ে প্লাস্টিক কম ব্যবহার করবেন, অথবা জলবায়ু আন্দোলনের সমর্থক হবেন। অর্থাৎ, ইকো-ট্যুরিজম একদিকে স্থানীয় প্রকৃতি সংরক্ষণে সাহায্য করে, অন্যদিকে বৈশ্বিক পরিবেশ আন্দোলনে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে।

আবার ভারতের সিকিম রাজ্যের অভিজ্ঞতা এর একটি বড় উদাহরণ। সেখানে সরকার ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে 'প্লাস্টিক ফ্রি ট্যুরিজম' চালু হয়েছে। পর্যটকদের প্লাস্টিক বহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, স্থানীয় পরিবারগুলোকে হোমস্টে চালাতে উৎসাহিত করা হয়েছে, এবং ভ্রমণকে প্রকৃতি-কেন্দ্রিক রাখা হয়েছে। এর ফলে সিকিম আজ ভারতের একটি অন্যতম পরিবেশবান্ধব পর্যটন গন্তব্য। একইভাবে কেরালার ব্যাকওয়াটার অঞ্চলেও হাউসবোট ট্যুরিজম স্থানীয় জেলেদের জীবিকা দিয়েছে, সেই সঙ্গে নদী-খাল সংরক্ষণে অর্থ জুগিয়েছে।

কিন্তু এর বিপরীত দিকও উপেক্ষা করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, 'ইকো-ট্যুরিজম' কেবল একটি ব্যবসায়িক কৌশল। বাস্তবে যেখানে পরিবেশ সংরক্ষণের বদলে প্রকৃতিকে আরও বেশি ক্ষতি করা হয়। যেমন সুন্দরবনে পর্যটনকে 'ইকো-ট্যুরিজম' বলা হলেও, সেখানকার বাস্তবতা ভিন্ন। বাঘ দেখার নেশায় নদীপথে অসংখ্য নৌকা, অনিয়ন্ত্রিত হোটেল এবং পর্যটকদের অবহেলায় ছড়িয়ে পড়া প্লাস্টিক বর্জ্য বাঘ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংকুচিত করে তুলছে। ফলে এখানে 'ইকো-ট্যুরিজম' পরিবেশ সংরক্ষণের বদলে পরিবেশ ধ্বংসের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আরেকটি বড় সমস্যা হলো 'ক্যারিং ক্যাপাসিটি' বা বহনক্ষমতা। প্রতিটি অঞ্চলের একটি সীমা আছে, তার বেশি পর্যটক প্রবেশ করলে পরিবেশ তা সহ্য করতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে এই সীমা মানা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, উত্তরাখণ্ডে অতিরিক্ত পর্যটকের চাপ হিমালয়ের ভঙ্গুর পরিবেশকে চরম সঙ্কটে ফেলেছে। হিমবাহ দ্রুত গলছে, হিমানী সম্প্রপাত বাড়ছে, পাহাড়ি জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখে। অথচ এখানেও ইকো-ট্যুরিজমের নাম ব্যবহার করে পর্যটন বাড়ানো হচ্ছে।

আফ্রিকার কেনিয়া বা তানজানিয়ার সাফারি ট্যুরিজমও একই দ্বন্দ্ব তৈরি করেছে। সিংহ, হাতি বা জেব্রা দেখার জন্য অগণিত পর্যটক জঙ্গলে ঢুকছেন, ফলে প্রাণীকুলের স্বাভাবিক প্রজনন ব্যাহত হচ্ছে। আবার স্থানীয় অর্থনীতি এতে সমৃদ্ধ হচ্ছে, যা জনগণকে সংরক্ষণের দিকে টেনে নিচ্ছে। ফলে এখানে দ্বিমুখী চিত্র;অর্থনীতি বাড়ছে, তবে প্রকৃতির স্বাভাবিকতা কমছে।

তর্কের উভয় দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইকো-ট্যুরিজম কার্যকর হতে হলে কিছু শর্ত মানতেই হবে। প্রথমত, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। যদি তারা পর্যটন থেকে আয় পায়, তবে তারা নিজেরাই প্রকৃতি রক্ষায় উদ্যোগী হবে। দ্বিতীয়ত, সরকারকে কঠোরভাবে পরিবেশ আইন প্রয়োগ করতে হবে। তৃতীয়ত, পর্যটকদের

মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে, যাতে তারা দায়িত্বশীল ভ্রমণকারী হন। আর চতুর্থত, ক্যারিং ক্যাপাসিটির সীমা অতিক্রম না করতে কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকা চাই।

ইকো-ট্যুরিজমে আদৌ কি পরিবেশ রক্ষা করা যায়?;এর উত্তর সরল নয়। হ্যাঁ, ইকো-ট্যুরিজম প্রকৃতিকে রক্ষা করতে পারে, তবে তখনই যখন এটি সত্যিকারের পরিবেশবান্ধব, সৎ উদ্দেশ্যপ্রসূত এবং সীমিতভাবে পরিচালিত হয়। অন্যথায়, এটি পরিবেশ রক্ষার আড়ালে প্রকৃতিকে আরও ক্ষতির মুখে ফেলতে পারে।

সর্বোপরি বলা যায়, ইকো-ট্যুরিজম একটি দ্বিমুখী বাস্তবতা। এটি একদিকে মানুষের ভ্রমণপ্রিয়তা মেটায় এবং পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলে, অন্যদিকে ব্যবসায়িক স্বার্থে অপব্যবহৃত হলে পরিবেশ ধ্বংস ত্বরান্বিত করে। তাই আমাদের দায়িত্ব হলো ইকো-ট্যুরিজমকে সুস্থায়ী উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলা, ব্যবসার মুখোশ হিসেবে নয়। প্রকৃত অর্থে এটি কার্যকর হলে ইকো-ট্যুরিজম শুধু পরিবেশ রক্ষাই করবে না, বরং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ও ভারসাম্যপূর্ণ পৃথিবীও গড়ে তুলবে।

লেখক: বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক

সবসময়ই পাহাড়ের সৌন্দর্য অতুলনীয়। পাহাড়ের এই সৌন্দর্যের সব টুকু নির্যাস উপভোগ করতে চাইলে পৌঁছে যেতে হবে মেঘেদের ঠিকানায়। আচ্ছা একবার ভাবুন তো, আপনি বসে আছেন পাহাড়ি নদীর ধারে, মাঝে মধ্যে এই নদীর জল পাথরে ধাক্কা খাচ্ছে আর সেই সময়

আপনার চোখে মুখে ছিটে আসছে এই পাহাড়ি নদীর শীতল জল। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে শীতল হাওয়া। আর চুপ করে সেই জলে পা ডুবিয়ে আপনি নিজের পছন্দের গান শুনছেন হেডফোনে। একেবারে রোম্যান্টিক মুড যাকে বলে। এমন দৃশ্য কেবল সিনেমার পর্দায় ধরা দেয় না, ধরা দেয় বাস্তব জীবনেও। আপনিও যদি এই উপলব্ধি বাস্তবে পেতে চান তাহলে ব্যাগ প্যাক করুন আর ঘুরে আসুন আলিপুরদুয়ারের আরও এক অজানা ঠিকানা যার নাম সাচাফো বন। আলিপুরদুয়ার মানেই সেখানে জঙ্গল, নদী, আর পাহাড়ের সমাহার। এর অন্যথা নয় সাচাফো বনও। এখানেও রয়েছে নদী, পাহাড় আর জঙ্গল। যে জঙ্গলের ভিতর গাছের প্রতিটি ডালে ধরা দেয় নানা অজানা পাখি। সেই সব পাখিদের ডাক শুনে মনে হবে যেন তারা আপনাদের সঙ্গে গল্প করতে চাইছে, নতুন করে আলাপ করতে চাইছে। ওই যে দূরে আবছা হয়ে রয়েছে ভুটান পাহাড়। পাহাড়ের চূড়া গুলি মেঘে ঢাকা, অনেক সময় সেই মেঘ ভেসে যাবে একদম আপনার গা ঘেঁষে। এই অনুভূতি একবার পেলে তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে আপনার জীবনে। জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ের অলিগলি পথ ধরে এগোতেও মন্দ লাগবেনা।

সবুজের ঘেরাটোপে এই পাহাড়ি পথ ধরে এগোতে গিয়ে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সাক্ষী হবেন আপনি। অ্যাডভেঞ্চার প্রেমীদের জন্য রয়েছে ট্রেক করার ব্যবস্থাও। উত্তরবঙ্গের যেখানেই যাবেন পেয়ে যাবেন সুস্বাদু মোমো। হাতে গরম গরম মোমো নিয়ে পাহাড়ের কোন এক ঢালে বসে অফুরন্ত প্রাকৃতিক শোভা মন ভরে উপভোগ করা। চাইলে এই নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়েও থেকে যেতে পারেন রাত টুকু।

রাত্রে আশপাশ থেকে চিকেন এনে নিজেই কাঠের চুল্লিতে বানিয়ে ফেলুন বার্বিকিউ কাবাব, কি জিভে জল আসছে তো, এই অসাধারণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চাইলে সামনে ছুটি পেলে হাওয়া বদল করার জন্য বেঁছে নিন উত্তরবঙ্গের কোলে লুকিয়ে থাকা আরও এক অচেনা ও প্রকৃতির মায়াবী পরিবেশে ভরা সাচাফো বন।

কিভাবে যাবেন? ট্রেনে করে পৌঁছে যেতে হবে আলিপুরদুয়ার। সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে বাঁকি পথটুকু পৌঁছতে হবে।

ভিজিট দুবাই উন্মোচন করল নতুন প্রচার 'ইয়ে ভি দুবাই হ্যায়, ব্রো!'

কমেডিয়ান অনুভব সিং বাসি ও হর্ষ গুজরালের সঙ্গে ভারতীয় দর্শকদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা তুলে ধরলো

কলকাতা: ভিজিট দুবাই তাদের সর্বশেষ প্রচারণা 'ইয়ে ভি দুবাই হ্যায়, ব্রো!' চালু করেছে, যার লক্ষ্য ভ্রমণকারীদের অপ্রত্যাশিত উপায়ে দুবাই কে পুনরায় আবিষ্কার করতে অনুপ্রাণিত করা। প্রচারণাটিতে জনপ্রিয় স্ট্যান্ড-আপ শিল্পী অনুভব সিং বাসি ও হর্ষ গুজরালকে দেখা যাবে, যারা ভারতীয় দর্শকদের হাস্যরসের প্রতি ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে দুবাইয়ের কম পরিচিত রত্ন আবিষ্কার করছেন। ভিডিওটিতে তাদের প্রাণবন্ত বন্ধুত্ব এবং অভিযাত্রা তুলে ধরা হয়েছে, যা

ভ্রমণকারীদের প্রচলিত ল্যান্ডমার্কের বাইরে শহর অন্বেষণে উৎসাহিত করে। দুবাই ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনমি অ্যান্ড ট্যুরিজম (ভিজিট দুবাই)-এর প্রক্সিমিটি মার্কেটসের আঞ্চলিক পরিচালক বদর আলী হাবিব বলেন, 'এই প্রচারণার মাধ্যমে আমরা মজা এবং আবিষ্কারের অনন্য মিশ্রণটি ধরতে চেয়েছি যা দুবাইকে ভারতীয় ভ্রমণকারীদের জন্য বিশেষ করে তোলে। বাসি ও হর্ষ আজকের তরুণ ভারতের চেতনাকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন;হাস্যরস, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং প্রকৃত কৌতূহল। দুবাই এমন একটি শহর যা প্রতিবার ভ্রমণের সময় নতুন অভিজ্ঞতা উপহার দেয়।'

কমেডিয়ান অনুভব সিং বাসি বলেন, 'এই প্রচারণায় অংশগ্রহণ করা দারুণ ছিল, কারণ এটি সাধারণ মার্কেটিংয়ের মতো নয়, বরং দুই বন্ধুর অন্বেষণ ও মজা করার মতো। দুবাই আমার প্রিয় শহরগুলির একটি;শুধু দর্শকদের কারণেই নয়, বরং শহরের অসাধারণ অভিজ্ঞতার জন্যও।'

হর্ষ গুজরাল যোগ করেন, 'আমি ভেবেছিলাম দুবাইয়ে সবকিছুই দেখেছি, কিন্তু এই অভিযাত্রা বুঝিয়ে দিল যে নতুন কিছু আবিষ্কারের সুযোগ সর্বদাই আছে। বিশেষ করে হাট্টার মনোরম দৃশ্য এবং XLine দুবাই মেরিনা ছিল অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।'